মাধ্যমিক শিক্ষায়

কর্মশিক্ষা

সমাজসেবা ও বিদ্যালয়-কার্যক্রম

(শিক্ষক-সহায়িকা)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

মাধ্যমিক শিক্ষায়

কর্মশিক্ষা

সমাজসেবা ও বিদ্যালয়-কার্যক্রম

(শিক্ষক-সহায়িকা)

WORK EDUCATION
SOCIAL SERVICE & SCHOOL PERFORMANCES

(A Guide-Book For Teachers)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

PRINTED IN OCTOBER 1974, (8,000)

Work Education
Social Service & School Performances
(in Bengali)

Price : Rs. 2·50

Published by A. C. Biswas, Secretary, West Bengal Board of Secondary Education, 77/2, Park Street, Calcutta-700016.

Printed by A. R. Chakraborti, New City Press, 1, Ramanath Majumdar Street, Calcutta-700009.

লেখক ঃ

শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর রণজিৎকুমার দে
ডক্টর নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সম্পাদনায় ঃ

শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার

ভূমিকা

কর্ম ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের নাম কর্মশিক্ষা। শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা দিতে হলে, সামাজিক রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে হলে এবং জীবনের উপযোগী শিক্ষার প্রসার চাইলে, কর্ম ও পুঁথিগত শিক্ষার পার্থক্য দূর করতে হবে কর্মশিক্ষার সাহায্যে। মধ্যশিক্ষার নতুন পাঠক্রমে 'কর্মশিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে এ নিয়ে নানা কৌতূহল, নানা জিজ্ঞাসা, নানা সমস্যা। তাই বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষা রূপায়ণের যাঁরা প্রধান রূপকার তাঁদের জন্য 'কর্মশিক্ষা, সমাজসেবা ও বিদ্যালয় কার্যক্রম' নামক ব্যবহারিকা-পুস্তকটি প্রকাশিত হল। পর্ষদ্ কর্তৃক ইতঃপূর্বে প্রকাশিত 'মধ্যশিক্ষার রূপান্তর—কর্মশিক্ষা' এবং অপর একটি পুস্তিকা—'Work Education—Suggestions for Implementation'—এই সঙ্গে পড়ে নিলে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ উপকৃত হবেন আশা করি।

এই ব্যবহারিকা-গ্রন্থখানির আমূল সম্পাদনা করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, বিশ্বভারতী বিনয় ভবনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বইখানির বিভিন্ন অংশ রচনা করেছেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন পোস্টগ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়, বাণীপুর পোস্টগ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রণজিৎ কুমার দে, বিনয় ভবনের অধ্যাপক ডঃ নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

নিউআলিপুর উচ্চমাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ মহাশয়। এঁরা প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য শিক্ষাব্রতী—এঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই। অধ্যক্ষ চট্টোপাধ্যায় পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত প্রুফ দেখে দিয়েছেন এবং প্রথমাবধি ছাপাখানার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গ্রন্থপ্রকাশে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও প্রীতি জানাই। পর্ষদের সহকর্মীদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীসুনীলচন্দ্র রায় ও অধ্যাপক শ্রীশান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় এ পুস্তক প্রকাশনে সর্বদা উৎসাহ জুগিয়েছেন।

পুস্তকখানির উন্নতিকল্পে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমত পেলে পর্ষৎ উপকৃত বোধ করবেন।

গান্ধী-দিবস ॥ ২রা অক্টোবর '৭৪
৭৭।২, পার্ক স্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড ॥ কর্মশিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ সমাজসেবা

তৃতীয় খণ্ড ॥ বিত্যালয়-কার্যক্রম

। পরিশিষ্ট ।

কর্মশিক্ষা

নব-পরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, সমাজসেবা ও বিদ্যালয়-কার্যক্রম সংহত করে, পরীক্ষান্তর্ভুক্ত আবশ্যিক বিষয় বলে গণ্য করে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে আধুনিক করে তুলবার একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ঃ মাধ্যমিক শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া এবং ব্যক্তিকে আজকের সমাজে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

আজ জাতির সামনে প্রধান সমস্যা—দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ব্যাপক কর্মসংস্থান। সেজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মানব-শক্তির সংগঠন, রাষ্ট্রিক ও জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। উপায় ঃ পাঠক্রমের আদর্শানুগ সাবিক সংস্কার।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মূলতঃ তিন প্রকার ঃ—

(১) মনোগত (২) অর্থগত এবং (৩) সমাজগত।

মনোগত উদ্দেশ্য রূপায়িত হয় মন, বুদ্ধি, ভাবকল্পনা ও অন্যান্য মানসিক দিকের বিকাশে। শিক্ষা এখানে একান্ত ব্যক্তিগত, অনেকাংশে স্বপ্রচেষ্টানির্ভর। বিদ্যার্থী অনেকের সঙ্গে একই পরিবেশে বিদ্যার্জনে নিযুক্ত থাকলেও বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয় তার নিজের চেষ্টায়, আত্মগত ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এ কাজে সহায়তা করে বিদ্যালয়, সমাজ ও পরিবেশ।

অর্থগত শিক্ষা বিদ্যার্থীকে অর্থোপার্জনে সক্ষম করে তোলার শিক্ষা। যে শিক্ষার ফলে বিদ্যার্থীর মানবিক বা মানসিক গুণগুলিই পুষ্ট হয়ে ওঠে অথচ বিদ্যার্থী স্বনির্ভর হয় না, জীবিকা অর্জনে সমর্থ হয় না—সে শিক্ষা নিতান্তই বন্ধ্যা। বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য হল

তরুণকে মানসিক গুণে শ্রীমান, আত্মপ্রতিষ্ঠ, জীবিকা অর্জনে সমর্থ করে গড়ে তোলা।

সমাজগত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে সমাজের সহৃদয়, সক্রিয়, নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। মানুষ সামাজিক জীব। বিচিত্ররকম মানুষের বহুবিধ কর্মধারায় স্পন্দিত সমষ্টিগত সমাজ-জীবনে সে একটি একক। মানবশিশু যখন তার গুণগুলির বিকাশের মধ্যে দিয়ে সমাজে সুসমঞ্জস কর্মধারায় মিলিত হয়ে নিজেকে ও সমাজকে সুষ্ঠু পরিণতির দিকে নিয়ে যায় তখনই তার শিক্ষা হয় সার্থক। তরুণকে সমাজের অঙ্গীভূত হতে হবে, সমাজজীবনে আদানপ্রদানের ভিত্তিতে জীবনযাপন করতেই হবে। এই বোধের অনুসরণ করে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের চেতনা ও পটুত্ব গড়ে তোলা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

শিক্ষার এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলির ভিত্তিতেই কর্মশিক্ষা, সমাজ-সেবা, শারীর শিক্ষা ও বিদ্যালয়-কার্যক্রমের সম্বন্ধে স্বচ্ছ মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

১.০ কর্ম শিক্ষা কেন?

কর্মশিক্ষা কেন—একথা আলোচনার আগে চিন্তা করতে হবে, নব-পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে কর্মশিক্ষার কথা ভাবতে হচ্ছে কেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কোন কোন অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি ছিল যার জন্য ভারতের সর্বাধুনিক শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) কর্ম-অভিজ্ঞতা প্রবর্তনের সুপারিশ রেখেছেন এবং এ জন্য ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাস্তরে কর্মশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে সংহত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান ভারতের জাতীয় আদর্শ হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ।

দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ভারতের জাতীয় সমস্যা, জাতীয় আদর্শের রূপায়ণে সবচেয়ে প্রবল অন্তরায়। এই অন্তরায় অপসারণের সব থেকে প্রধান হাতিয়ার শিক্ষা। এজন্য প্রয়োজন দেশে সবল, উৎপাদনক্ষম, পরিশ্রমী, আদর্শানুধ্যায়ী মানুষ গড়ে তোলা, জাতীয় সামগ্রিক উন্নয়নের পথে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা এবং জীবনের সমস্যা সমাধানে জ্ঞানের প্রয়োগপটুত্ব সৃষ্টি করা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা গভীর ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। জাতীয় সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এখন একদিকে যেমন আদর্শগত মূল্যবোধের অনুসরণ, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্ঞানকে প্রয়োগ করবার প্রেরণা ও পটুত্বের উন্মেষ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

খুঁজে পাওয়ার চেয়েও খুঁজে পাওয়ার প্রেরণা সৃষ্ট হওয়া অনেক জরুরী। কর্মের পরিণতির এই তাৎক্ষণিক মূল্যের চেয়ে কর্মপ্রেরণা সৃষ্ট হওয়া ব্যক্তিজীবনের রূপায়ণে বেশী মূল্যবান। প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে এই সন্ধানপ্রেরণা, কর্মপ্রেরণা, প্রয়োগপ্রেরণা জাগাতে পারেনি।

তেমনি কোন কিছু হঠাৎ-শিখে-ফেলার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন—কেমন করে শিখতে হয় তাই জানা। এর ফলেই শিক্ষা জীবনব্যাপী উন্নয়নের ও প্রসারণের উপায় হতে পারে।

জাতীয় সমৃদ্ধির ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবার, জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যোগ দেবার বিনিময়েই নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় জাতীয় সম্পদের ব্যবহারের অধিকার জন্মায়। প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে এই আদান-প্রদানের জন্য সুষ্ঠু মনোভাব কিংবা প্রয়োজনীয় পটুত্ব গড়ে দিতে পারে না।

জীবন স্বভাবতঃই সমস্যাপূর্ণ। বাঁচার জন্য যেমন সমষ্টিকে তেমনি ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার সমাধান করতে হয়। সমস্যা-সমাধান-পটুত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য, মূল্যবোধের সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী যুক্তিসহ বিচারসামর্থ্য ব্যক্তিজীবনের তথা জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি আনয়নে অপরিহার্য।

সুসংবদ্ধ সমাজ ও সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তুলবার পথে প্রধান অন্তরায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে ভাবগত বিভেদ। অনুভূতিগত একাত্মতা ছাড়া সমাজ বা জাতি গড়ে ওঠে না। বর্তমান শিক্ষায় অন্য কিছু বোঝবার আগেই শিক্ষার্থী এটা বুঝতে শেখে যে তারা দেশের খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের থেকে পৃথক, উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন।

বর্তমান শিক্ষা জ্ঞানকে কর্মের সাথে যুক্ত না করতে পেরে, জ্ঞানকে প্রয়োগধর্মী না করতে পেরে জাতীয় প্রয়োজন মেটাবার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। দেশের সমৃদ্ধির জন্য, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্মকুশলতা, স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা, কঠোর শ্রম করবার সামর্থ্য ও অভ্যাস, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, কর্মনিষ্ঠা ও ভাবপ্রবণতাহীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয় আদর্শ অনুসারী মূল্যবোধ। সে জন্যই জাতীয় স্বার্থে কর্মশিক্ষার প্রবর্তন। সে জন্যই অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে কর্ম-শিক্ষা ও সমাজসেবাকে পাঠক্রমে সংহত করা হয়েছে। কর্মশিক্ষা একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সাহায্য করবে, অপরদিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে সহায়ক হবে। সর্বোপরি সামাজিক ব্যবধান দূরীকরণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি স্থাপনে সহায়ক হবে। বর্তমান শিক্ষার সবচেয়ে বড় গলদ—জ্ঞানের প্রয়োগধর্মিতার অভাব—সাধারণ শিক্ষাক্রমে কর্মশিক্ষার সংযোজনে দূর হবে। শিক্ষিত

মানুষের মনে কর্মপ্রেরণা, জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রেরণা, সমস্যা-সমাধান প্রয়াস প্রেরণা কর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে।

নৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক চিন্তা করে ভারতের কোঠারী কমিশন সাধারণ শিক্ষায় কর্মশিক্ষা সংহত করবার সুপারিশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সেই অনুযায়ী কর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

২.০ কর্মশিক্ষা কী?

কর্মশিক্ষার স্বরূপ বুঝতে গেলে আগেই একটা কথা মনে রাখতে হবে। শিক্ষাকমিশন চারটি মৌলিক বিষয়কে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে দেখার সুপারিশ করেছেন: সে চারটি হল—(ক) সাক্ষরতা, (খ) সংখ্যাজ্ঞান, (গ) সমাজসেবা এবং (ঘ) কর্ম-অভিজ্ঞতা। কমিশন 'কর্ম-অভিজ্ঞতা'র সুপারিশ করেছেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্ম-অভিজ্ঞতাকে আরও ব্যাপক করবার প্রচেষ্টায় 'কর্মশিক্ষা'কে পাঠক্রমের অন্তর্গত করেছেন। কর্ম-অভিজ্ঞতা এবং কর্মশিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং প্রায় সমার্থক হলেও হুবহু এক নয়।

২.১ কর্ম-অভিজ্ঞতার সংজ্ঞা

শিক্ষাকমিশন কর্ম-অভিজ্ঞতার সংজ্ঞা নিরীকরণ করতে গিয়ে বলেছেন:

"We define Work-experience as participation in productive work in school, in the home, in a work-shop, on a farm, in a factory or in any other productive situation."

এই কমিশন আরও বলেছেন: "Work-experience is a method of integrating education with work."

কর্ম-অভিজ্ঞতা কর্মজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক কর্ম সম্পাদন এবং শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনাত্মক কর্মের সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়া।

২.২ কর্মশিক্ষার সংজ্ঞা

এক কথায় বলা যায় কর্মশিক্ষা কর্মের সঙ্গে তাত্ত্বিক শিক্ষার সাঙ্গীকরণের পদ্ধতি। শুধুমাত্র কর্মের অভিজ্ঞতা কর্মশিক্ষা নয়। শুধুমাত্র উদ্দেশ্যমূলক কাজ করা কিংবা বাস্তবক্ষেত্রে কাউকে কাজ করতে দেখা কর্মশিক্ষা নয়। কর্মশিক্ষা হল ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং এজন্যেই কর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার (general education) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্মে যোগদানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(ক) শিক্ষাকে জীবন ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং ছাত্রদের কাজের জগতের সঙ্গে পরিচিত করা

(খ) স্বনির্ভরতার ও শ্রমের মর্যাদার তত্ত্বে ও অভ্যাসে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা

(গ) কর্মজগতের সম্পর্কে কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণের সামর্থ্য গড়ে তোলা

(ঘ) কঠোর শ্রমের অভ্যাস এবং আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধীন প্রচেষ্টার অভ্যাস গড়ে তোলা

(ঙ) সমস্যা-সমাধান-পটুত্ব গড়ে তোলা

(চ) সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী বস্তু উৎপাদনের জন্য উৎপাদন-পটুত্ব গড়ে তোলা

(ছ) সামাজিক সংহতি গড়ে তুলতে ও সামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে সাহায্য করা

(জ) সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় পটুত্ব ও গুণ, যেমন সহযোগিতা,

সহিষ্ণুতা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামঞ্জস্য প্রভৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করা

(ঝ) বৃত্তিগত প্রস্তুতি ও বয়স্ক জীবনের কাজকর্মে যোগ দেবার মানসিকতা ও পটুত্ব গড়ে তোলা

(ঞ) উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহারের প্রতি মনোভাব ও সামর্থ্য গড়ে তোলা।

২.৩ কর্মশিক্ষার স্বরূপ

কর্মশিক্ষায় কর্ম হল একাধারে শিক্ষার উপজীব্য, শিক্ষার উপকরণ ও পদ্ধতি। ক্ষেত্রবিশেষে কর্মের প্রকারভেদ হবেই কিন্তু কর্ম-শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হবে না, মূল কাঠামো থাকবে একই। কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কর্মশিক্ষার অন্তর্গত কর্ম-অভিজ্ঞতা দুই রকম ঃ (১) কর্মের জগতের সাথে কর্মীর সশ্রদ্ধ পরিচয় এবং (২) বাস্তব উৎপাদনাত্মক কর্মের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য-মূলক ও উৎপাদনাত্মক কর্মে যোগদান।

কর্মের একটি প্রধান ক্ষেত্র—বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী দুইভাগে ভাগ করা যায়—যথা ঃ (ক) যে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ করবার উপযোগী যন্ত্রপাতি আছে ; এবং (খ) যে বিদ্যালয়ে কাজ করবার যন্ত্রপাতি নেই। কোন বিদ্যালয়ে খেতখামার, উদ্যান রচনার জমি আছে, আবার কোন বিদ্যালয়ে তা নেই। কোন বিদ্যালয় গ্রাম পরিবেশে অবস্থিত, কোন বিদ্যালয় বা শহর পরিবেশে অবস্থিত। এই সব বিচার করে সুযোগ অনুযায়ী কাজ হবে পৃথক পৃথক। কিন্তু কর্মশিক্ষায় দুরকম কর্ম-অভিজ্ঞতারই ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের বাইরে বাস্তব কর্মপরিবেশে, কর্মীদের কাছে গিয়ে শিক্ষার্থী কাজ করবে, কাজের পদ্ধতি, রীতি, সমস্যা বুঝবে, সমাজজীবনে কাজের অন্তর্গত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করবে। আবার

কতকগুলো উদ্দেশ্যমূলক ও উৎপাদনাত্মক কাজ স্বহস্তে করবে, সেই কাজগুলোর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে, কাজের সমস্যা অনুধাবন করবে, চিন্তা দিয়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধান কি করে করতে হয় শিখবে। সমাজ-জীবনে কখনও কাজ করতে হয় একা, কখনও বা কোন দলের সঙ্গে ; কাজেই কতকগুলো কাজ শিক্ষার্থী করবে এককভাবে আবার কতক-গুলো কাজ করবে কোন দলের সঙ্গে। কর্ম হবে উদ্দেশ্যমূলক। সুতরাং কাজের অংশবিশেষ সম্পাদন করে পটুত্ব অর্জন করবার চেয়ে কর্মশিক্ষার মধ্যে সে কর্ম-অভিজ্ঞতা লাভ করবে কোন কাজকে প্রজেক্ট হিসাবে, পূর্ণাঙ্গ কাজ হিসাবে করে।

কর্মের দ্বিতীয় প্রশস্ত ক্ষেত্র—গৃহ। শিক্ষার্থী গৃহে কিছু-না-কিছু কাজ করেই। গৃহজীবন সামবায়িক জীবন ; সেখানে মানুষ বেঁচে থাকে আদান-প্রদানের ভিত্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু গৃহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয় না। ফলে কাজও হয়, কাজের ফলে পরিবার বা ব্যক্তি উপকৃতও হয়, সমস্যা এলে তার সমাধানও হয় ; কিন্তু অনেক অপচয় হয়—সময়, সামর্থ্য, অর্থ অনেক বেশী ব্যবহার করে যে ফল পাওয়া যায় তাতে অর্থ নৈতিক লাভ কম হয়, উন্নয়ন মন্থর হয়। গৃহের কর্ম করবার সময় উন্নত ও অপচয়-নিবারক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারলেই গৃহ কর্মশিক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

কর্মের তৃতীয় প্রধান ক্ষেত্র—পরিবেশ। যেমন গৃহকর্মকে কর্মশিক্ষা হিসাবে গড়ে তোলা যায় তেমনি পরিবেশের কর্মগুলো সংগঠিত করে কর্মশিক্ষার উপকরণ হিসাবে গড়ে তোলা যায়। বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশে অনেক কর্মই সংঘকর্ম হিসাবে গড়ে তোলা যায়। কর্ম-শিক্ষা এমনি বিভিন্ন পরিবেশে সংগঠিত উদ্দেশ্যমূলক কর্ম।

২.৪ কর্মশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা

একথা প্রথমেই স্পষ্ট হওয়া দরকার যে কর্মশিক্ষা বৃত্তিশিক্ষা নয়। কর্মে আর বৃত্তিতে অনেক সাদৃশ্য থাকবেই, কারণ বৃত্তিও কর্ম। কিন্তু এদের মূল পার্থক্য এই যে আমরা যে কর্মটির দৈনন্দিন সম্পাদনের মধ্যে ভরণপোষণ উপার্জন করি সেই কর্মই বৃত্তিতে পরিণত হয়।

বৃত্তির জন্য উপযুক্ত পটুত্ব অর্জন করে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে ছাত্রেরা প্রয়োজনে সরাসরি বৃত্তি গ্রহণ করবে—এটা কর্মশিক্ষার লক্ষ্য নয়।

তাছাড়া আজকের দিনে টেকনোলজির নতুন নতুন বিকাশের ফলে কোন বৃত্তিই স্থিতিশীল নয়। এ যুগে তাই বৃত্তিশিক্ষা কথাটা সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত হওয়ার সম্ভাবনা কম। বৃত্তিশিক্ষার প্রেরণা, বৃত্তি-শিক্ষার মানসিক প্রস্তুতি, বিবিধ বৃত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, বৃত্তিমুখী কাজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কর্ম সম্পাদনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেবে কর্মশিক্ষা।

২.৫ কর্মশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা

কর্মশিক্ষা যেমন বৃত্তিশিক্ষা নয় তেমনি শিল্পশিক্ষাও নয়। শিল্পও কর্ম; সেজন্য উভয়ের মধ্যে একটা আপাতঃ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের জন্য উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। বুনিয়াদি শিক্ষায় শিল্পশিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়েছিল, কারণ একটা উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা ন্যূনতম জীবিকা অর্জনের আর্থিক স্বয়ম্ভরিতার সামর্থ্য গড়ে তোলা। সেই জন্য একটা কুটিরশিল্প, বিশেষতঃ শ্রমমূলক কোন শিল্পকে শিক্ষার উপজীব্য বলে গ্রহণ করা হত। শিল্পটিকে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি ক্রমজটিল ধাপে সাজানো হত; শিক্ষার্থী সেই ধাপগুলির মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভ করে সমগ্র শিক্ষাটিতে পটুত্ব অর্জন করত। প্রথম

দিকের ধাপগুলিতে যেসব শিক্ষার্থী থাকত তাদের কাছে শিল্পটির পূর্ণাঙ্গ রূপ স্পষ্ট হত না—ফলও অস্পষ্ট থাকত। ফলে আগ্রহ শিথিল হত। কাজের কেন্দ্রগত প্রেষণা ছিল কর্তব্যবোধ; সংগঠনের ভিত্তি ছিল শৃংখলা। কিন্তু কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে এ সবই পৃথক। প্রজেক্টভিত্তিক কর্মে কাজের পূর্ণ রূপ শিক্ষার্থীর কাছে পরিকল্পনা পর্বেই স্পষ্ট, কর্মের পরিণতি ও ফল শিক্ষার্থীর অধিগম্য। মূলতঃ শিক্ষার্থীর আগ্রহ কর্মের কেন্দ্রগত প্রেষণা। বলা যায় শিল্প-শিক্ষা যুক্তিনির্ভর শিক্ষাসূচি এবং কর্মশিক্ষা মনোবিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষাসূচি।

২.৬ কর্মশিক্ষার প্রকার

শিক্ষাবিদ্‌গণ সকলেই স্বীকার করেছেন যে আমাদের শিক্ষা দেশের জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে। অতএব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে বিদ্যার্থীদের চতুর্মুখী বিকাশ ঘটানো। এই চারটি ক্ষেত্র হল:

(ক) স্বাদেশিকতার বিকাশ

(খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ

(গ) মনের ও দেহের বিকাশ

(ঘ) আর্থিক বিকাশ।

এর শেষোক্ত ক্ষেত্রটি কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য। এ কারণেই, কর্মশিক্ষা বিষয়টি মানুষের জীবনের মৌল চাহিদাগুলোর সঙ্গে নিম্নোক্ত ভাবে বিন্যস্ত হতে পারে:

১। মৌল চাহিদা 'স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা'॥

কর্মধারা—শরীর, পোশাক, গৃহ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সময়ে নিজের ও অন্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। সম্পর্কিত বস্তু ও সরঞ্জাম উৎপাদন ও ব্যবহার।

২। মৌল চাহিদা 'খাদ্য' ॥

কর্মধারা—খাদ্যশস্য ও খাদ্যবস্তু উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ, খাদ্যপ্রস্তুতি ও খাদ্য বণ্টন। সম্পর্কিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন এবং ব্যবহার ও সংরক্ষণ।

৩। মৌল চাহিদা 'বাসস্থান' ॥

কর্মধারা—ঘর, আসবাবপত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ, আসবাবপত্রের মেরামতি ও নির্মাণ। সম্পর্কিত কাগজের কাজ, কার্ডবোর্ড বাঁশবেতের কাজ, কাঠ ধাতুপাত ও প্লাষ্টিকের কাজ। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামতি ও সংরক্ষণ।

৪। মৌল চাহিদা 'পোশাক' ঃ

কর্মধারা—পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সংরক্ষণ, উৎপাদন, ব্যবহার। সূতাকাটা, বয়নকাজ, বুনন, সেলাই, সূচীকর্ম, কাপড় কাচা, রং করা, ছাপানো। সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

৫। মৌল চাহিদা 'অবকাশরঞ্জন ও সৃজন' ॥

কর্মধারা—উৎসব, অনুষ্ঠান, লোকনৃত্য, খেলাধূলা, প্রদর্শনী, মেলা সংক্রান্ত কাজ সংগঠন ও পরিচালনা। চারু ও কারু শিল্প, খেলনা ও মডেল তৈরি। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামতি, সংরক্ষণ।

সংগঠন ও কর্ম-অভিজ্ঞতার গভীরতা অনুযায়ী কর্ম-অভিজ্ঞতা ও কর্মশিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম দুই ভাগে ভাগ করা যায়—যথা ঃ

(ক) প্রয়াস প্রজেক্ট ॥ সে সমস্ত প্রজেক্টে ছাত্রকে বস্তু ব্যবহারের মাধ্যমে হাতে-কলমে একক বা যৌথ ভাবে উদ্দেশ্যমূলক উৎপাদনাত্মক কাজ করতে হয়, কাজ সংগঠন করতে হয় বা পরিচালনা করতে হয় ; যেমন—কার্ডবোর্ডের কাজ থেকে পুস্তকশিল্প। এমনি একটি

কাজের তালিকা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সিলেবাসের সঙ্গে সুপারিশ করেছেন। এই রকম কাজের একটা বড় অংশ হতে পারে 'মেরামতি কাজ'। বিদ্যালয়ে, গৃহে, সমাজ পরিবেশে নিত্যব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম—যথা : বিদ্যালয় বা গৃহের আসবাব, বাই-সাইকেল, স্টোভ, টাইমপিস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতির মেরামতি এই প্রকার কাজের মধ্যে পড়ে।

এই ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে ছাত্র বিভিন্ন কাজ করবার কায়িক পটুত্ব ছাড়াও কায়িক শ্রম, কায়িক শ্রমমূলক কাজের উৎকর্ষে বুদ্ধির প্রয়োগ, কায়িক ও মানসিক শ্রমের সমন্বয়, উৎপাদনে আধুনিক কৃৎকৌশল বা টেকনোলজির প্রয়োগ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ ও সুষ্ঠু মনোভাব গড়ে তুলবে, তেমনি সমস্যা-সমাধানপটুত্ব ও তার উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

এই ধরনের কাজ একটি মাত্র শিল্পকর্মে সীমিত থাকতে পারে—যেমন একটা কাঠের ডেস্ক তৈরি; কিংবা বিভিন্ন শিল্প এলাকায়ও প্রসারিত হতে পারে—যেমন কাঠ, ধাতু প্রভৃতির সাহায্যে একটি টেবিল ল্যাম্প তৈরি। মনে রাখতে হবে এখানে ছাত্র সমগ্র কাজটি একটি প্রজেক্ট হিসাবে করবে: ছাত্র কাঠের কাজ করবে বলে ডেস্ক তৈরি করবে না; প্রয়োজন মেটাবে বলে ডেস্ক তৈরি করবে, সুযোগ আছে বলে কাঠ দিয়ে ডেস্ক তৈরি করবে। ডেস্ক তৈরি এখানে একটা প্রজেক্ট। তেমনি বিভিন্ন শিল্পে সমন্বয় শেখার জন্যে টেবিল-ল্যাম্প তৈরি করবে না: একটা টেবিল-ল্যাম্প দরকার, তৈরি করতে হবে—তাই যে সব প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাওয়া যায় তাই দিয়ে তৈরি করবে।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার কর্ম-অভিজ্ঞতা হল—বৃত্তিক্ষেত্রে আবিষ্কার মূলক। এই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বাস্তব কর্মজগৎ। বাস্তব কর্মজগতে

যেখানে কাজ হচ্ছে সেখানে গিয়ে ছাত্র কাজ দেখবে, কাজের সংগঠন ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণ করবে। শ্রেণীকক্ষ থেকে বাইরে শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্র স্বাধীনভাবে দেখবে, তথ্য অনুসন্ধান করবে, সমস্যা উপলব্ধি করবে, চিন্তা দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে, কাজকে আরও উন্নত করতে প্রয়াসী হবে।

সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ফার্মে, কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, দোকানে, হাসপাতালে, নির্মাণ ক্ষেত্রে (গৃহ, পথ, সেতু প্রভৃতি), ডাকঘরে, রেলস্টেশনে শিক্ষকের সঙ্গে নির্দেশনাধীন পর্যবেক্ষণমূলক ভ্রমণের মাধ্যমে ছাত্রেরা একদিকে যেমন বৃহত্তর কর্মজগতের সঙ্গে পরিচিত হবে, অন্যদিকে তাদের আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ পটুত্ব, সংযোগ পটুত্ব, কাজের প্রতি সুষ্ঠু মনোভাব প্রভৃতি গড়ে তুলবে।

পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা, কর্ম-সংস্থানকেন্দ্র-আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ছায়াছবি প্রদর্শন প্রভৃতির মধ্যে দিয়েও ছাত্রেরা একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের প্রগতি এবং বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায়, সম্পদ রচনায় মানুষের অবদান, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরস্পর সংযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরতা, উপযুক্ত ইতিহাস গল্প প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের কাছে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

বিভিন্ন কাজ ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচালনার মূল তত্ত্ব ও সাধারণ পদ্ধতির সঙ্গে ছাত্রদের প্রাথমিক পরিচয় গড়ে উঠবে। একটা ছোট মুদির দোকান কিভাবে পরিচালিত হয়, কোথা থেকে কিভাবে মালপত্র আসে, কিভাবে বিক্রয় চালানো হয়, মালপত্র ভাণ্ডারজাত করা হয়, মালপত্রের ও টাকা পয়সার হিসাব

রাখা হয় প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে, স্টেশনারি বা ওষুধের দোকান দেখে, ব্যাঙ্কের কাজ পর্যবেক্ষণ করে ছাত্রদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিচালনার প্রাথমিক তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে।

২.৭ কর্মশিক্ষার ক্ষেত্র

কর্মশিক্ষার প্রয়োজনে বহু ক্ষেত্র থেকে কর্ম-অভিজ্ঞতা আহরণ করা যায় কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রের দিকে নজর না দিয়ে কিছু কিছু কাজ বাছাই করে নিতে হবে। এই কাজের একটা তালিকা মধ্য-শিক্ষা পর্ষদ দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এ তালিকা পরিবর্তনসাপেক্ষ; চূড়ান্ত নয়। কয়েকটি বিশেষ দিকে নজর রেখে কাজ বাছাই করতে হবে। যথা :

(১) যে সব কাজ বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ের পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ছাত্রদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা।

(৩) বিদ্যালয়, ছাত্র ও পারিপার্শ্বিক সমাজের চাহিদা।

(৪) কর্ম-অভিজ্ঞতার তিনটি মূল ক্ষেত্রেই যেন ছাত্র কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা পায়। এ তিনটি ক্ষেত্র হল—(ক) কাজ করা (খ) কাজ দেখা এবং (গ) কাজের কথা জানা। কেবল একটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ থাকলে কর্মশিক্ষা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে না।

(৫) বাছাই-করা কাজগুলো যদি পাঁচটি মৌল চাহিদার সাথে নিবিড় ভাবে সম্বন্ধিত হয় তাহলে ছাত্র কাজে আগ্রহ পাবে।

(৬) কাজের ফল যদি ছাত্র প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করতে পায় তাহলে কাজে তার আগ্রহ বেশী হবে। শিক্ষাও সম্পূর্ণতর হবে।

(৭) কাজগুলো যদি পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয় (যেমন—হাতে-লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী গড়ে তোলা, শিল্পমেলা দেখতে যাওয়া প্রভৃতি) তাহলে বিষয়শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা উভয়ই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

(৮) কাজগুলো যদি সমাজসেবা, খেলাধূলা, উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, সংহত হয়, তাহলে সমগ্র কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়।

(৯) সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা রচনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বাছাই-করা কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত হয়।

৩.০ কর্ম শিক্ষার সংগঠন ও পদ্ধতি

বিদ্যালয়ের নিত্যকর্মসূচির মধ্যে, বার্ষিক কর্মসূচির মধ্যে কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক সামাজিক পরিবেশে এ সংগঠনের ও পদ্ধতির একটি নিজস্ব রূপ থাকবে। বিদ্যালয়ই শিক্ষকের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপযুক্ত সংগঠন, পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারবে। এই শিক্ষার প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়ে নানা প্রকার পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কর্মশিক্ষা দানা বাঁধবে। তা সত্ত্বেও কিছু মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্য সামনে থাকলে শিক্ষকের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

৩.১ কর্মশিক্ষার সূচি : সূত্রপাত

প্রকৃতপক্ষে বর্ণমালা শিক্ষার আগেই শিশুর কর্মশিক্ষা স্থুরু হয়ে যায়। শিশু কাজ করে, নানা রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তার কাজের জগৎ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে আমরা অবাস্তব পড়ার জগতে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে দিতে চাই। আজ কর্মশিক্ষা দেবার প্রচেষ্টায় তাকে চার দেওয়ালের বাইরে মুক্তি দিতে চাওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষা স্থুরু হওয়া উচিত শিশুর বিদ্যালয়ে যোগ দেবার দিন থেকেই। তবে সেই কাজ কেমন হবে? ধরে নেওয়া যাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর সাক্ষরতা যত বিকশিত হয়েছে কর্মপটুত্ব ততটুকু বিকশিত হয় নি, শিশুর কাজ করবার আগ্রহ স্তিমিত হয়ে গেছে। তাহলে শিশুর প্রথম অভিজ্ঞতা হওয়া

উচিত কাজ-দেখার। বিদ্যালয়ে নবাগত শিশুদের ছোট ছোট (১৫ থেকে ২০ জনের) দলে ভাগ করে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের সঙ্গে, কর্মীর সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এইভাবে কর্ম-অভিজ্ঞতার সূত্রপাত হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা শেখবার জন্য প্রত্যেকের একটি প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম রাখবার বাক্স চাই—কার্ডবোর্ড, কাপড়, কাগজ দিয়ে এই বাক্স তৈরি করা যায়। এই বাক্স-তৈরি হতে পারে শিশুর প্রথম 'কাজ-করা প্রজেক্ট'। এমনি নানা রকম কাজই নেওয়া যেতে পারে শিশুর করবার জন্য।

মনে রাখতে হবে যদিও কাছে দেখবার কৌতূহল শিশুর খুব বেশী তবু শিশু শুধু কাজ দেখেই খুশী হয় না, কাজ করতেও চায়। নীচের শ্রেণীতে 'কাজ-দেখা প্রজেক্ট' থাকতে পারে: কিন্তু সেই সঙ্গে 'কাজ-করা প্রজেক্ট'ও থাকবে।

একদিকে যেমন এই ভাবে কর্মশিক্ষার সূত্রপাত করতে হবে অন্যদিকে তেমনি সারা বৎসরের কাজের একটা পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে 'করবার' ও 'দেখবার' কাজের একটা সূচিও প্রস্তুত করলে কাজের সুবিধা হবে। শুধু কাজ বাছাই করলেই হবে না, সময়মত কাজটি পরিচালনা করে তার সুষ্ঠু পরিণতি ঘটাবার জন্য একটা উপযুক্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি যথেষ্ট আগেই গড়ে তুলতে হবে।

কোন শ্রেণীর কাজের পরিকল্পনা গড়ে তুলবার আগে যে কাজের সূচি তৈরি করা দরকার তার জন্য প্রয়োজনীয় একটি ছকের নমুনা দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে এটি একটা নমুনা মাত্র। শিক্ষক নিজের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে নিজের প্রয়োজন মত ছক তৈরি করে নেবেন, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবর্তন করে নেবেন।

কর্মশিক্ষার সূচি ছকের নমুনা

১	২	৩	৪
কাজের নাম	কাজের ধরন	কাজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য	কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

৫	৬	৭
প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	কত ঘণ্টার কাজ প্রয়োজন	কাজের জন্য আগেই কোন্ কোন্ জ্ঞান ও পটুত্ব প্রয়োজন

৮	৯	১০
কাজের মাধ্যমে কোন্ কোন্ জ্ঞান ও পটুত্ব অর্জন করবে	এই কাজের কোন্ প্রক্রিয়া পরে শিখবে	কাজের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ

১১	১২	১৩
কাজের মূল্যায়নের জন্য কোন্ কোন্ পদ্ধতি ও সহায়ক প্রয়োজন	অন্যান্য তথ্য (ক) কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখের মধ্যে	মন্তব্য

ছকে বিভিন্ন কাজের সূচি আগে তৈরি করে নিলে একদিকে যেমন বোঝা যায় সারা বছরে কর্মশিক্ষা কিভাবে পরিচালনা করতে হবে অন্যদিকে তেমনি সময়মত কাজের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও পরিচালনা করা সহজ হয়।

৩.২ বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষার সংগঠন

বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষা পরিচালিত হবে প্রজেক্টের রূপে। মূলতঃ দুরকম প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে কর্ম-অভিজ্ঞতা দেওয়া হবে। প্রজেক্টের

মাধ্যমে শিক্ষাদানে ছাত্রদের চিন্তা করা, পর্যবেক্ষণ করা, প্রকৃত কাজ করা, আলোচনা করা ও কাজের বিচার বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি কর্মে ছাত্রদের জড়িয়ে ফেলতে হবে; শুধু শুনে এবং মুখস্থ করে তথ্য আহরণ করলে চলবে না। কেবলমাত্র শিক্ষকের নির্দেশে কর্ম সম্পাদিত হবে না। পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্ম সম্পাদন, তথ্য সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদি সকল কর্মে ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করবে।

৩.২১ সমস্ত কর্মশিক্ষার প্রজেক্ট নিম্নলিখিত ধাপগুলির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে:

(১) কাজের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা।

(২) ছাত্রদের সঙ্গে বসে কাজের পরিকল্পনা করা।

এই পর্যায়ে কাজের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। ছাত্রেরা যেন অনুভব করে কাজটি তাদের কাজ—তাদের উপর চাপিয়ে-দেওয়া শিক্ষকের বা বিদ্যালয়ের কাজ নয়। পরিকল্পনা প্রস্তুত করবার সময় চিন্তা করতে হবে:—(ক) কাজের ধরন—কাজটি কিরকম হবে—'কাজ দেখা' কিংবা 'কাজ করা', একক কিংবা যৌথ: যৌথ যদি হয়, কাজের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন জনে বা দলে করবে কিংবা সকলে মিলে প্রত্যেক অংশ করবে; (খ) কাজের মধ্যে কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া জড়িত; (গ) কাজটির জন্য কোন্ কোন্ কাঁচা মাল বা সামগ্রী প্রয়োজন; (ঘ) কাজটির জন্য কোন্ তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হবে; (ঙ) কাজের জন্য কোন্ কোন্ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, সেগুলি কোথা থেকে পাওয়া যাবে; (চ) কিভাবে কাজের ধারাবাহিক বিবরণী রক্ষা করা হবে; (ছ) কোন্ কোন্ জায়গা, বস্তু, বিষয়, কাজ দেখতে যেতে হবে, কিভাবে সংযোগ গড়ে তোলা যাবে; (জ) কাজের জন্য কাদের সাহায্য প্রয়োজন, কিভাবে সে সাহায্য পাওয়া যাবে। (ঝ) কাজের সময়ে কোন্ পর্যায়ে কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(ঞ) কাজের সুবিধার জন্য কোন্ কোন্ বইপত্র দেখতে হবে; (ট) কাজটির সময়-নির্ঘণ্ট কী হবে অর্থাৎ কখন কোন্ অংশ করা হবে; (ঠ) কোথায় কাজের কোন্ অংশ করা হবে; (ড) কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংগ্রহ ও বণ্টন কিভাবে হবে; (ঢ) কাজের পরিণতি বা ফল কিভাবে ব্যবহার ও বিচার করা হবে। কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, ব্যবহারযোগ্য হবে, অপচয় হবে না, ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পনার অন্তর্গত হবে।

(৩) একক বা যৌথ ভাবে শিক্ষকের নির্দেশ ও পরিচালনায় প্রকৃত কাজটি সম্পাদন করা। দলগত কাজে প্রত্যেক ছাত্রের দায়িত্ব স্থির করতে হবে। শিক্ষকের ভূমিকা এই প্রকার কাজে কী হবে তাও ঠিক করতে হবে, এই প্রসঙ্গে কোন্ ছক ব্যবহার করতে হবে তা পূর্বাহ্নে ঠিক করতে হবে।

(৪) কাজের ধারাবিবরণী রক্ষা করা।

(৫) ছাত্রদের নিজ নিজ কাজের বিচার।

৩.২২ সমস্ত কর্মসূচি ছাত্রদের প্রত্যক্ষ যোগদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজন হলে বৃহদায়তন শ্রেণীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিতে হবে।

৩.২৩ দলের কাজের পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষককে নিজের কাজেরও পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। এই পরিকল্পনায় শিক্ষককে কাজের শিক্ষাগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে, উদ্দেশ্যগুলি ছাত্রের ব্যবহার দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এর মধ্যে ঠিক করতে হবে ঐ কাজের মধ্যে দিয়ে ছাত্রের জ্ঞান, ধারণা, পটুত্ব, আগ্রহ ও অন্যান্য ব্যক্তিগুণের কোন্ কোন্‌টি বিকাশ লাভ করতে পারে। শিক্ষককে তাঁর ছাত্রবিকাশ-মূল্যায়ন ও নিজের কাজকে সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য এই পরিকল্পনা নির্দেশ যোগাবে।

৩.২৪. প্রত্যেকটি ভ্রমণ শিক্ষামূলক করবার জন্য পূর্বপরিকল্পিত হবে। শিক্ষক আগে নিজে দেখে, সংযোগ স্থাপন করে এসে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণের সহায়তার জন্য একটি নির্দেশপত্র প্রস্তুত করবেন। এই নির্দেশপত্রে কী দেখতে হবে, কোথায় দেখতে হবে, কোন্ তথ্য কার কাছে পাওয়া যাবে, এই সব নির্দেশ দেওয়া থাকবে; এই নির্দেশপত্র ছাত্রদের সঙ্গে বসে তাদের প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী গড়ে তুললে ভাল হয়। প্রত্যেক ভ্রমণের পর একটি আলোচনা প্রয়োজন—এখানে গল্পের মাধ্যমে কী দেখলাম, তার তাৎপর্য কী, দেখতে কোন্ কোন্টা ভাল লাগল, কোন্ কোন্ অসুবিধে হল—এই সব আলোচনা হতে পারবে। শিক্ষক একটি মূল্যায়নপত্রের সাহায্যে ছাত্রদের আহৃত জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে পারবেন। ভ্রমণের পরে এমনি আলোচনার মধ্যে দিয়ে অনেক সময়ে ছাত্রদের নবসৃষ্ট আগ্রহ 'কাজ-করা প্রজেক্ট' নিতে তাগিদ যোগায়, পর্যবেক্ষণ-কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। পর্যবেক্ষণ—প্রত্যক্ষণ—কর্ম সম্পাদন—পঠন—মূল্যায়ন—চিন্তন—এ সব কয়টি প্রক্রিয়া সংহত হলে, পরস্পর-সম্পর্কিত হলে ছাত্রেরা উত্তরকালে দক্ষ কর্মী হতে পারবে।

৩. ২৫ সবসময়, সবক্ষেত্রে শিক্ষকের সবকাজে সমান পটুত্ব ও জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। কিন্তু বিদ্যালয় পরিবেশে, কাছাকাছি সমাজ পরিবেশে এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। তাঁদের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করলে অনেক কাজ কর্মশিক্ষার অন্তর্গত করা যাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—কৃষক, রেডিও-মিস্ত্রী, মেরামতি শিল্পী, ঘড়ির কারিগর—এঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

এ জন্য শিক্ষক আগেই পরিবেশের বৃত্তি ও শিল্পীর তালিকা

প্রস্তুত করবেন। প্রয়োজনীয় মানুষের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলে পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। পরিবেশে কোন্ কোন্ কাঁচামাল পাওয়া যায়, কোন্ উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা আছে—এর একটা সমীক্ষা ছাত্রদের সাহায্যে শিক্ষক করতে পারেন। আশপাশে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় কাজ দেখার জন্য, তারও তালিকা তৈরি করা যায়। এইসব তালিকা মাঝে মাঝে নতুন করে প্রস্তুত করতে হবে। একাজে শিল্পশিক্ষণ কেন্দ্র, টেকনিক্যাল স্কুল, পলিটেকনিক, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, হোম সায়ান্স কলেজ, কৃষি প্রদর্শনী, ফার্ম প্রভৃতির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

৩. ২৬ বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব একজন শিক্ষকের নেওয়া উচিত। তিনি সমগ্র পরিকল্পনার রূপায়ণে নজর রাখবেন। সমস্ত শিক্ষককেই বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মশিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে কর্মশিক্ষাসূচিকে সমন্বিত করে নিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন কর্মসূচির দায়িত্ববাহী শিক্ষকগণ যদি একসঙ্গে আলোচনা করে সমগ্র বিদ্যালয় কর্মসূচি গড়ে তোলেন তাহলে কাজের দিক থেকে ভাল হবে। যে শিক্ষক কর্মশিক্ষার ভারপ্রাপ্ত হবেন, সমন্বয় সাধন করা তাঁর অন্যতম কাজ হবে।

৩. ২৭ কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক কর্মপ্রয়াস ও মূল্যায়নের জন্য কাজের হিসাব রক্ষা করা একটি অবশ্যকরণীয় কাজ। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের যৌথ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রেকর্ড রাখার নথিপত্র প্রস্তুত করা যাবে।

৩. ২৮ প্রত্যেক প্রজেক্ট পরিচালনার জন্য কিছু পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবেই। নানাভাবে এই অর্থের সংকুলান করা যায়।

কাজ যদি উৎপাদনাত্মক হয় কিংবা মেরামতিমূলক হয় তবে তার থেকে অর্থাগম হওয়া উচিত।

৩.৩ একক কর্মপ্রজেক্ট ও যৌথ কর্মপ্রজেক্ট

কর্মশিক্ষায় দুরকম প্রকল্পেরই মূল্য সমান। কতকগুলো ব্যক্তিগুণ ও পটুত্ব গড়ে তোলার জন্য একক প্রচেষ্টায় কাজ করবার অভ্যাস করাতে হবে, আবার কতকগুলো সামাজিক গুণ ও পটুত্ব গড়ে তোলার জন্য যৌথ এবং সামবায়িক ভিত্তিতে কাজের অভ্যাস করাতে হবে।

দলগত কাজের মাধ্যমে কর্মশিক্ষা অগ্রসর হবে। একটি শ্রেণী একটি দল। প্রত্যেক দল কয়েকটি উপদলে বা গ্রুপে বিভক্ত হবে। কয়েকজন ছাত্র নিয়ে এক একটি উপদল গঠিত হবে।

দলের কাজের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য উপদলগুলির মধ্যে বিশেষ ও বিভিন্ন কাজ বণ্টন করা হবে। আবার উপদলের কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপদলভুক্ত সদস্যদের নির্দিষ্ট কাজ থাকবে। শিক্ষকের নেতৃত্বে কার্যবণ্টন ছাত্রেরাই করতে পারে।

এর ফলে কাজের শেষে দলের কাজের সামগ্রিক বিচার ও শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রের কাজের মূল্যায়ন সহজ হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস এবং তার শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য ও মমত্ববোধ গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয়ে এক একটি শ্রেণী যে সব কাজ গ্রহণ করতে পারে তা হল—বিজ্ঞান সমিতি, হাঁসমুরগী পালন, বাগান করা ইত্যাদি।

কাজগুলি সমাজসেবাসূচি বা বিদ্যালয়-কার্যক্রমসূচিরও অন্তর্গত হতে পারে—যেমন সামুদায়িক সাফাই, গ্রামের পথ মেরামতি, গ্রামে সাক্ষরতা ও নিরাপত্তার শিক্ষাদান, বিদ্যালয়ে বা সমাজ পরিবেশে উৎসব অনুষ্ঠান (যেমন স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ) রচনা ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজ এমনিভাবে সংগঠিত করতে হবে।

প্রজেক্ট একক হোক বা যৌথ হোক, একই রকম কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৩.৪ পরিকল্পনা-সংগঠন ও সময়

আগেই বলা হয়েছে কর্মশিক্ষার বিস্তারিত সূচি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হবেই। সূচি আগেই করতে হবে এবং তার জন্য কয়েকটা দিকে নজর দিতে হবে ; তার মধ্যে একটা বড় দিক— কাজের জন্য সময় নির্ধারণ।

৩. ৪১ পাঠক্রমে ভারসাম্য যেমন রক্ষা করা উচিত, তেমনি সময়ের বন্টনও বিষয়শিক্ষার গুরুত্ব অনুসারে নির্ধারিত করা উচিত। সেই বিচারে কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা, সমাজশিক্ষা ইত্যাদির জন্য যথোচিত সময় পাওয়া উচিত। কিন্তু কর্মশিক্ষা, সমাজসেবা, শারীরশিক্ষা ও বিদ্যালয়-কার্যক্রমের জন্য সপ্তাহে মাত্র চার পিরিয়ড সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবার জন্য তিন পিরিয়ড সময় দেওয়া চলে। সমাজসেবার অনেক কাজকর্ম—যেমন কর্মশিবির পরিচালনা—কর্মশিক্ষা বলে ধরে নেওয়া যায়। অনেক সময় এভাবে কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা একসঙ্গে চলতে পারে। বাকি এক পিরিয়ড শারীরশিক্ষার জন্য থাকছে। এই চার পিরিয়ড কিভাবে সময়-তালিকায় বিন্যস্ত করা যায় তার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হল।

৩. ৪২ যখন কর্মশিক্ষা পরিচালনার জন্য আলোচনা, পূর্বপ্রস্তুতি প্রভৃতি প্রয়োজন তখন কমপক্ষে এক পিরিয়ড সময় তার জন্য ব্যয় করা যায়।

৩. ৪৩ কিন্তু যখন কোন শিল্পকাজ বা প্রজেক্টের কাজ করতে হবে তখন উপর্যুপরি দুটি পিরিয়ড প্রয়োজন। কাজেই কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবার জন্য নির্দিষ্ট তিন পিরিয়ডকে দুইভাগে ভাগ করে

ব্যবহার করতে হবে। একভাগে এক পিরিয়ড; অন্যভাগে দুই পিরিয়ড থাকবে।

৩.৪৪ যখন ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের বাইরে কোন ফার্ম, ফ্যাক্টরি, প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যকেন্দ্র বা কর্মকেন্দ্র দেখতে যাবে তখন একটি অর্ধদিবস তার জন্য প্রয়োজন হবে। সাধারণতঃ শনিবারে যদি যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে বেশী সময় পাওয়া যাবে। যে সপ্তাহে পর্যবেক্ষণ-পরিকল্পনা নেওয়া হবে সে সপ্তাহে কর্মশিক্ষার জন্য অন্য পিরিয়ড দেবার প্রয়োজন নেই। কোন সপ্তাহে যে পিরিয়ডগুলো শনিবারে ভ্রমণে ব্যবহার করা হবে সেই পিরিয়ডের তাত্ত্বিক বিষয়ের পড়াশুনো কর্মশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ডে ব্যবস্থা করা যাবে। সাপ্তাহিক সময়-তালিকায় অল্প অদল-বদল করলেই এ ব্যবস্থা করা যাবে। অবশ্য যে-কোন দিনের টিফিনের পরে অর্ধদিবস এ কাজে ব্যয় করা যায়। সে অবস্থায় যেদিন দুই পিরিয়ড কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেইদিন ভ্রমণ-পরিকল্পনা নিলে অদল-বদল কম করতে হবে।

৩.৪৫ ভ্রমণ বা সমাজসেবার যে কাজ বিদ্যালয় থেকে দূরে করতে হবে, যে কাজে অনেক সময় গোটা দিন লাগতে পারে, সে কাজের জন্য শনিবার ব্যবহার করাই ভাল। সে সপ্তাহে অন্য কোন কাজের ব্যবস্থা না করে কর্মশিক্ষার পিরিয়ডে অন্য বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অনেক সময় সমাজের নানাশ্রেণীর মানুষের সহযোগিতায় কর্ম-শিক্ষার এবং সমাজসেবার অনেক কাজ পরিচালনা করবার দরকার হয়। যেখানে রবিবার ছাড়া বাইরের মানুষকে পাওয়া যায় না সেখানে রবিবারটি এমনি কাজে লাগানো যায়। প্রয়োজনে রবিবারের পরিবর্তে সোমবারে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষককে অবকাশ দিয়ে সে সপ্তাহের কর্মশিক্ষার পিরিয়ডে সোমবারের তাত্ত্বিক বিষয়গুলি পড়ানো যায়।

৩.৪৬ মনে রাখতে হবে কর্মশিক্ষা পটুত্ব, অভ্যাস ও ব্যক্তিগুণ গঠনের শিক্ষা। বছরের নির্দিষ্ট কিছুকাল কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করে অন্য সময় কোন ব্যবস্থা না রাখলে কর্মশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সেজন্য কর্মশিক্ষা অন্যান্য বিষয়ের মত সারা বছরই চলতে থাকবে। কর্মশিক্ষার সঙ্গে সমাজসেবা-সূচিকে সংহত করে বছরে যে সময় ঘরের বাইরে দীর্ঘকাল কাজ করা যায় সেই সময় সমাজসেবার কাজ করা চলবে।

৩.৪৭ বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা, যেমন—প্রদর্শনী, মেলা, সমাজসেবা শিবির, কর্মশিবির, ক্রীড়াশিবির প্রভৃতির জন্য সমগ্র বিদ্যালয় এক, দুই বা তিন দিন ব্যস্ত থাকতে পারে। সে সময় স্বভাবতঃই বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজ বন্ধ রেখে এই প্রকার কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে শিক্ষকদের নজর রাখতে হবে যেন এই সময়ে প্রত্যেক ছাত্র কোন-না-কোন কাজে যোগ দেবার সুযোগ ও অবসর পায়।

৩.৪৮ বিদ্যালয়-সমাজের সেবার জন্য প্রত্যহ ১৫ মিনিটের একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা থাকলে অনেক কাজ তার মধ্যে দিয়ে হতে পারে। বিদ্যালয়ে কাজ করবার জন্য, থাকবার জন্য কতকগুলো প্রয়োজন রোজ মেটাতে হয়—যেমন শ্রেণীকক্ষগুলো পরিষ্কার করা, সাজানো, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, কমনরুম প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, গুছিয়ে রাখা, সাজানো; বিদ্যালয় পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও সাজানো; বিদ্যালয়ে উদ্যান রচনা ও গাছপালার যত্ন নেওয়া, বিদ্যালয়ের পশুপাখির যত্ন নেওয়া; শ্রেণীর সাপ্তাহিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, দৈনিক কার্যসূচি রচনা, পুরাতন সপ্তাহের কাজের বিবরণী প্রকাশ করা, আবহ পর্যবেক্ষণ, সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ, বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। এমনি কাজের একটা তালিকা

করে কাজগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে ১৫ মিনিটে দেখা গেছে অনেক কাজ করা যায়, অনেক ছাত্রকে উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজে লিপ্ত রাখা যায়। এসব কাজে অনেক অভাব, অনেক প্রয়োজন সামনে এসে পড়ে। সে সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবার একক বা যৌথ 'কাজ-করা' প্রজেক্ট হাতে নেওয়া যায়। এর মধ্যে দিয়ে কাজকে উদ্দেশ্যমূলক বা প্রয়োজনভিত্তিক করে তোলা যায়। বিদ্যালয়ে সৃজনমূলক ব্যবহারিক কাজের পরিবেশ রচনার জন্য ছোট ছোট কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্ভাবনী শক্তি প্রযুক্ত হলে বিদ্যালয়কে একটি কর্মমুখর পরিবেশে পরিণত করা যাবে।

৩.৪৯ দেখা গেছে বছরে ৪ থেকে ৬টির বেশী পর্যবেক্ষণ-প্রজেক্ট এবং ৪ থেকে ৬টির বেশী 'কাজ করা' প্রজেক্ট নেওয়া যাবে না। ঠিক কয়টা 'কাজ দেখা' এবং কয়টা 'কাজ করা' প্রজেক্ট নেওয়া যাবে সেটা স্থানীয় সুযোগ, প্রজেক্টের জটিলতা ও ব্যাপ্তি, ছাত্রদের সামর্থ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। প্রথম দুই-এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই প্রজেক্ট সংখ্যা নির্ধারিত হতে পারবে।

৩.৫ সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে কর্মশিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠক্রমে সংক্ষেপে কর্মশিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এবং কী ধরনের কর্মশিক্ষা কোন্ শ্রেণীতে দেওয়া যেতে পারে তার কিছু ইঙ্গিত রাখা হয়েছে মাত্র। শিক্ষাকর্মিগণ সৃজনশীল সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে এই কাঠামোটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন যা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কাজকর্মে নতুন চেতনা ও প্রাণসঞ্চার করে তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও প্রকৃত সমাজধৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে

সক্ষম হবে। শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক একটি নক্‌শার সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে।

কর্মশিক্ষা সূচি

সমাজ   সমীক্ষা ————————→বিদ্যালয় (সমস্যা-সমাধান
(সমস্যা, সম্পদ)   প্রয়াস-শিক্ষা)
সমাজ-কর্ম←————————↓
(সমস্যা-সমাধান, সম্পদ সৃষ্টি)
সমাজসেবা

অর্থাৎ সমাজে সমস্যা আছে, সম্পদও আছে। কর্মশিক্ষা সূচি এই উভয়ের সমীক্ষা করে, সমাজ ও বিদ্যালয়ের উভয়ের বিকাশের জন্য সেবামূলক কর্মে ছাত্রদের সংযুক্ত করতে পারে। এই প্রকার কর্ম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার সাহায্যও নেওয়া যায়। কর্মশিক্ষা সূচিকে সমাজে, গৃহে সম্প্রসারিত করতে হবে। এর ফলে বিদ্যালয় হয়ে উঠবে সমাজের প্রাণকেন্দ্র, শিক্ষা হবে জীবনমুখী।

এমনিভাবে বিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে বিভিন্ন বৎসরের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিদ্যালয়লব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষকের সহায়ক হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে শুধু কর্মশিক্ষার পাঠক্রমটিকে আক্ষরিক ও নিয়মমাফিক অনুসরণ না করে সমগ্র পাঠক্রমটিকে কিভাবে এই বিশেষ শিক্ষাকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করা। কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল।

৩·৫১ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে কর্মশিক্ষার পাঠক্রমে আছে কৃষিখামার, পশুপালন কেন্দ্র, ধানকল, মৌমাছি পালন, গুড় তৈরি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ। হাতে-কলমে কাজ হিসাবে আছে গৃহ-উদ্যান নির্মাণ ও পোষা জীবজন্তু পালন। নবম ও দশম শ্রেণীতে আছে—বিদ্যালয়ে কৃষিখামার, ধান চাষ, সব্জীচাষ, ফলচাষ, সার তৈরি, মৌমাছি পালন, খাদ্যপ্রস্তুত প্রভৃতি কাজ। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত

জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে পরিবেশে উদ্ভিদ ও জীব প্রকৃতি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পাঠক্রমে আছে সমাজসেবার কার্যক্রম, যার উদ্দেশ্য হবে আশপাশের সমাজের লোকেদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়া, তাদের কাজে উৎসাহ উদ্যম সৃষ্টি করা ও সাধ্যমত সহযোগিতা করা। পাঠক্রমের এই সব খণ্ডিত অংশগুলি একটি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে গ্রন্থিত করা সম্ভব হবে যদি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতাভিত্তিক কৃষি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। বিদ্যালয়ের সামর্থ্য অনুসারে ৫ থেকে ১৫ একর চাষের উপযোগী জমি এজন্য প্রয়োজন হবে। পশুপালনের ব্যবস্থাও সেখানে রাখা হবে কৃষির সহায়ক হিসাবে। মৌমাছি পালন এই কাজের অনুষঙ্গ হিসাবে খুবই কার্যকর হবে। হাঁস মুরগী পালনকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা সহজ। কাজটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং শ্রেণী অনুসারে কর্মপর্যায় বণ্টিত হবে। এই কাজটির সম্প্রসারণ হিসাবেই তারা অন্যান্য কৃষিখামার পর্যবেক্ষণ করবে এবং তাদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দিয়ে ও তাদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমেই তারা সমাজসেবার কাজ করতে পারবে। এইভাবে একটি সংগঠিত কৃষি-উদ্যোগ গ্রহণ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাপেক্ষ, এর জন্য সাংগঠনিক উদ্যোগ আয়োজন যথেষ্ট লাগবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি একটি উৎপাদনধর্মী কর্মপ্রয়াস ; তাই ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হলে আর্থিক ব্যয় কর্মপ্রয়াসলব্ধ আয় থেকেই পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের কর্মোদ্যোগ নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে—যেমন কৃষিখামারের প্রয়োজনেই ছুতোরশালা, কামারশালা, যন্ত্র মেরামতের কর্মশালা, পাম্প, গুড় তৈরির ব্যবস্থা, বাঁশের কাজ প্রভৃতি।

৩.৫২ পাঠক্রমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য সূতাকাটা, নবম-দশম শ্রেণীর জন্য সূতাকাটা, কাপড় বোনা, পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি, সাবান তৈরি, লণ্ড্রীর কাজ আছে। বিদ্যালয়ে যদি কুটিরশিল্পে বস্ত্র উৎপাদনের একটি সম্পূর্ণাঙ্গ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা যায় তাহলে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন দল মিলিতভাবে এই উৎপাদনশিল্প মাধ্যমে তাদের শ্রেণী-উপযোগী কর্মশিক্ষা পেতে পারবে। তবে এই সব কাজ পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প হিসাবে না নিলে কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সূতাকাটা যদি বস্ত্র উৎপাদনের পরিপূরক না হয়, সেই বস্ত্র বিদ্যালয়ে বা বৃহত্তর সমাজে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয় তবে নিছক সূতাকাটা উদ্দেশ্যবিহীন কর্মে পরিণত হবে। বিদ্যালয় কৃষিক্ষেত্রে তূলা উৎপাদনের ব্যবস্থাও সম্ভব হলে রাখা হবে। বর্তমানে চরকার যথেষ্ট উন্নত সংস্করণ প্রচলিত হয়েছে এবং তূলা ধুনাই প্রভৃতি ক্ষেত্রে কুটিরশিল্পে ব্যবহারযোগ্য যান্ত্রিক সহায়সমূহ প্রচলিত হয়েছে। বয়ন ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। সুতরাং এই কর্মটিকে বর্তমানে উন্নত পর্যায়ের যন্ত্রবিদ্যা শেখানোর সোপানরূপে সংগঠিত করা এখন খুবই সম্ভব। এমনকি এতে বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করাও আজ অবাস্তব পরিকল্পনা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে রঙ করা, বাটিকের কাজ, কাপড় ছাপানো, পরিচ্ছদ নির্মাণ, অন্যান্য বস্ত্রনির্মিত ও সূতানির্মিত উপকরণ নির্মাণ প্রভৃতি মেয়েদের উপযোগী নানা শিল্পকর্ম এই কাজটির সঙ্গে সহজেই সংযুক্ত হতে পারে। মেয়েদের বিদ্যালয়ে বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প খুবই উপযোগী হবে। যদি বিদ্যালয়গুলির এখনই এইরকম পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব না হয় তবুও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প হিসাবে এই রকম পরিকল্পনা তৈরি করে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমানের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রচনা করতে পারলে তিন-চার বৎসরেই এইরকম কর্মোদ্যোগের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভব হবে।

৩.৫৩ বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা বিধান ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমকে একটি বিশেষ পরিকল্পিত কর্মোদ্যমরূপে সংগঠিত করার মাধ্যমে নানা ধরনের কর্মশিক্ষা, সমাজসেবা এবং বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা সহজেই করা যায়। এই কাজটিও বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর দলগত যৌথ কাজ হিসাবে সংগঠিত করা ভাল। তাহলে ষষ্ঠ—অষ্টম শ্রেণীতে উন্নত ধরনের ঝাঁটা তৈরির কাজ, নিরাপত্তামূলক শিক্ষা, শিশু-পরিচর্যার শিক্ষা, সাফাই কাজের মাধ্যমে জঞ্জালকে সারে পরিণত করার কাজ, ফিনাইল সাবান ও অন্যান্য কীটনাশক দ্রব্য প্রস্তুত, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ, রোগীর পথ্য প্রস্তুত, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক প্রভৃতি কাজ, সমাজ-স্বাস্থ্য-রক্ষা সংক্রান্ত সমাজসেবামূলক কাজ, জীববিজ্ঞান ও জড় বিজ্ঞানের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এবং স্বাস্থ্যশিক্ষাকে সাঙ্গীকৃত করা সম্ভব হবে। বালিকা বিদ্যালয়ের এই বিভাগ একটি শিশু-লালনাগার পরিচালনা করতে পারে। মনে রাখতে হবে বিদ্যালয়, গৃহ ও বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশে বহু কাজ রয়েছে, যাকে অবলম্বন করে সামান্য অর্থ বিনিয়োগ করেই ছাত্রদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মের আয়োজন করা যাবে, শিক্ষককে সেই কাজের সন্ধানে থাকতে হবে। এই রকম সংগঠিত কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে কর্মশিক্ষা দেবার সুবিধা এই যে, কাজগুলি খাপছাড়া ভাবে শেখানোর চেয়ে এইভাবে সংগঠিত কাজগুলি অর্থদ্যোতক হওয়ায় শিক্ষার্থিগণ কাজগুলির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হবে। সেই সঙ্গে তারা পরিকল্পিত কর্মব্যবস্থা বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে পারবে। অভিভাবক এবং জনসাধারণও কর্মশিক্ষার তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পাবেন, তাঁদের সহযোগিতা সহজে পাওয়া যাবে।

৩.৫৪ কর্মশিক্ষার পাঠক্রমে কতকগুলি 'শিক্ষামূলক প্রকল্পে'র

তালিকা দেওয়া আছে। এই রকম প্রকল্পকাজ প্রধানতঃ বৌদ্ধিক পাঠক্রম থেকেই উদ্ভূত হয়। এই প্রকল্পগুলি প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পিত কর্মশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এগুলি ছাত্রদের হাতকে ব্যবহার করবার কিছু সুযোগ করে দেয়, বিদ্যালয়ে বিষয়জ্ঞানকে প্রয়োগধর্মী, সৃজনমূলক ও অর্থবহ করার জন্য এই প্রকল্প অনেকে গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই প্রকার বিষয়কেন্দ্রিক প্রকল্পই কেবলমাত্র যদি সংগঠিত হয়, আর্থিকমূল্যবিহীন শ্রমভিত্তিক কর্ম যদি বাদ পড়ে যায় তবে কর্মশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তালিকাভুক্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে (১) পতঙ্গ পরিচয় (২) দৈনন্দিন জীবনে জলের প্রয়োজনীয়তা (৩) উদ্ভিদরাজ্য (৪) তারকা ও গ্রহ সমূহ—এইগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প। শিক্ষার্থীরা এগুলির জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে শ্রেণীতে জানার পর জনসাধারণকে বিষয়গুলি জানানোর জন্য প্রদীপন ও নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সাজিয়ে প্রদর্শনী রচনা করবে। এই প্রকল্পগুলি বিজ্ঞানশিক্ষাকে আনন্দদায়ক তো করবেই, বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি সহজ ও স্ব-উদ্ভাবিত (Improvised) যন্ত্রপাতি সাহায্যে সম্পাদন করার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক ও উদ্ভাবন-কৌশলাশ্রয়ী করে তুলবে। প্রদীপনাদি রচনা ও মৌখিক ভাবে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তাদের ধারণা হবে সুস্পষ্ট। তাছাড়া প্রদর্শনী সজ্জার মাধ্যমে কর্মশিক্ষার সুযোগও অনেক মিলবে। অনুরূপভাবে (১) রূপময় ভারত ও (২) হিমালয় অভিযান ভূগোলশিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করবে। এইগুলিতে ছবি আঁকা, মডেল তৈরি (মাটির কাজ), প্রতীক সাহায্যে লেখ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ হাতকে ব্যবহার করার সুযোগও দিতে পারে। শ্রেণী অনুযায়ী প্রকল্পগুলি ছোট বা বড় করার অবকাশ আছে। 'রাশিয়া'

প্রকল্পটি ভূগোলের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত। 'রোগ ও দুর্ঘটনা' প্রকল্পটি স্বাস্থ্যশিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করে। প্রাচীর-পত্রিকা প্রকল্পটি সাহিত্য বিভাগের হলেও এটির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সকল বৌদ্ধিক বিষয় এবং কর্মশিক্ষা, সমাজসেবা, স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য কাজের প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় এবং এটির সাহায্যে কাগজের ও কার্ডবোর্ডের কাজ, চিত্রাঙ্কন ও অলঙ্করণ কাজের শিক্ষার প্রয়োগ ঘটানো যায়।

৩.৫৫ এ ছাড়াও বিদ্যালয়ের বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধ করে এমন কাজও প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যায়। যেমন খেলার মাঠে আশ্রয়-স্থান ও বসবার আসন নির্মাণ, তোরণ নির্মাণ, হাঁস-মুরগী-মৌমাছি পালনের গৃহ নির্মাণ, অভিনয়মঞ্চ নির্মাণ প্রভৃতি। এই সব প্রকল্প কর্মশিক্ষার খুবই সহায়ক। ইস্কুলের আসবাবপত্র দরজা জানালা মেরামতি ছাত্রেরা কিছু কিছু করতে পারে। তাছাড়া নানা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় খাম, বিদ্যালয়ের অফিসের জন্য খাম ও ফাইল বোর্ড ইত্যাদি ছাত্রেরা তৈরি করতে পারে, বিদ্যালয়ের সমবায় বিপণী পরিচালনা কর্মশিক্ষায় অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়।

প্রকল্পগুলি পরিচালনের ব্যাপারে নিম্নলিখিত স্তরগুলি থাকবে :

(১) প্রকল্পগ্রহণ

(২) রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা রচনা—একক গঠন ও দল গঠন

(৩) রূপায়ণ

(৪) মূল্যায়ন ও বিবরণ লেখা।

এর প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অধীত বিদ্যার পুনঃপ্রয়োগ ও নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। রূপায়ণ স্তরে নানাপ্রকার কর্মশিক্ষার সুযোগ আসবে—তাছাড়া বৌদ্ধিক জ্ঞানের প্রয়োগ তো থাকবেই। প্রকল্প-

গুলির মাধ্যমে যৌথ কর্ম সম্পাদনের শিক্ষা, হিসাব বোধ, সুরুচিবোধ, সহযোগিতা, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মনিষ্ঠা, ধৈর্য, সহনশীলতা, যুক্তিগ্রহণ ও অনুসরণ ক্ষমতা, সঠিক সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা, নেতৃত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে। পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এই গুণাবলীর বিকাশের সুযোগ খুবই সীমিত। তাছাড়া উল্লেখিত প্রকল্পগুলির সবগুলিই—বিশেষতঃ পর্ষদ্-তালিকা-ভুক্ত প্রকল্পগুলি জনসাধারণকে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই গৃহীত হবে। সুতরাং এইসব প্রকল্পের রূপায়ণ জনশিক্ষা ও সমাজসেবার মাধ্যম হয়ে উঠবে। 'রূপময় ভারত', যার প্রধান বিষয় হবে চিত্র, প্রদীপন, রূপসজ্জা, অভিনয়-সঙ্গীত-নৃত্য সহযোগে বৈচিত্র্যময় ভারতের অন্তর্নিহিত একতার পরিচয় প্রদান—শিক্ষার্থীর মনে ধর্মনিরপেক্ষতা, সার্বমানবিকতা, দেশপ্রীতি প্রভৃতি উচ্চভাবের উন্মেষ ঘটাবে, সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা থেকে চিত্তকে মুক্তি দেবে। কল্পনাশক্তি, প্রকাশ ক্ষমতা, সৃজনশীলতা প্রভৃতি গুণের সম্যক বিকাশে এই প্রকল্পটি খুবই সহায়ক হতে পারে। 'হাতে-লেখা পত্রিকা' সৃজনমূলক সাহিত্যসৃষ্টির সুযোগ তো দেয়ই, উপরন্তু তার রূপসজ্জা, বাঁধাই, ইত্যাদি হাতের কাজেরও সুযোগ ঘটিয়ে দেয়।

৩.৫৬ এইসব প্রকল্প মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যে সব বিকাশ সম্ভব হবে তার যথাযথ বিবরণীসহ প্রকল্পগুলির বিবরণ বিদ্যালয়ে রাখলে তা পরবর্তী বৎসরে অনুরূপ প্রকল্পকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। কর্মশিক্ষা বিষয়ের প্রতিটি কাজের এইরূপ সুলিখিত বিবরণ বিদ্যালয়গুলিতে রাখা প্রয়োজন, কারণ তা কর্মশিক্ষাকে অধিকতর উন্নত ও শিক্ষাপ্রদ করার সহায় হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ঐ সব বিবরণ সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে কর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর বাস্তবধর্মী তথ্য, তত্ত্ব

সমন্বিত পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে কর্মশিক্ষাকে অভীষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে পারবেন। কর্মশিক্ষার পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করার জন্য কয়েকটি ইস্কুল একত্র কাজ করতে পারেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকেও শিক্ষার বিবরণ একটি খাতায় লিপিবদ্ধ রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই বিবরণীগুলি ছাত্রদের কাজের মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৬ বিষয়ভিত্তিক কর্মপ্রজেক্ট বা কর্মপ্রকল্প

সংগঠনের খাতিরে কর্মশিক্ষার জন্য পিরিয়ডের অদল-বদল করা দরকার হয়। উপযুক্তভাবে কর্মশিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের এই উদ্যোগে যোগ দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কর্মশিক্ষা ও বিষয়শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য একই—ছাত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। প্রকৃতপক্ষে কর্মশিক্ষার ক্ষেত্র প্রত্যেক বিষয়শিক্ষার ক্ষেত্রে বিস্তৃত। বিষয়শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য বিষয়জ্ঞানের প্রয়োগে জীবনের বিকাশ। কর্মশিক্ষা সেই প্রয়োগের ক্ষেত্র রচনা করে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কর্মশিক্ষা ও বিষয়শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক। বিষয়শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করতে গেলে কর্মক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করতেই হবে।

৩.৬১ এই প্রয়োজনে, সাংগঠনিক সমস্যা মেটাতে সব থেকে ভালো ব্যবস্থা "শ্রেণী-শিক্ষক" ব্যবস্থার প্রবর্তন। প্রত্যেক শ্রেণীর দায়িত্ব একজন শিক্ষকের উপর থাকবে। তিনি যে কোন বিষয়ের শিক্ষক হতে পারেন; অন্যান্য শ্রেণীতে তাঁর নির্দিষ্ট বিষয় শেখাতে পারেন; কেবল যে শ্রেণী বা যে বিভাগের দায়িত্ব তাঁর উপর আছে সেই শ্রেণীতে তাঁর বিষয় তিনি পড়াবেন। তাঁর সেই শ্রেণীতে শনিবার দুটি পিরিয়ড থাকবে। তাহলে তিনি প্রয়োজনে সহজেই সময়ের অদল-বদল করে নিতে পারবেন। যে বিষয় তিনি পড়ান

সেই বিষয়েরও উপর দু'একটি কর্মপ্রজেক্ট বা পর্যবেক্ষণ প্রজেক্ট নেওয়া যায়।

৩.৬২ বাংলার শিক্ষক যে শ্রেণীতে পড়ান সেই শ্রেণীতে 'কাজ-করা' প্রজেক্ট হিসাবে প্রত্যেক ছাত্র একটি করে সুন্দর খাতা বই-বাঁধাই পদ্ধতিতে বাঁধাতে পারে। সেই খাতাটি সুসজ্জিত করে তাতে সুসাহিত্যের উদ্ধৃতি সঞ্চয় করতে পারে, তার মধ্যে নিজের দু'একটি লেখা সন্নিবেশিত করতে পারে। যৌথ কর্ম হি াবে কার্ডবোর্ডের প্রদর্শ বোর্ড, প্রদর্শ স্ট্যাণ্ড, ছবির স্ট্যাণ্ড তৈরি করে চমৎকার সাহিত্য-প্রদর্শনী করতে পারে। উপরের শ্রেণীতে শনি-রবি দুই দিনের একটি সাহিত্যমেলা গড়ে তুলে তার অঙ্গ হিসাবে প্রদর্শনী সাজাতে পারে। দলগত ভাবে ক্লাশ-ম্যাগাজিন প্রকল্পও নেওয়া যায়।

পর্যবেক্ষণ-প্রজেক্ট হিসাবে কোন বই-এর দোকান, কোন ছাপাখানা, কোন পত্রিকা অফিসে যাওয়া যেতে পারে।

৩.৬৩ ইতিহাস ভূগোলের শিক্ষক তাঁদের বিষয়কে সমৃদ্ধ করবার জন্য এমনি ভাবে প্রদর্শনী গড়ে তোলার প্রজেক্ট নিতে পারেন। প্রদর্শন করবার জন্য চার্ট বা মানচিত্রের জন্য কাঠের রোলার তৈরি, চার্ট বা মানচিত্র কাপড়ে মাউন্ট করা, সামাজিক জীবনযাত্রা সমীক্ষা, কোন ঐতিহাসিক কেন্দ্র দেখে তার মানচিত্র, চিত্র সহ বিবরণী পুস্তিকা, ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করবার জন্য কার্ডবোর্ডের, কাগজ-মণ্ডের মুখোস প্রভৃতি তৈরি করবার জন্য কর্মশিক্ষা প্রজেক্ট নিতে পারেন।

পর্যবেক্ষণ-প্রজেক্ট হিসাবে মিউজিয়ম, প্রাচীন মন্দির বা বাড়ি দেখতে যাওয়া, সেচ পরিকল্পনা দেখতে যাওয়া প্রভৃতি নেওয়া যেতে পারে। নবম-দশম শ্রেণী যখন প্রদর্শনী গড়ে তোলার কাজ করছে,

ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী তখন সেই কাজেই, প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণ করতে পারে। স্থাপত্য শিল্পের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতে পারে ছাত্রেরা।

৩.৬৪ বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে কাজ করবার এত অপর্যাপ্ত সুযোগ ছড়ানো যে পরিবেশের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী 'কাজ-করা' প্রজেক্ট ও 'কাজ-দেখা' প্রজেক্ট বেছে নিতে কোন অসুবিধেই হওয়ার কথা নয়।

৩.৭ কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা

সমাজসেবাও কর্ম, সমাজসেবার প্রস্তুতির জন্য কর্মের প্রয়োজন। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সমাজসেবার সূচি কর্মশিক্ষার সূচি থেকে পৃথক নয়। সমাজসেবা দুরকম অবস্থায় প্রয়োজন : স্বাভাবিক অবস্থায় এবং অস্বাভাবিক অবস্থায়। (ক) স্বাভাবিক অবস্থার প্রয়োজন মেটাতে অনেক কাজ করতে হয়—তার মধ্যে কিছু উৎপাদনমূলক, কিছু সংরক্ষণমূলক এবং কিছু ব্যবহারমূলক। উৎপাদনমূলক—যেমন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বসবার জন্য শস্তায় আসন তৈরি করে দেওয়া ; প্রাথমিক বা অন্য কোন সাক্ষরতা কেন্দ্রের জন্য বোর্ড, চার্ট, ইত্যাদি তৈরি করে দেওয়া, রাস্তা মেরামত করতে যেতে হবে তার জন্যে হাত-ঝোড়া তৈরি করা, কোদালের হাতল তৈরি করা কর্মপ্রজেক্ট হিসাবে নেওয়া যায়। (খ) অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য শিক্ষালাভ যেমন করতে হয় তেমনি সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে হয়। এই শিক্ষাকে বিষয়শিক্ষা, শারীরশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, সরঞ্জাম তৈরি কর্মশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। গ্রামের নলকূপ মেরামতির অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে, উঁচু ক্লাশের ছেলেরা এই নলকূপের মেরামতি অনায়াসে করতে পারে।

৩.৮ কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা

যেমন কর্ম সমাজসেবার ক্ষেত্র ও উপায়, তেমনি কর্মই শারীর-

শিক্ষার উপায় ও মাধ্যম। শারীরশিক্ষার জন্য এত বিভিন্ন রকম কাজ করতে হয় যে সেখানে উৎপাদনাত্মক কর্মের কোন অভাবই নেই। লোকনৃত্যের জন্য কাঠি দরকার, কাঠি-তৈরি একটা কর্মপ্রজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করা যায়। লাফ দেবার জন্য বালির গর্ত, ব্যায়ামের জন্য গদি, নানারকম স্ট্যাণ্ড প্রয়োজন—প্রত্যেকটি সরঞ্জাম উৎপাদন ও রক্ষা কর্মপ্রজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আরও জটিল কর্মপ্রজেক্ট হিসাবে রাউণ্ডারের ব্যাট তৈরি, বিভিন্ন খেলার জন্য বিভিন্ন রকম জাল তৈরি কর্মপ্রজেক্ট হিসাবে নেওয়া যায়। তেমনি অনেক ভারি কাজ—এথলেটিকসের ট্র্যাক তৈরি, খেলার মাঠ তৈরি, ক্রিকেট পীচ তৈরি যৌথ কর্মপ্রজেক্ট হিসাবে দেওয়া যায়। দেখা গেছে এসব কাজে ছাত্রদের আগ্রহ ও সামর্থ্য দু-ই আছে। খেলার মাঠটি ঠিক রাখা, অঙ্কের জ্ঞানকে ব্যবহার করে ফুটবল খেলা বা ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য মাঠে দাগ কাটাও কর্মের সুযোগ এনে দেয়।

৩.৯ কর্মশিক্ষা ও বিদ্যালয়-কার্যক্রম

এমনিভাবে বিদ্যালয় কার্যক্রমকে (School Performances) কর্মশিক্ষার অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে নেওয়া যায়। বিদ্যালয়ে বিতর্ক সভা পরিচালনা করা হবে—বিতর্ক সভার বিবরণী রক্ষার খাতাখানা বাঁধানো উৎপাদনাত্মক কর্ম। কমনরুমের সরঞ্জাম তৈরি ও মেরামত উৎপাদনাত্মক কর্ম।

কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা, সমাজসেবা ও বিদ্যালয়-কার্যক্রম—যদিও চারিটি শিক্ষাক্ষেত্র পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তবু প্রকৃতপক্ষে তারা পৃথক নয়—একই কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক। প্রশ্ন শুধু প্রাধান্যের। কখনও উৎপাদনাত্মক কাজটার উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, কখনও বা সেবার দিকটাতে জোর দেওয়া হচ্ছে, কখনও বা শরীর গড়ে তোলার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে, আবার কখনও বা বিদ্যালয়ের

বিভিন্ন নিত্যপরিচালিত, বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচালিত কাজকর্মের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সেইজন্য এই চারিটি ক্ষেত্রের কর্মসূচি বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না—তাতে সাংগঠনিক ও পরিচালনগত অসুবিধা দেখা দেবে। সমগ্র প্রকল্প কয়েকজন শিক্ষক আলোচনা করে গড়ে তোলার পর সেটা শিক্ষক-সভায় আলোচনা করে প্রয়োজনমত পরিমার্জন করে নেওয়া দরকার। সারা বছরের কর্মসূচি এইভাবে স্থির করে নিতে হবে।

৪.০ কর্মশিক্ষার প্রয়োজনে সম্পদের ব্যবহার

যে কোন কাজের জন্য নানা রকম দ্রব্য বা সম্পদ প্রয়োজন হয়। কর্মশিক্ষার বেলাতেও তাই। এই সম্পদ নানা রকমের। এক ক্ষেত্রে যেটা অভাব মনে হয় অন্য ক্ষেত্রে তা সুযোগ বা সম্পদ। অভাববোধ থেকেই কর্মপ্রেরণা আসে, তাই অভাবটাও এক প্রকার সম্পদ। যেমন শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে নানা রকম খেলার জন্য জাল না থাকায় খেলাধূলা পরিচালনা সম্ভব হয় না। খেলার জালের সেখানে অভাব, কিন্তু প্রয়োজন না থাকলে কর্মের সুযোগ থাকে না। জাল প্রয়োজন, জাল নেই—কাজেই জাল তৈরি করার এটা একটা সুযোগ। কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে জাল না-থাকা তাই সম্পদ।

৪.১ বিদ্যালয়ের মানব সম্পদ

কর্মশিক্ষা দিতে শিক্ষকের প্রয়োজন। সংগঠন আলোচনা করবার সময় দেখা গেছে প্রত্যেক শিক্ষককেই কর্মশিক্ষায় যোগ দিতে হবে। বয়স্ক মানুষ প্রত্যেককেই নানা রকম কাজ করতে হয়। শুধু শ্রেণী-পাঠনা কারও একমাত্র কাজ হতে পারে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে শ্রেণীপাঠনা ছাড়াও প্রতি শিক্ষকের কোন-না-কোন দিকে পটুত্ব বা প্রবণতা আছে। যেদিকে কোন শিক্ষকের আগ্রহ আছে, প্রবণতা

আছে, একটু চেষ্টা করলেই সেদিকে তাঁর পটুত্ব গড়ে তোলা যাবে। যদি বিদ্যালয়ে পটুত্ব গড়ে তোলার সুযোগ না থাকে, পরিবেশে সে সুযোগ থাকতে পারে। যেমন, পরিবেশে মাটির কাজ করবার মত মৃৎশিল্পী আছেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা মৃৎশিল্প শিখতে আগ্রহী, পরিবেশে মৃৎশিল্প-উপযোগী কাঁচামাল আছে, পরিবেশে মৃৎশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রয়োজন আছে; বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক আছেন যাঁর এদিকে কিছু প্রবণতা ও আগ্রহ আছে। পরিবেশ থেকে ব্যবস্থা করে সেই শিক্ষককে দিয়ে মৃৎশিল্প শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। শিক্ষক নিজে আগে শিল্পীর কাছে শিল্পের কৃৎকৌশল শিখে নিতে পারেন, তারপর ক্রমে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলবেন। কিংবা কিছুদিনের জন্য শিল্পীকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে তাঁর সাহায্যে শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেন। শিক্ষকই তাঁর প্রথম ছাত্রদলের একজন। এর পরে শিক্ষক শিক্ষাদানের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারেন। ব্রতচারীর কৃত্যালি ও গীতালি শেখানোর ব্যাপারেও এ পদ্ধতি খাটে।

কেবলমাত্র শিক্ষকই যে এইভাবে শিল্পশিক্ষায়, কর্মশিক্ষায় সহযোগিতা করতে পারেন তা নয়, বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদেরও এমনি ভাবে কাজে লাগানো যায়। একটু খোলা নজরে সচেষ্ট থাকলে এইভাবে ক্রমে বিদ্যালয়ে "কর্মশিক্ষার মানবসম্পদ" গড়ে তোলা যায়।

৪২ বিদ্যালয়ের বস্তু সম্পদ

একথা ঠিক, কাজ করতে গেলে কিছু যন্ত্রপাতি, কিছু বস্তু, কিছু অর্থের প্রয়োজন হবেই। কিন্তু এটাও সত্য, নানা ভাবে কাজের পরে, ব্যবহারের পরে অনেক জিনিস বাতিল হয়ে যায়, নষ্ট হয়। একটা কাজে যে বস্তু বাতিল, অন্য কাজের বেলায় সেই বস্তুই কাঁচামাল বা সম্পদ হতে পারে। বিদ্যালয়ে লেখার কাজের শেষে কাগজ পড়ে থাকে। বাতিল কাগজ ক্রমে আবর্জনায় পরিণত হয়। পুরানো খবরের

কাগজ, খাতার কাগজ, ছেঁড়া কাগজ হচ্ছে কাগজমণ্ড তৈরি করবার কাঁচামাল। শিক্ষক বা অশিক্ষক, বিদ্যালয়ের কোন কর্মী যদি এমনি কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করেন, ছোট ছোট ছাত্রদের মডেল তৈরি করতে, মুখোস তৈরি করতে তা-ই সম্পদ। শিশি বোতল কেনেস্তারা বাল্‌ব ইত্যাদির সাহায্যে বিজ্ঞানের টুকিটাকি অনেক জিনিস তৈরি করা যায়। অনেক জিনিস বিদ্যালয়ের কাজের জন্য কেনা হয়—তার মধ্যে অনেকগুলিই হাতে তৈরি। যদি তৈরি-করা জিনিস বাজার থেকে কেনার বদলে কাঁচামাল কিনে উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মশিক্ষার শিক্ষকের হাতে দেওয়া যায়, কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে সেগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে। অনেক সময় এক বিদ্যালয়ের বিশেষ কর্মোদ্যোগ অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এমনি অনেক সম্পদ বিদ্যালয়ের হাতে আসতে পারে।

৪.২১ বিদ্যালয়ের মানবসম্পদ কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা বুঝবার জন্য একটি "মানবসম্পদ-সমীক্ষা" করা দরকার। সেইসঙ্গে সম্ভাব্য বস্তুর উৎস খোঁজ করে একটি "বস্তুসম্পদ-ইনভেনটারি" গড়ে তোলা দরকার। যে সব বিদ্যালয়ে আগে থেকে কাজ করবার একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এবং যে সকল বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার আয়োজন ছিল বা আছে, সে সব বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষা প্রবর্তন সহজ হবে। কাঁচামালের অভাব প্রতিবন্ধক হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় ছাত্রেরাই নিজ বাড়ি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে আনে, তা দিয়ে কাজ চলতে পারে। উৎপন্নদ্রব্য তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য দিয়ে দেওয়া যেতে পারে—সূচীশিল্প শিক্ষাদানে মেয়েদের বিদ্যালয়ে তো এই প্রকার ব্যবস্থা বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে।

গ্রামের বিদ্যালয়ে যেখানে কিছু জমি আছে সেখানে বাগান তৈরি করতে চাইলে ছাত্রেরাই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, বীজ প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিতে পারবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামের হৃদ্যতা থাকলে গ্রামের লোকেরাই স্কুলের জমিতে চাষও দিয়ে যায়।

৪.২২ যে সব বিদ্যালয়ে কাজের ঐতিহ্য নেই কিংবা আগে থেকে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা নেই সেখানে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজে পাওয়া যায়, যার জন্য সাধারণ-ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি যেমন স্ূঁচ, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি সহজে সংগ্রহ করা যায়।

এ কথা বলা যাবে না যে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাপনা করতে হলে অর্থের প্রয়োজন নেই। নিশ্চয় আছে। কিন্তু প্রচুর অর্থ খরচ করে আগে যন্ত্রপাতি সমন্বিত ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করে, কাঁচামালের ভাণ্ডার তৈরি করে কর্মশিক্ষা সুরু করতে হবে—সে কথা ঠিক নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সামর্থ্যের মধ্যেই যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল সংগ্রহ করে কাজ করতে হবে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ইত্যাদি ব্যবহারের অভাবে নষ্ট করার মত সম্পদ নেই। বিদ্যালয়ে যাবতীয় সম্পদের বহুবিধ ব্যবহার চাই। অপচয় বন্ধ করার শিক্ষা আমাদের দিতে হবে।

৪.২ আগেই বলা হয়েছে, কোন ক্ষেত্রে অভাব কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদ। বিদ্যালয়ে নানা উপলক্ষে উৎসব-অনুষ্ঠান রচনা করতে হয়। তার জন্য কখনও বিদ্যালয় অর্থ সংগ্রহ ও সরবরাহ করে, কখনও ছাত্রেরা চাঁদা তুলে অর্থসংগ্রহ করে। এই উৎসব-অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য ছোট ছোট কর্মপ্রজেক্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস উৎপাদন করা যায়, অনেক কাজ করা যায়। বিদ্যালয়ে এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান কর্মশিক্ষারই সুযোগ।

তেমনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা মেটাবার জন্য নানা রকম

কর্মোদ্যোগ নেওয়া যায়। যেমন বিদ্যালয়ের ঘরগুলো চুনকাম করা। দু'একজন বিশেষজ্ঞ মিস্ত্রীর সহায়তায়, শিক্ষকের পরিচালনায় কর্মোদ্যোগ হিসাবে এ কাজ করা যায়। বিদ্যালয়ের বেঞ্চ, বোর্ড প্রভৃতি মেরামত করা দরকার—এ কাজও কর্মশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে করা যেতে পারে।

সেইজন্য বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ের অভাব, সমস্যা কর্মশিক্ষার সম্পদ।

৪.২৪ কর্মশিক্ষার একটা বড় উদ্দেশ্য বৃহত্তর কর্ম ও কর্মিজগতের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ। বিদ্যালয়ে সব কাজের বিশেষজ্ঞ না থাকাই সম্ভব, থাকার যে প্রয়োজন আছে তাও নয়; কিন্তু চারপাশের সামাজিক পরিবেশে কোন-না-কোন বিশেষজ্ঞ কর্মীর অভাব নেই। একদিকে যেমন ছাত্রদের পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়ে যেতে হবে বিদ্যালয়ের বাইরে এই শিল্পকর্মীদের কাছে তাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচিত হতে, অন্যদিকে তেমনি এই সব শিল্পকর্মীকে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে বিদ্যালয়ে আনতে হবে তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ কাজের কৃৎকৌশল শিখবার জন্য, কাজের সমস্যা বুঝবার জন্য। ধরা যাক বিদ্যালয়ে একদল ছাত্র একজন শিক্ষকের পরিচালনায় স্টোভ মেরামতি শিখতে চায়। বিদ্যালয়ের কাছেই একজন ভাল মেরামতি-কারিগর আছেন। সময় ঠিক করে তাঁকে ডেকে আনা যায় বিদ্যালয়ে। তিনি দুই-তিন দিনে স্টোভের বিভিন্ন অংশ, তার কাজ, বিভিন্ন অংশের ভেঙে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া এবং মেরামতি দেখালেন। ছাত্ররা দেখল, কিছু-বা হাতে করল। শিক্ষকও কাজটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন, সমস্ত কাজটির বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করলেন, নিজে চিন্তা করে কাজটিকে ক্রম-জটিলতার পর্যায়ে বিভিন্ন ধাপে সাজালেন, সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সংগ্রহ করলেন, ছাত্রদের তা জানালেন। সেই সব ধাপ অনুযায়ী ছাত্রদের

স্টোভ খুলতে, পরিষ্কার করতে, মেরামত করতে দিলেন, তার মধ্যে প্রয়োজনীয় পটুত্ব গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন, কোথাও অসুবিধে হলে আবার কারিগরকে ডেকে আনলেন। ক্রমে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্টোভ মেরামতির ধারাবাহিক কর্মশিক্ষাসূচি গড়ে উঠল।

এমনি ভাবে সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন মানবসম্পদ কর্মশিক্ষার প্রয়োজনে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা যায়, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সেতু রচনা করা যায়। এই ব্যবস্থা কর্মশিক্ষার বাস্তব রূপায়ণের জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

৪.২৫ সমাজ পরিবেশের মানবসম্পদ ছাড়াও বস্তুসম্পদকে কর্মশিক্ষায় কাজে লাগাতে হবে। পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, কর্মকেন্দ্র, খামার কাজে লাগাতে তো হবেই, তেমনি কর্মোদ্যোগের কাঁচামাল হিসাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যে সম্পদ পাওয়া যায় তাকেও কাজে লাগাতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা-বাক্স দরকার—তৈরি করতে হবে। শহরের বিদ্যালয়ে কাঠের অভাব, কাজ করার স্থান ও যন্ত্রপাতিরও অভাব আছে। অথচ কার্ডবোর্ড প্রচুর পাওয়া যায় আশপাশে দোকানে পুরোনো প্যাকিং থেকে। কার্ডবোর্ড কিনতেও পাওয়া যায় সহজে। কাজেই কাঁচামাল হিসাবে কার্ডবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। যে সম্পদ বা সামগ্রী পরিবেশে পাওয়া যায় সেগুলির খোঁজ রাখতে হবে—সেগুলি ব্যবহার করে কাজ করতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ই পরিবেশে প্রাপ্তব্য সম্পদের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে পারে; মাঝে মাঝে সমীক্ষার ভিত্তিতে তা বদলাতে পারে।

৪.২৬ বিদ্যালয়ের সমস্যা ও অভাব যেমন বিদ্যালয়ে প্রয়োজন-ভিত্তিক কর্মশিক্ষার সুযোগ দেয়, তেমনি সমাজ পরিবেশের সমস্যা ও অভাব সমাজ পরিবেশে কর্মশিক্ষার এবং সমাজসেবার সুযোগ এনে

দেয়। সাংগঠনিক শিল্পী এবং সমাজসেবা-পরিচালকের কাছে তাই সমাজের প্রয়োজনের সমীক্ষা অবশ্যকরণীয়। কর্মশিক্ষার একটি প্রজেক্ট হিসাবে এই প্রয়োজনের সমীক্ষা ছাত্রদের কর্মশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই সমীক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রদের সমস্যা সমাধান শিক্ষার বড় উপায় হতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সমাজের সাথে সংযোগ গড়ে তোলার একটা বড় মাধ্যম হতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে সার্ভে বা সমীক্ষা পরিবেশ-উন্নয়নের প্রথম সোপান।

প্রয়োজন সমীক্ষা, সম্পদ সমীক্ষা, বিশেষজ্ঞ সমীক্ষা করতে পারলে তার পরে প্রয়োজন সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গড়ে তোলা। ছাত্রদের সাহায্যে পরিকল্পনা গড়ে তুললে তারা আগ্রহান্বিত হবে, কাজ নিজের বলে মনে করবে। তাছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়নে ছাত্রদের সংযুক্ত করতে পারলে সব চেয়ে বড় লাভ হয় তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সম্প্রসারণ, মানসিকতার বিকাশ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কর্মসম্পাদনের কলাকৌশল আয়ত্তিকরণ। বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক এলাকা থেকেই ছাত্রেরা আসে, তারা সেখানেই থাকে; কাজেই পরিবেশের সমস্যা তাদের অভিভাবকের নিজেদেরই সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা। সমস্যার সমাধানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠতে পারবে। অনেক সময় দেখা গেছে পরিবেশের সমস্যা সমাধানের কাজে বিদ্যালয় স্বল্প সম্পদ স্বল্প সামর্থ্য নিয়ে হাত দিয়েছে, কিন্তু ক্রমে পরিবেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের সম্পদ তাঁদের সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। অনেক সময় বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যেকার ব্যবধান দূর হলে সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য যে উদ্যোগ করেছেন তাতে যোগ দেবার জন্য বিদ্যালয়কে আহ্বান জানিয়েছেন কিংবা বিদ্যালয়ের সামনে সমস্যা নিয়ে এসেছেন তার সমাধানে সাহায্য করবার জন্য।

বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক দিক দিয়ে এই সহযোগিতা একটা বড় 'সম্পদ'।

৫.০ কর্মশিক্ষার সমস্যা

কোন কর্মসূচি নতুন প্রবর্তন করতে গেলে কতকগুলো পুরানো ব্যবস্থা, পুরানো চিন্তা মনোভাব ত্যাগ করতে হয়। তার স্থানে নতুন ব্যবস্থা, নতুন চিন্তা মনোভাব, নতুন পটুত্ব অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়।

কর্মশিক্ষা সাধারণ প্রচলিত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন বিষয়ের সংযোজন মাত্র নয়—একটি বিশেষ মূল্যবোধের কাঠামো ত্যাগ করে একটি নতুন মূল্যবোধের কাঠামোকে গ্রহণ। এমনি পরিবর্তনের ফলে কর্মশিক্ষা প্রবর্তনের পথে অনেক রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে সমস্যার অনেকটাই দূর হয়ে যাবে অভ্যাস সৃষ্টির ও নতুন মূল্যবোধের স্বীকৃতির ফলে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান হল শিক্ষক, সময়, উপকরণ ও সামগ্রী, স্থান, প্রচলিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে কর্মশিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন, কর্মপ্রয়াসের ফলে উৎপন্ন বস্তুর ব্যবহার, প্রচলিত পরীক্ষার চাপ ও কর্মশিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন প্রভৃতি। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এগুলোর সমাধান করতে প্রত্যেক শিক্ষকই একদিন সমর্থ হবেন। বিভিন্ন দেশে ও এদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষণ কেন্দ্রে যে সব অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে সমাধানের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।

৫.১ শিক্ষক

কোন কাজের জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সংগঠন। আর সংগঠনের মূল বা একক হচ্ছে কর্মী। কর্মশিক্ষার প্রবর্তনে মূল কর্মী শিক্ষক। শিক্ষকের সমস্যা অনেক। তিনি শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষক

নন, তিনি অভিভাবক, নাগরিক; সর্বোপরি তাঁর মনোভাব, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, প্রেরণা, মূল্যবোধ এইসব নিয়ে তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিশেষ। তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ের কাজ করবার জন্য সময় দেওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাঁর সমাজের, তাঁর পরিবারের, তাঁর নিজের জন্য সময় দেওয়ার।

৫.১১ শিক্ষকের সময়

অনেকে বলেন, কর্মশিক্ষার জন্য যে সমস্ত কাজ করতে বলা হচ্ছে তার জন্য সময় কোথায়? সপ্তাহে তিন পিরিয়ড তিনি পাবেন—তার মধ্যে সমাজ সমীক্ষা করবেন কখন, বিশেষজ্ঞের সাথে সংযোগ করবেন কখন, ছাত্রদের নিয়ে পরিকল্পনা করবেন কখন কিংবা ছাত্রদের নিয়ে পর্যবেক্ষণে যাবেন কখন? মূল্যায়ন করবেন, তার জন্য রেকর্ড রাখবেন কখন? কিন্তু কাজ সুরু করলেই দেখা যাবে সব কাজেরই সময় পাওয়া যায় একটু সচেতন থাকলে। সমাজ পরিবেশে চলাফেরা তাঁকে করতে হয়, পাঁচ জনের সঙ্গে তাঁকে নানা প্রয়োজনে আলাপ পরিচয় করতে হয়। আলাপের মধ্যে দিয়েই তিনি তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। একবার তাঁর আগ্রহ দেখা দিলে তিনি আর সময়ের অভাব বোধ করবেন না। চলাফেরার পথে যদি একটু সচেতন থাকেন তাহলে শিক্ষক সহজেই বিশেষজ্ঞ কর্মীর সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে পারেন। এমনি অনেক বিশেষজ্ঞ ছাত্রদেরই অভিভাবক, তাঁদের সঙ্গে সংযোগ ছাত্রদের মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে। সাপ্তাহিক সময় তিন পিরিয়ড যদি পরিকল্পনা মত সাজিয়ে নেওয়া যায় তবে তার মধ্যেই অনেক কাজ করা যাবে। ছাত্রেরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন তিনি পরিকল্পনার কাজ, মূল্যায়নের কাজ, রেকর্ড করার কাজ করতে পারেন।

৫.১২ শিক্ষকের আগ্রহ ও প্রেরণা

যে শিক্ষকের আগ্রহ ও প্রেরণা নেই তিনি কখনই তাঁর শিক্ষাদান কর্মে সফলতা অর্জন করতে পারেন না। ছাত্রদের কল্যাণ সাধনার সংকল্প থেকেই এই আগ্রহ ও প্রেরণা আসে। কর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকে এই প্রেরণা আসবে।

একথা খুব সত্যি যে প্রত্যেক কাজেই আগ্রহ ও প্রেরণা কাজ করবার শক্তি যোগায়। প্রত্যেক শিক্ষক যে প্রথম থেকেই সব কাজে সমান আগ্রহ ও প্রেরণা পাবেন তা হয় না। কিন্তু কাজ করতে সুরু করলে কাজের ধর্মেই কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তখন সেই কাজ আরও ভালো করে করবার প্রেরণা আসে। একটা কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সার্থকভাবে করতে পারলেই আবার করবার প্রেরণা জাগে। কাজে ব্যর্থতা আগ্রহ ও প্রেরণা দুই-ই কমিয়ে আনে।

কাজেই যে সব কাজ পরিচালনা করা সহজ, যে কাজে সার্থকতার সম্ভাবনা বেশি, এমনি ছোট ছোট কাজ দিয়ে কর্মশিক্ষা সুরু করা উচিত।

প্রশংসা আমাদের কাজে প্রেরণা ও শক্তি যোগায়। শিক্ষককে কর্মশিক্ষা প্রবর্তনায় প্রেরণা ও শক্তি যোগাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁর কাজের প্রশংসা করতে হবে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক সঙ্গে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করবার সুযোগ করে দিলে অনেক লাভ হবে। একই সমাজসেবা ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজের সুযোগ পান তবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেক শিক্ষকই আগ্রহ বোধ করবেন।

কর্তৃপক্ষ যদি মাঝে মাঝে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করেন বা অভিজ্ঞতার বিনিময়ের জন্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে স্তিমিত আগ্রহ আবার উদ্দীপ্ত হতে পারে।

৫.১৩ শিক্ষকের পটুত্ব

কর্মশিক্ষা পরিচালনার জন্য সকল কর্মে শিক্ষকের পটুত্ব থাকবার প্রয়োজন নেই। প্রকৃত পটুত্ব প্রয়োজন হবে সংগঠন ও পরিচালনায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষকেরই কিছু-না-কিছু পটুত্ব আছে। বার বার কাজ করতে করতে সে পটুত্ব মার্জিত ও উন্নত হয়ে উঠবে। শিক্ষক যে কাজ করতে পারেন না সে কাজের জন্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর এবং প্রয়োজনে বাইরের লোকের সাহায্য পাবার চেষ্টা করতে হবে। কীভাবে করা যাবে সে আলোচনা সংগঠন ও সম্পদের ব্যবহার আলোচনার সময় করা হয়েছে।

কর্মশিক্ষা একটি-ব্যক্তির কাজ নয়—বলা বাহুল্য একটি টিম-ওয়ার্ক তৈরি না হলে এর সার্থক রূপায়ণ কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি শ্রেণীই এখানে একটি টিম, তার সামনে বিশেষ একটি ঋতুর জন্যে বা পুরো বছরটার জন্যে বিশেষ একটি কর্ম অনুশীলনের অপেক্ষায় রয়েছে। দল যেভাবেই এবং যত ভাগেই গঠিত হোক না কেন, কর্মীরা সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। দলগত এবং ব্যক্তিগত—দুরকম কুশলতার উপরেই কর্মটির সাফল্য নির্ভর করবে। এই কারণেই দলের প্রত্যেক কর্মীই একসূত্রে আবদ্ধ থাকছে, দলের প্রতি আনুগত্য ও একাত্মতা (sense of belongingness) অনুভব করছে। শহরাঞ্চলের কর্ম আর গ্রামাঞ্চলের কর্ম—এ দুয়ের মধ্যে যেমন তফাৎ থাকা স্বাভাবিক, তেমনি দেখা যাবে ইস্কুলের পাঠক্রমিক ভিত্তিতে এবং সহপাঠক্রমিক ও অনুষ্ঠানাদির ভিত্তিতেও পৃথক পৃথক কর্মাভিমুখী শিক্ষার আয়োজন আমাদের করতে হবে। কাজের সঙ্গে লেখাপড়ার সংযুক্তিকরণের প্রয়াসটিকে স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও সাবলীল এবং ছেলে-মেয়েদের প্রাণের জিনিস করে তুলতে হবে। বিভিন্ন সংঘসমিতি—যেমন, বিজ্ঞান সমিতি, হাঁসমুরগী পালন সমিতি, উদ্যানরচনা সমিতি

—ইত্যাদি সংগঠন করবার সময় এই মূল সত্যটি আমরা যেন ভুলে না যাই।

৫.২ সময়

সময়ের সমস্যা যেমন শিক্ষকের তেমনি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এবং ছাত্রেরও। সময়ের অভাব সময়ের উপযুক্ত ব্যবহারের অভাব থেকে দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা না করে কাজ করবে—এটা সময়ের অপচয় বলে অভিভাবকেরা মনে করতে পারেন। তাঁদের বোঝাতে হবে কর্মশিক্ষা প্রকৃতপক্ষে লেখাপড়ারই অংশ, কাজকর্মের ফলে লেখাপড়ার দিক দিয়েও লাভই হয়। বাড়িতে গিয়েও 'হোম টাস্ক' হিসাবে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে কাজ করবে। কাজ থেকে সুফল পেলে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে।

৫.২১ শিক্ষককে অন্য একটি দিকেও নজর দিতে হবে—সে হল বিষয়-শিক্ষায় আধুনিক ও উন্নত কৃৎকৌশলের ব্যবহার। এখন যে বিষয় শিখতে সপ্তাহে ছয় পিরিয়ড খরচ করতে হয়, যদি সপ্তাহে চার পিরিয়ড খরচ করে সেই জ্ঞান পটুত্ব ছাত্র অর্জন করতে পারে তাহলে বাড়তি দুই পিরিয়ড খরচ করা যাবে ঐ বিষয়ের শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করার কাজে।

৫.২২ বাড়িতে ছাত্রকে অনেক কাজ করতে হয়। সমৃদ্ধ পরিবারের ছেলেমেয়েকে আবশ্যিক কাজ করতে হয় না, কিন্তু নিজেদের সামাজিক স্তরের উপযোগী রাখতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। সে ব্যয় কতটা সার্থক একথা বিচার করা মূল্যবোধের প্রশ্ন। বাড়িতে সব কাজ (আবশ্যিক ও বিলাসব্যসন সম্পর্কিত) বজায় রেখেও অন্য অনেক সৃজনমূলক ও উৎপাদনমূলক কাজ করা যায় যদি ছাত্র ক্রমে তার কাজগুলোর উপযুক্ত পরিকল্পনা করে নেয়। কর্মশিক্ষা ছাত্রকে সুপরিকল্পিতভাবে ও সুশৃংখলভাবে কাজ করতে পটু ও অভ্যস্ত

করে তুলবে। কাজেই আপাতঃ যদিও মনে হচ্ছে বাড়িতে ছাত্রের পড়াশোনা করবারই অবসর নেই তো 'কাজ কর্মের' হোমটাস্ক কখন করবে, ক্রমে দেখা যাবে ছাত্রের বাড়িতে অবসর বেড়ে যাচ্ছে। তখন সে নতুন নতুন কাজ করতে চেষ্টা করবে। এখানেও শিক্ষককে প্রথম প্রথম এমন কাজ নিতে হবে যা করতে ছাত্রকে বাড়িতে নিযুক্ত থাকতে হয় না।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন ছাত্রকে পরীক্ষায় পাশ করবার উপযুক্ত করে তোলাই বিদ্যালয়ের একমাত্র দায়িত্ব—এবং সে পরীক্ষাও শেষ পাবলিক পরীক্ষা ; এজন্য যে সব বিষয় শেষ পরীক্ষার অন্তর্গত নয় তার জন্য সময় দেওয়া সময়ের অপব্যয়। এমনি চিন্তার থেকেই 'কোর' বিষয়, শিল্প শিক্ষা অবহেলিত হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আর একটি ভুল ধারণা, প্রথাগত পদ্ধতির পাঠে বেশি সময় দিতে পারলেই ছাত্র বেশি শেখে। কিন্তু আধুনিক গবেষণায়, শিক্ষকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে উন্নত আধুনিক শিক্ষাগত কৃৎকৌশলের ব্যবহারের ফলেই শিক্ষা ত্বরান্বিত হয়, বেশি সময় ধরে মুখস্থ করালে ছাত্রের ক্ষতিই হয়। সময় যদি কর্তৃপক্ষ বেশি চান তাহলে কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে পাওয়া যাবে না—শিক্ষায় উন্নত কৃৎ-কৌশলের ব্যবহার করেই পাওয়া যাবে। বিষয়শিক্ষায় লব্ধ জ্ঞানের কর্মে প্রয়োগ এই ধরনের কৃৎকৌশলের অন্তর্গত। বিষয়ভিত্তিক কর্মশিক্ষা যেদিক দিয়ে সহায়ক—কর্মভিত্তিক বিষয়শিক্ষা শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে আরও সহায়ক।

৫. ৩ অর্থ, উপকরণ

কর্মশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সূত্র কী?

প্রধান সূত্র সরকারী সাহায্য। কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক

প্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবকদের সাহায্যে কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

দ্বিতীয় সূত্র হল বিদ্যালয়জাত জিনিসপত্রাদির বিক্রয় ব্যবস্থা। আমাদের দেশে ১০।১২ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরাও হস্তচালিত শিল্প ও কুটিরশিল্পে অংশ গ্রহণ করে। তাদের তৈরি অনেক জিনিসই বাজারে বিক্রয় হয়। সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্মিত জিনিসও সুন্দর ও চাহিদার উপযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

সরকার ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি যদি বিদ্যালয়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করেন তবে কর্মশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সংগৃহীত হতে পারে।

ঝাড়ন, খাম, ফাইল ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিদ্যালয়গুলি যদি আবশ্যিক ব্যয় পরিহার করে, সেক্ষেত্রেও এই ব্যয় সংকোচ বিদ্যালয়গুলির তহবিল গঠনে সাহায্য করবে।

শিক্ষার্থীরা যদি বই বাঁধাই শেখে তবে তারা নিজেরাই বিদ্যালয়ের পাঠাগারে বইগুলির যত্ন নিতে পারবে। ছাত্রছাত্রীগণ ঝাঁটা তৈরি করে নিজেরাই বিদ্যালয়ের শ্রেণী ও প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করতে পারবে। তাদের আঁকা, তাদের বাঁধানো ছবি দিয়েই বিদ্যালয়ের দেওয়াল সুসজ্জিত হতে পারে।

মোট কথা, কর্মশিক্ষার কাজ হবে "উদ্দেশ্যমূলক, অর্থবহ ও সমাজের দিক থেকে প্রয়োজনীয়।"

৫.৪ কর্মশিক্ষার জন্য স্থান

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। উদ্যান রচনার জন্য উপযুক্ত জমি, সেচের ব্যবস্থা ও বেড়া থাকা দরকার। অন্যান্য হাতের কাজ করার জন্য পৃথক ঘর, উপযুক্ত সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদি থাকা দরকার; বাড়িতেও ছাত্রের যেমন পৃথক ঘর বা জায়গা

থাকে পড়ার জন্য, তেমনি হাতের কাজ করার জন্য সুবিধা থাকলেও ভাল হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই পৃথক ব্যবস্থা এখনই করা সম্ভব নয় ; সেই ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয়ের বারান্দাকে নানাবিধ কাজের জন্য ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। শ্রেণীকক্ষগুলি কর্মশালা এবং পড়াশুনার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব।

যে সব বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে কাজের জিনিস রাখবার, কিছু কিছু কাজের সুযোগ আছেই ; সে ব্যবস্থা বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে। তবে সমগ্রভাবে স্থান সংকুলানের জন্য সমগ্র বিদ্যালয়ের পুনঃসংগঠন অবশ্য প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে যে স্থান আছে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে একটু চেষ্টা করলেই আমরা প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটি ছোট কাবার্ডের ব্যবস্থা করতে পারি। সেখানে ছাত্র তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে পারে। তেমনি একটি আলমারি থাকবে শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য, যেখানে শিক্ষক খাতাপত্র, প্রয়োজনীয় বই, জিনিসপত্র রাখতে পারেন।

যে কোন কর্মশিক্ষা প্রকল্পের তিনটি ভাগ : (১) পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি (খ) প্রকৃত কর্মোদ্যোগ এবং (৩) বিবরণ ও মূল্যায়ন। প্রথম ও তৃতীয় অংশ মূলতঃ আলাপ আলোচনা, যে কাজ শ্রেণীকক্ষে নিশ্চয় হতে পারে।

বিষয় সম্পর্কিত কর্মশিক্ষার অনেক কাজ—যেমন বই বাঁধাই, কার্ডবোর্ড সংক্রান্ত কাজ শ্রেণীকক্ষে হতে পারে। শিল্পকাজও অনেক সময় শ্রেণীকক্ষে হতে পারে।

কর্মশিক্ষা সম্পর্কিত পরিদর্শনের যে সব কাজ সেগুলি সবই শ্রেণীকক্ষে বসে করা যেতে পারে।

৫. ৪১ বিষয়শিক্ষার কক্ষ ও কর্মশিক্ষা

কোন বিষয়শিক্ষাকে কর্মের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতে গেলে ঐ বিষয় সম্পর্কিত নানা রকম কাজ করতে হবেই। এই সব কাজ শ্রেণীকক্ষে খানিকটা করা যায় তেমনি আরও অনেকখানি ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে করা যায়। বিজ্ঞানাগার শুধু পরীক্ষা করবার কক্ষ হিসাবে ব্যবহার না করে বিজ্ঞানের কাজ করবার জন্য ওয়ার্কশপ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়—তার জন্য অল্প পরিবর্তন করে নিলে চলবে।

৫. ৪২ কর্মশিক্ষার সরঞ্জাম রাখবার স্থান

কাজ করবার জন্য নানা রকম বস্তু ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন। সেগুলো গুছিয়ে না রাখলে যেমন অনেক জিনিস নষ্ট হয় তেমনি প্রয়োজনে জিনিসপত্র ঠিকমত পাওয়া যায় না। কাজেই জিনিসপত্র রাখবার জন্য একটি ঘর স্কুলে ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরটি একটু প্রশস্ত হলে একই ঘরে শারীরশিক্ষা ও সমাজসেবার বিভিন্ন সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখা যাবে। যে কোন একজন শিক্ষক এই কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারের দায়িত্ব নিতে পারেন। বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষক বর্তমান সংগঠনে এই দায়িত্ব নিতে পারেন। Store-এ জিনিসপত্র সুশৃংখলভাবে গুছিয়ে রাখলে কাজের সুবিধা হয়। ছাত্রেরা পালা করে গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতে পারে।

৫. ৪৩ সমবায় ভাণ্ডার ও কো-অপারেটিভ

কর্মশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রেরা উৎপাদনাত্মক কাজ করবে। উৎপন্ন-দ্রব্যাদির বিলি ব্যবস্থা, বিক্রয় ব্যবস্থা সমবায় ভাণ্ডারের মাধ্যমে হওয়া উচিত। উপরিলিখিত স্টোরটিও এর পরিচালনাধীন থাকতে পারে। সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনাও কর্মশিক্ষার আনুষঙ্গিক

কর্ম। এর জন্য চাই বিদ্যালয় কো-অপারেটিভ স্টোর। স্টোর-এর আর একটা সার্থকতা পরিচালনা-সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাত্রদের দেবার সুযোগ। স্টোরের সাথে একটা ঘর থাকলে উৎপন্ন দ্রব্য সেখানে গুছিয়ে রাখা যায়। কাজ করতে গেলে নানা রকম বস্তু কাঁচামাল হিসাবে প্রয়োজন। স্টোরের মাধ্যমে সেগুলো ছাত্রেরা পেতে পারে। একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে একদল ছাত্র এমনি স্টোর চালাতে পারে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে নতুন কাঠামোতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংগঠন করতে গেলে কিছু অদল-বদল করতে হবে। সে পরিবর্তন হঠাৎ একদিনে না করে প্রয়োজনমত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে করা ভালো। কোন কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মশালা ও স্টোর আছে। নতুন কর্মশিক্ষার লক্ষ্য অনুযায়ী সেগুলির পুনরায় সংগঠন দরকার।

৫.০৫ কর্মশিক্ষার মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার

কর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে সব দ্রব্য উৎপাদন করা হবে তার সবই হবে ব্যবহার ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে। এখানে ক্রাফ্‌ট ট্রেনিং-এর সাথে কর্মশিক্ষার অন্যতম পার্থক্য। ক্রাফ্‌ট ট্রেনিং-এ কাজগুলি পরপর শিখবার প্রয়োজনে অনেকগুলো মাধ্যমিক পর্যায়ের কাজ করতে হয় যেসব পর্যায় থেকে উৎপন্ন দ্রব্য উপযুক্ত পরিকল্পনা ছাড়া কাজে লাগানো মুস্কিল। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য অব্যবহৃত পড়ে থাকে ; কাজটি ক্রমে উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে। এইভাবে দেশের বহু নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে রাশি রাশি উৎপন্ন সূতো পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে, সূতো থেকে কাপড় তৈরি না করার ফলে।

তিনটি প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে কর্মশিক্ষায় উৎপাদন পরিচালনা করতে হবে। কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কাজ হবে

প্রয়োজনভিত্তিক ও উদ্দেশ্যমুখী। তিনটি প্রয়োজনের ক্ষেত্র হল : (১) ছাত্রের প্রয়োজন : যেমন—স্কুলব্যাগ, খাতা, বই-এর কভার, বসবার আসন ; (২) বিদ্যালয়ের প্রয়োজন : যেমন—ডাস্টার, চক রাখার ট্রে, চার্ট, পোস্টার, ম্যাপ, ডেস্ক, চেয়ার ; (৩) সমাজের প্রয়োজন : যেমন—দেওয়াল-ব্রাকেট, গাছের চারা, বাজার ব্যাগ প্রভৃতি। কাজেই কর্মশিক্ষার একটা বড় অংশ হল প্রয়োজনের সমীক্ষা। কাজ যদি প্রয়োজনভিত্তিক হয় এবং উদ্দেশ্যমুখী হয় তাহলে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার কোন সমস্যা হয় না।

৫. ৬ পরীক্ষার চাপ ও কর্মশিক্ষা

এ প্রশ্ন অনেকের মনেই আসবে যে বর্তমান ব্যবস্থায় বিষয়-পরীক্ষার যে চাপ রয়েছে তার ফলে বিদ্যালয়ে এমনিতেই সময় পাওয়া যায় কম—তার উপর কর্মশিক্ষাকে বিষয়শিক্ষার সাথে সাঙ্গীকৃত করতে গেলে বিষয়শিক্ষার পাঠক্রম অনুযায়ী পড়ানো যাবে কী করে ? এ প্রশ্ন সঙ্গত এবং শিক্ষকের অভিজ্ঞতাজাত।

দুটোর মধ্যে সমন্বয় করতেই হবে যদি ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। দশম শ্রেণীর আগে পর্যন্ত পরীক্ষার দুটো উদ্দেশ্য : (১) ছাত্রদের শিক্ষায় প্রগতি বোঝা এবং (২) বছরের শেষে নতুন শ্রেণীতে উন্নীত করবার জন্য ছাত্রদের বাছাই করা। এ দুটো প্রয়োজন সহজেই মেটানো যায় বর্তমানের বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে উদ্দেশ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। সে ব্যবস্থায় শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে, নিয়মিত মূল্যায়ন-ফল পঞ্জীভুক্ত করতে হবে ঠিকই ; কিন্তু একবার অভ্যস্ত হলে দেখা যাবে সমস্ত কাজটা যেমন সহজ তেমনি সময়েরও অনেক সাশ্রয় হয়। যদি দশম শ্রেণীর পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র এমনি মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে দশম শ্রেণীতে তাকে পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য খুব

বেশি সময় দিতে হচ্ছে না। অন্যদিকে তিন-চার বছর সুপরিচালিত কর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠলে অল্প সময়ে বেশি কাজও করতে পারবে—তখন পরীক্ষা আর চাপ বলে মনে হবে না। অবশ্য এমনি অবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষককে সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

৬.০ কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন

কর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের ক্রমপরিণতি আশা করা হচ্ছে। কর্মশিক্ষা একটা উদ্দেশ্যভিত্তিক কর্মসূচি। কাজেই কর্মশিক্ষায় মূল্যায়নের প্রাধান্য খুব বেশি। মূল্যায়নের প্রয়োজনে চারটে বিষয় খুব জরুরী : (১) মূল্যায়নের উপযুক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী সুষ্ঠু পরিকল্পনা, (২) মূল্যায়নের বিভিন্ন সহায়ক প্রস্তুতি ও তার ব্যবহার, (৩) মূল্যায়নের ফল সংরক্ষণ, ব্যবহার ও সিদ্ধান্তগঠন এবং (৪) মূল্যায়নের ফল প্রকাশ।

৬. ১ কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে 'মূল্যায়ন' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছে। কর্মাভিমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক মূল্যায়ন অবশ্যই কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুসারী হবে, শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতিসাধনের দিক্‌নির্ণয় করবে, কর্মসূচির পরিবর্তন-পরিমার্জনে ইঙ্গিত দেবে। শিক্ষাকে 'সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার' বলে আমরা যে ভাবতে সুরু করেছি তার সার্থক রূপায়ণের জন্যে কর্মশিক্ষার উত্তম মূল্যায়নই আমাদের বলে দেবে ছেলেমেয়েদের আচরণে ও মনোভঙ্গিতে যে পরিবর্তন আশা করছি তা যথার্থই ঘটেছে কিনা। এজন্যেই কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন হবে নানা প্রণালীতে। Check-list, rating scale, observation schedule ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে,

ছাত্রদের কাজের পরিমাপের জন্যে anecdotal records প্রচলন করতে হবে। তাদের ব্যবহারিক উৎপাদনের জিনিসগুলিরও পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, সেইসঙ্গে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে হবে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা, সংক্ষিপ্ত-উত্তর অভীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যে। কর্মশিক্ষাকালীন সময়ে প্রত্যেক ছাত্রের অগ্রগতির পরিচয় মিলবে Cumulative Record বা সর্বাত্মক প্রগতি-পরিচয়পত্রের মাধ্যমে। মাঝে মাঝে আত্মসমীক্ষণ (self-rating) প্রণালীতে ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করতে পারে—এতেও কর্মের প্রতি উৎসাহ বাড়ানো যায়।

৬. ২ মূল্যায়নের ফল সংরক্ষণ : রেকর্ড কার্ড

কর্মশিক্ষা মূলতঃ এককভিত্তিক শিক্ষা, কাজেই কর্মশিক্ষায় ছাত্র-মূল্যায়নও হওয়া উচিত মূলতঃ এককভিত্তিক। কর্মশিক্ষা-এককের উদ্দেশ্যগুলির দিকে নজর রেখে বিভিন্ন ধরনের সহায়কের সাহায্যে ছাত্রের লব্ধ জ্ঞান, পটুত্ব, মনোভাব, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি পরিমাপ ও তুলনা করা যায়। এককগুলি বিচ্ছিন্ন, তাই শিক্ষককে সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের উন্নতির একটা মূল্যায়ন করতে হবে ও তার রেকর্ড রাখতে হবে। ছাত্রদের উন্নতির বিভিন্ন দিকের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রধান :

(১) ছাত্রের ব্যক্তিগুণের বিকাশ

(২) বিশেষ পটুত্বের বিকাশ

(৩) ছাত্রদের লব্ধ জ্ঞান ও বোধ।

কাজের মধ্যে দিয়ে, পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ছাত্রদের ব্যক্তিগুণের বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাবে। পরিশিষ্টে যোজিত নমুনা অনুযায়ী "পর্যবেক্ষণ-পত্রের" সাহায্যে মূল্যায়ন করা যাবে। পাঁচ পর্বে ছাত্রদের উৎকর্ষের বিচার করা ভাল। যে সব বিশেষ গুণে

কোন ছাত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখা গেল শুধু সেইগুলি রেকর্ড করলেই চলে।

পরিকল্পনামত বিভিন্ন ছাত্র বা ছাত্রদলকে বিভিন্ন কাজ করতে দেওয়ার পর তারা সেই কাজে তাদের আগ্রহ ও পটুত্ব দেখাবার সুযোগ পায়। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে রেকর্ড করলে ছাত্রদের বিশেষ পটুত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। সেই অনুযায়ী পটুত্বের বিকাশে সাহায্য করা যাবে। এমনি পটুত্ব ও ব্যক্তিগুণ ক্রমপুঞ্জমান, কাজেই প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটি কার্ডে এগুলি রেকর্ড করা যায়।

ছাত্রদের লব্ধ জ্ঞান ও বোধের পরীক্ষা দু' রকমে হতে পারে। (১) ছাত্রদের জমা দেওয়া কাজের বিবরণী থেকে এবং (২) সম্পাদিত বিবরণী ও শিক্ষকের নিজের বিবরণীকে ভিত্তি করে একটি নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা থেকে। রেকর্ড করবার সময় নম্বরের বদলে নবমান বা পঞ্চমান গ্রেডে রেকর্ড করা ভাল।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

সমাজসেবা

১.০ সমাজসেবা কেন

সমাজসেবা মূলতঃ শিশু কিশোর তরুণকে চলমান সমাজের সহৃদয় সক্রিয় অংশীদার করার শিক্ষা। সমাজকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবার শিক্ষা।

মানুষ সামাজিক জীব। বিচিত্ররকম মানুষের বহুবিধ কর্মধারায় স্পন্দিত যে সমষ্টিগত সমাজ-জীবন, মানুষ তারই এক-একটি খণ্ডিত অংশ। বহুবর্ণ-চিত্রিত নক্সা-করা বস্ত্রের এক একটি সূতার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। একক, অথচ বহুর সঙ্গে গ্রথিত; এককেরও শক্তি সুষমা ও সংহতিতেই সমগ্র বস্ত্রখানির মহিমা। সমষ্টি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে সে যেমন দুর্বল, তেমনি অসার্থক। অথচ তার অস্তিত্ব ও গড়ন প্রথমে এককভাবে। তখন তার প্রস্তুতি পর্ব, অন্তরের দৃঢ়তায় ও বর্ণের লালিত্যে সে কাজের উপযোগী হয়ে ওঠে, কিন্তু বুননের মাধ্যমে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন তার স্থান হয় গঠনে, তখনি তার পরিপূর্ণতা। তেমনি মানবশিশু যখন আত্মশক্তিতে সবল হয়ে, মানস-গুণের পুষ্টিতে মনোহারী হয়ে বিচিত্র কর্মময় সমাজে সুসমঞ্জসভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখনি সে সমাজবৃত্তের সহায়ক অনুকূল অংশ বলে গৃহীত।

যেখানে যে-কোন প্রকার শিক্ষাপ্রকল্পের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হোক না কেন, তরুণকে এক সময়ে সমাজের অঙ্গীভূত হতেই হবে, সমাজ-জীবনের আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই জীবনযাপন করতে হবে—

এই সত্যবোধটি ছাত্রের মনে স্পষ্ট থাকা আবশ্যক। এই বোধ অনুসরণ করেই সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা জাগিয়ে তোলা সমাজসেবার অন্যতম লক্ষ্য। বহুজনের বিবিধকর্মের স্নেহ আবেষ্টনীর মধ্যে শিশু বড় হয়ে ওঠে। ওরা কেউ স্পষ্ট করে না বললেও সামাজিক ঋণের নৈতিক দায় শিশুর উপর অর্পিত হয়, বড় হয়ে কর্মজীবনে এই ঋণ সেবার মধ্যে দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। বিদ্যালয়ে সেবার কাজের মাধ্যমেই তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

এই দৃষ্টিতে সমাজসেবা আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার, সংবেদনশীল হবার শিক্ষা, মনের বিস্তারের শিক্ষা।

১.১ মায়ের শিশু, সমাজের আপনজন

বাল্যকাল শিক্ষার সময়, মানসিক গঠনের সময়। স্বভাবতই স্বার্থপর শিশু যখন সমবয়সীদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন থেকেই সে বুঝতে সুরু করে নিজের স্বার্থকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকলে সে দশজনের সাথে চলতে পারে না। সে আরও বোঝে, একার পক্ষে যে কাজ দুরূহ বা অসম্ভব, অপরের সহযোগিতায় তা সুসাধ্য। এখান থেকেই অপরের প্রতি তার আচরণের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বার্থের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে উদারতার মহিমায় সিঞ্চিত করার সময়। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের কথা, দায়িত্বপালনের প্রস্তুতি এবং চেতনা যে-পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত নয়, তা অর্থহীন ও অসম্পূর্ণ। পাঠ্যক্রম অনুসরণের ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করবে, সেই সঙ্গে যে-সমাজ তাকে পালন করছে, তার অভাবপূরণ করছে, আনন্দের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করছে তার কথাও তাকে মনে রাখতে হবে, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি সামর্থ্যমত সেবাব্রতে অংশ নিতে হবে। সমাজসেবা তাই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

২.০ সাধারণ শিক্ষায় সমাজসেবা

কর্মচঞ্চল সমাজের সদস্যরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোন-না-কোন কর্মে প্রবৃত্ত হতে হয়। কর্মকে সেবারূপে গ্রহণ করলে তাতে অহমিকার হ্রাস ও মনের প্রসন্নতা দুই-ই লাভ। বাল্যকাল থেকেই কর্মের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারলে স্বার্থপরতা আপনা থেকেই কমে যায়।

সমাজসেবা বিদ্যার্থীর জন্যে অবশ্যপালনীয় বিষয় কিন্তু তা সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত কেন করা হবে সে সম্বন্ধে কারও মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। এর উত্তরে বলা যায়, শিক্ষা একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়, বিভিন্ন জ্ঞান আয়ত্ত করার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোই এর উদ্দেশ্য। জ্ঞান অর্জন, কর্ম ও আচরণে তার প্রয়োগ, সুস্থ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও জীবন-পরিবেশে তার প্রতিফলন— এইভাবে চলে ছাত্রদের বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি। বিভিন্ন পরিবার থেকে আসা ছাত্রদের নিয়ে যে বিদ্যালয়-সমাজ, তা বৃহৎ সমাজেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে সমস্যা আছে, অনেক অনাগত সমস্যার আভাস দেওয়া যায়, সমস্যা সমাধানের মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। বিদ্যালয় তাই সমাজসেবা শিক্ষায় হাতে-খড়ির উপযুক্ত স্থান। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমাজ-সেবা যুক্ত থাকার ফলে বিদ্যার্থীর মানসিক ক্লান্তি কমবে এবং শিক্ষাকর্মে তৎপরতা আসবে, আশা করা যায়।

৩.০ সমাজসেবার ক্ষেত্র

সমাজসেবার প্রকৃত ক্ষেত্র বৃহত্তর সমাজ কিন্তু ছোটরা সেখানে বেমানান। তাদের বুদ্ধি ও দৈহিক সামর্থ্য সবরকম কাজের উপযুক্ত হয়নি। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়, পরিবার ও অল্পবিস্তৃত পরিবেশই তাদের যোগ্য ক্ষেত্র। এই সীমিত ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের

প্রতি দৃষ্টি না রেখে সমাজের ব্যক্তি বা ব্যক্তিদলের সাহায্যের জন্য কিংবা জনসাধারণের সম্পদ রক্ষা বা বৃদ্ধির জন্য বা সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজ সমাজসেবার ক্ষেত্র হতে পারে। এখানে যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা অর্জিত হবে, পরবর্তীকালে তা বিশেষ সহায়ক হবে। সেবাকাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি সেবার মনোভাব জাগ্রত থাকে তবে অপরকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা যখন এবং যেখানেই দেখা দিক, ছাত্র এগিয়ে যেতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় অনেক সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন কালবিলম্ব না করে বিপন্নের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া উচিত, কিন্তু সাহায্যকারীর যদি সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকে তবে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হবে, তার নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার চেষ্টায় আবেগে চালিত হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেই চলবে না, তাকে নিরাপদে কূলে আনার কৌশল জানা থাকা চাই। তেমনি সর্পদষ্ট ব্যক্তির অঙ্গে বাঁধন দেওয়া, আহত ব্যক্তির রক্তপাত বন্ধ করা, মূর্ছিত ও অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়ম ও কৌশল জানা না থাকলে শুশ্রূষার পরিবর্তে পীড়ন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ছোট, মাঝারি ও বড়দের জন্য স্কুলে সেবাদল গঠন, বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার ভিতর দিয়ে সেবার মূলনীতির সঙ্গে তাদের পরিচয় সাধন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস জাগানো সমাজসেবার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে প্রতি স্কুলেই গৃহীত হওয়া উচিত। এ কাজকে সহজেই রুটিন-নির্ধারিত শিক্ষাকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৪.০ স্কুলে সমাজসেবার সংগঠন

স্কুলে রুটিনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কীভাবে সমাজসেবা সংগঠন করা যায় সে সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস দেওয়া হচ্ছে। সব

ক্ষেত্রেই স্কুলের পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষকের উদ্যমের ওপর একাজ নির্ভর করবে। কর্মশিক্ষার ন্যায় এ ব্যাপারেও শিক্ষকের উদ্ভাবনী শক্তি ও সাংগঠনিক সামর্থ্য প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দশম শ্রেণীতে কর্মশিক্ষা ইত্যাদির জন্য সপ্তাহে ৪ পিরিয়ড এবং নবম শ্রেণীর জন্য ৩ পিরিয়ড নির্দিষ্ট আছে। চার পিরিয়ড বা তিন পিরিয়ড কাজের জন্য ভাগ করার সময় মনে রাখতে হবে, এর জন্য একটানা একটু বেশি সময় দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। শুধু এক পিরিয়ডে এ কাজ সীমাবদ্ধ রাখলে উল্লেখযোগ্য কিছু করা যাবে না। কমপক্ষে দুই পিরিয়ড একসঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। স্কুলের অন্যান্য কাজের অঙ্গ হিসাবে একাজ কি প্রথম দিকে, মাঝে অথবা শেষদিকে নির্দিষ্ট হবে তা স্কুলের প্রধান অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নেবেন। তবে মাঝে কিংবা শেষদিকে রাখাই পরিচালনার পক্ষে সহায়ক হবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'কর্মশিক্ষা খণ্ডে' পূর্বে হয়েছে।

৪. ১ বিভিন্ন দল সংগঠন

কয়েকটা সেবাদল ঠিক করে নিয়ে স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের কোন-না-কোন দলের অন্তর্ভুক্ত করে নিলে কাজের সুবিধা হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি দলের উল্লেখ করা হল।

(১) **সেবাদল (Nursing Unit)**ঃ কাজের সুবিধার জন্য ছোট, বড় ও মাঝারি তিনটি ভাগ করে নেওয়া চলে। দলে ছাত্রসংখ্যা ১০ থেকে ২০ মধ্যে রাখতে পারলে ভাল হয়। এমনভাবে বিভিন্ন কর্মিদল গঠন করতে হবে যাতে কোন ছাত্রই বাদ না পড়ে এবং দলে কর্মীর সংখ্যার মধ্যে যথাসম্ভব সমতা থাকে। প্রতি দলকে কোন প্রতীক চিহ্নযুক্ত ব্যাজ ধারণ করতে দিলে ওদের দলগত পরিচয় জানার সুবিধা, ছাত্রেরাও খুশি হয়ে চিহ্ন ধারণ করবে।

সেবাদলের প্রাথমিক কর্তব্য হবে সংক্রামক রোগের পরিচয় জানা —কীভাবে তা সংক্রামিত হয়, কী উপায় অবলম্বন করলে সংক্রমণ নিবারণ করা যায়, এসব রোগের প্রতিষেধক কী, বিবিধ ধরনের রোগীর শুশ্রূষাকারীকে নিজের নিরাপত্তার জন্য কী করতে হয়, রোগীর পরিবারের লোকজনের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক—এ বিষয়ে সেবাকর্মীদের মোটামুটি জানা দরকার। চার্ট, ছবি, মডেল, ব্ল্যাকবোর্ড সাহায্যে বিষয়-ব্যাখ্যান ছাত্রগণ যত্নসহকারে নিজ নিজ ডায়েরীতে লিখে রাখবে। এ ডায়েরী হবে তার সারা বছরের জ্ঞান ও কর্মচর্চার পরিচায়ক। প্রতিদিনকার পাঠে এবং সেবাকর্ম-বিবরণে পরিচালক-শিক্ষকের তারিখসহ স্বাক্ষর থাকবে।

পরীক্ষার সময় প্রতি ছাত্র তার ডায়েরী স্কুলে জমা দেবে ; মৌখিক পরীক্ষায় তার অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় অনুসারে তাকে নম্বর দিতে হবে। যে উত্তম নেতৃত্বের পরিচয় দেবে, তার যোগ্যতা যেন স্বীকৃত হয় তা দেখতে হবে।

সেবাদলকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেবাকর্ম দেখবার সুযোগ দিলে ওরা বুঝতে পারবে বিপন্ন রুগ্‌ণ মানুষ অপরের সেবায় কেমন উপকৃত হয়, কষ্টের মধ্যে স্নেহকরুণ সেবাস্পর্শের জন্য তারা কেমন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। রুগ্‌ণ ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য তারা ফুল বা অন্য উপহার নিয়ে যেতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষে মানুষে প্রীতি সহানুভূতির বন্ধন গড়ে ওঠে। সেবাকর্মীদের আবশ্যিক গুণ : শান্ত স্বভাব, মৃদুভাষণ, হাতের কোমলতা, সহানুভূতিপূর্ণ মনের উদারতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতিতে বিপন্ন মানুষের সেবায় অনুরূপ দল সেবাকার্যে ব্রতী হতে পারে।

(২) **প্রাথমিক চিকিৎসা দল** (First Aid Squad)—সেবাদলের অনুরূপ দল সংগঠন করতে হবে। তাদের ট্রেনিং হবে সেবাদলেরই মত। শারীর শিক্ষক, ব্রতচারী ও স্কাউটমাস্টার ও অসামরিক প্রতিরক্ষা ইউনিটের কর্মীদের সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসার উপযোগিতা, জ্ঞান-প্রস্তুতি ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি শিক্ষা দেওয়া যায়। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই ট্রেনিং দিতে পারলে ভাল হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অবিলম্বে সাহায্য প্রয়োজন, কিন্তু তা জ্ঞানভিত্তিক এবং সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন না হলে কোনই উপকার নেই—ছাত্রদের মনে এই বোধটি স্পষ্ট থাকা চাই।

প্রাথমিক চিকিৎসাদলে প্রতীকচিহ্ন : রেডক্রস চিহ্নযুক্ত ব্যাজ।

সেবাদলের কর্মীদের চেয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দলের কর্মীদের ট্রেনিং অধিক সময় সাপেক্ষ, কারণ এতে নিয়মকানুন এবং ব্যবহারিক দক্ষতা দুই-ই আয়ত্ত করতে হবে। নীচের শ্রেণী থেকে সুরু করে এ ট্রেনিং উপরের শ্রেণীতে নিয়ে সম্পূর্ণ করতে হবে। ফলে ছাত্রদের উপস্থিত-বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস এবং সহযোগিতার মনোভাব পরিপুষ্ট হবে।

শিক্ষার্থীরা ডায়েরীতে আলোচিত বিষয় ও অভিজ্ঞতা লিখে রাখবে। চার্ট, ছবি, ব্ল্যাকবোর্ড, প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জামের পরিচয় ও ব্যবহার-বিধি ছাত্রদের জানতে হবে।

পরীক্ষা—সেবাদলের অনুরূপ পন্থায়।

বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগদানের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা দলকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ (Emergency Ward) পরিদর্শন করাতে পারলে ভাল হয়। সেখানে তারা দেখতে পাবে আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের কীভাবে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক চিকিৎসা দলকে চিকিৎসকের কাজ করতে হবে না, তাদের কর্তব্য আহতকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে

পৌঁছে দেওয়া ; ঐ সময়ের মধ্যে যেটুকু অত্যাবশ্যক তার ব্যবস্থা করা।

সেবাকর্মীর আবশ্যক গুণ : প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও দৈহিক পটুতা।

সরঞ্জাম : ব্যাণ্ডেজ, ব্যাণ্ডেজের উপযোগী কাপড়, স্প্লিণ্ট, স্ট্রেচার, চওড়া ফিতা, ডেটল ইত্যাদিসহ প্রাথমিক চিকিৎসা-বাক্স, চার্ট, মাঝারি-মোটা কার্পাস সূতার দড়ি, সেফ্‌টিপিন।

(৩) **পরিচ্ছন্নতা দল** (**Keep-the-Area-Clean Squad**)—এর সংগঠন উপরি উক্ত দুই দলের মতই, তবে সংখ্যায় বেশি রাখলে অসুবিধা নেই। সংগঠনে প্রতি দলের অধিনেতা, উপনেতা ও কর্মী থাকবে, নেতার নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। স্কুলে ট্রেনিংএর মাধ্যমে কর্মীদের বুঝিয়ে দিতে হবে পরিচ্ছন্নতা কেন প্রয়োজন, এর অভাবে সমাজ-জীবনে এবং ব্যক্তিজীবনে কী কী অসুবিধা হতে পারে, পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে দেহ-মনের কী সম্পর্ক ; সৌন্দর্য ও সুরুচিবোধ শিক্ষিত মনের পরিচায়ক।

পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্বের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ছাত্রের নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই দরকার। নিজের সঙ্গে অপরের কথাও তাকে চিন্তা করতে হবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা-বোধের অভাবের সঙ্গে উদাসীনতা যুক্ত হলে সে ব্যক্তি নিজের এবং অপরেরও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে-সেখানে থুথু কফ ইত্যাদি নিক্ষেপ করা, অকেজো টুকরো জিনিস যত্রতত্র ফেলা একান্তই বদ্ অভ্যাস। এইভাবে বহুজনের পরিত্যক্ত জিনিসে স্থানটি নোংরা ও রোগসংক্রামক-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

জাতিগতভাবে আমাদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদাসীনতার দুর্নাম

আছে। ছাত্রেরা সচেতন হলে এ অভ্যাস দূর করা কঠিন নয়। গান্ধীজী তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় সাফাই-এর সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশ করেছিলেন। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ-রচনা এবং জঞ্জালকে সম্পদে পরিণত করা এই কর্মসূচির অন্তর্গত। ছাত্রেরা অনেক সময় ভুলে যায়, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পালনই সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতা সাধনের উৎকৃষ্ট পন্থা। এর বিপরীত অবস্থা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্রেণীতে প্রতি ছাত্র যদি সামান্য একটু করে কাগজের টুকরো, ট্রামবাসের টিকিট, চকোলেট-লজেঞ্জের লেবেল, পেনসিল কাটার কুচো অংশ শ্রেণীকক্ষে ফেলে, সমগ্রভাবে শ্রেণীর রূপ হবে নোংরা, অথচ ছাত্র হয়ত মনে করে সে নিজে বেশি কিছু তো করেনি! বিদ্যালয় অঙ্গনে, গৃহে, পথে ঘাটে, মাঠে ময়দানে ঐ একই কথা। মানুষ সচেতন, পরিচ্ছন্ন আচরণে অভ্যস্ত হলে সকল স্থানেরই চেহারা পালটে যায়। যেহেতু সকল লোককে একই সময়ে সচেতন করে তোলা সম্ভব নয়, সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য অভিযান চালাতে হবে। এ অভিযানের সুরু স্কুলে, বিস্তার হবে গৃহে এবং বৃহত্তর পরিবেশে।

স্কুলে পরিচ্ছন্নতা-দলের ওপর নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিতে হবে। কর্মীদের দলপতি ও উপদলপতি থাকবে। কাজের পরিচয় রাখতে হবে নিজ নিজ ডায়েরীতে। পরিচালক-শিক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত হবে প্রতিদিনকার কাজ।

পরীক্ষা পদ্ধতি পূর্বের দলগুলির মতই।

প্রতীকচিহ্ন হতে পারে—নীলের ওপর সাদা গোল চিহ্নযুক্ত ব্যাজ।

স্কুলের কোন অবকাশকালে ছাত্রদের দল নিয়ে পূর্বনির্বাচিত এলাকায় পরিচ্ছন্নতার কাজ চালানো যায়। কোথাও বনভোজন বা ভ্রমণ উপলক্ষে গেলে শিক্ষকের পরিচালনায় স্থানীয় লোকেদের সম্মতি নিয়ে পরিচ্ছন্নতা-সেবা কার্য উদ্‌যাপন করা যায়।

সরঞ্জাম ঃ ঝাড়ন, তোয়ালে, ঝাঁটা, কোদাল; ঝুড়ি, ফিনাইল, সাবান ও ঔষধসহ প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স, ঢাকা-দেওয়া ঠেলা গাড়ি ইত্যাদি। ছাত্রেরা এই সব জিনিস কর্মশিক্ষার কার্যসূচিতে কিছু কিছু তৈরি করে নিতে পারে। অনেক বিদ্যালয়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করার ব্যবস্থা নেই। গ্রামের বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা গাছের ডাল, বাঁশ, শুকনো পাতা ইত্যাদি দিয়ে পায়খানা প্রস্রাবাগার তৈরি করতে পারে।

(৪) **'ক্ষুদে-শিক্ষক দল' (Teach-the-Unlettered Squad) :** মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উঁচু ক্লাসের ছেলেরা তাদের চেয়ে কম-জানা ছাত্রদের শেখাতে উৎসাহ বোধ করে। কিন্তু এরূপ পরিবেশ রচনা করা কঠিন। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়ে এবং আবাসিক ছাত্রদের পক্ষে অবসরকালীন সেবাব্রত হিসাবে এর সুযোগ আছে। তবে স্কুলে ছাত্রদের ইউনিটগুলির সঙ্গে আলোচনায় এর উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা উচিত। শিক্ষায় অনগ্রসরতা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। সুষ্ঠু স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সফল করতে শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার হার এবং উন্নত দেশগুলির শিক্ষার হার পাশাপাশি তুলনা করে এদেশের অবস্থা বোঝান যায়।

দেশের সব অঞ্চলের এবং সমাজের সকল স্তরের লোকের সমভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। যারা সুযোগ পেয়েছে তাদের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে অন্যদেরও সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পুরোপুরি সম্ভব না হলেও সহানুভূতি, ভালবাসা ও বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে ছাত্রেরা একাজে ব্রতী হতে পারে।

শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকায়, শ্রমিক-কৃষকদের অঞ্চলে স্বল্পকালীন

শিবির পরিচালন করে এ ব্যাপারে শিক্ষাবোধ জাগিয়ে দেওয়া যায়। 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি'র সহায়তায় ও উদ্যোগে ক্ষুদে-শিক্ষক দল বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুলের অবকাশকালে সেবাব্রতে অংশীদার হতে পারে। এ দলকে সারা বছর কাজের রুটিন-অন্তর্গত রাখা যাবে না। অন্যদলে যুক্ত থাকাকালীন কোন ছাত্র এরূপ সুযোগ এবং অভিজ্ঞতা লাভ করলে তার ডায়েরীতে উল্লেখ থাকবে।

দলগঠন ॥ উপরের শ্রেণীর ছাত্রদেরই প্রধানত গ্রহণ করতে হবে। এ দলে সাধারণত ২০ থেকে ২৫ জন রাখলে ভালো হয়। পরিচালক-শিক্ষক একজন।

অঞ্চল নির্বাচন ॥ স্কুলের কাছাকাছি, যাতায়াতের সুবিধাযুক্ত ছোট অঞ্চল—যার বাসিন্দা সাধারণত শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। এক বছরের কাজের জন্য এরূপ একটি বা দুইটি অঞ্চল বেছে নিয়ে কাজ সুরু করতে হবে।

তথ্যসংগ্রহ ॥ নির্বাচিত অঞ্চল সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে।

তথ্যসংগ্রহের ছক :

(১) পরিবারের কর্তার নাম ও ঠিকানা :

(২) পরিবারের লোকসংখ্যা—তাদের নাম, বয়স ও কর্তার সঙ্গে সম্পর্ক :

(৩) জীবিকা :

(৪) নিরক্ষর ব্যক্তির নাম, বয়স :

(৫) নিরক্ষর ব্যক্তিদের পড়াশোনা শেখার আগ্রহ কেমন :

(৬) কোন্ সময় তাদের পক্ষে শিক্ষাগ্রহণে সুবিধা :

(৭) কোন্ কোন্ জিনিস তাঁরা জানতে চান :

পরিকল্পনা ॥ সংগৃহীত তথ্য ধরে ছাত্রদল ও শিক্ষক পরিকল্পনা করবেন। তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির করতে হবে ঃ

(ক) নির্বাচিত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেখানে সন্ধ্যায় বা দিনের কোন অবসরকালে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা ;

(খ) নির্বাচিত স্থানে যাতায়াতের সুবিধা যে-ছেলেদের আছে তাদের ওপর কাজের ভার অর্পণ ;

(গ) ছাত্রদের পড়াশোনার কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে কখন কীভাবে তাদের এই সমাজসেবার কাজে সুযোগ দেওয়া যায় তা নির্ধারণ ;

(ঘ) শিক্ষাদান কার্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সমাজশিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা।

রূপায়ণ ॥ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিরক্ষর ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ। নির্বাচিত ছাত্র-শিক্ষকগণ এই ছাত্রদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়ে সপ্তাহের বিভিন্ন দিন-গুলিতে শিক্ষাদান করতে পারে। এতে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিরক্ষরদের পাঠদান কাজে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার সঙ্গে পরিচিত থাকতে হবে।

মূল্যায়ন ॥ বছরের শেষে এই শিক্ষাদান কার্য সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে। তাতে নিরক্ষর ছাত্রদের নাম ধাম ও পাঠের অগ্রগতির উল্লেখ থাকবে, যেসব ছাত্র এই শিক্ষাদান কার্যে

অংশগ্রহণ করছে তাদের নাম ও শ্রেণীর উল্লেখ থাকবে। পরিচালক-শিক্ষক এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরের জন্য কার্যক্রম স্থির করবেন।

পরিচালক-শিক্ষক নিজস্ব রিপোর্টে কর্মী-ছাত্রদের সম্বন্ধে মন্তব্যে তাদের আগ্রহ, উৎসাহ, গুণপনা, তৎপরতা ও সময়নিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

সরঞ্জাম : বয়স্ক শিক্ষার উপযোগী চার্ট, পোস্টার, মডেল, পড়ার বই, ইত্যাদি শিক্ষকের পরিচালনায় প্রস্তুত হতে পারে। ছবি সংগ্রহ করা যায়। প্রতিদিনের বা সপ্তাহের 'বাজার দর', 'আবহাওয়ার খবর', 'কৃষি সংবাদ' ইত্যাদি বুলেটিন প্রস্তুত করা যায়।

(৫) **উদ্‌যাপন দল (Observance Group)**—এ দলের প্রধান উদ্দেশ্য হবে সমাজসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কৃতিত্ব স্মরণ মনন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। মানুষই দেশের সম্পদ, মানুষের সাধনায়, ত্যাগে, অন্তরের দীপ্তিতে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে, মানুষের জীবন ও কর্মধারা নতুন নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। এই রকম কল্যাণকৃৎ মানুষের জীবন ও আদর্শ আলোচনা করে পাথেয় সংগ্রহ করা তরুণদের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।

উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের উদ্‌যাপন-দলে নিতে হবে। স্কুলের তিন টার্মে (term) উদ্‌যাপনের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করে কাজে অগ্রসর হতে হবে। দলের সদস্যরা শিক্ষকের পরিচালনায় মিলিত হয়ে কোন্ কোন্ মহামানব, ধর্মনায়ক, সমাজ-সংস্কারক ও মানব-প্রেমিক, দেশপ্রেমিক ব্যক্তির জীবন-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবে, তা স্থির করে নেবে। এই সব উদ্‌যাপন-উৎসবের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের পরস্পর সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হবে; তাদের রচনাশক্তি,

বাগ্মিতা, অভিনয় ও চিত্রাংকন ক্ষমতা; প্রভৃতির মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এমন অনেক নতুন ছাত্রের পক্ষে পুরোভাগে আসার সুযোগ হবে যারা শুধু পাঠ আদান-প্রদান কর্মে শ্রেণীতে পিছনে-বসা নীরব শ্রোতার দলে রয়েছে।

উৎসব অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পেলে ছাত্রেরা উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী ছাত্রদের তালিকা তৈরি করবে যেমন,—যারা গাইতে জানে, যন্ত্রসংগীতে অংশ নিতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, মডেল তৈরি করতে পারে, আবৃত্তি অভিনয় করতে পারে, ভালো লিখতে পারে, বলতে পারে, সংগঠন করতে পারে। ক্রমে এইসব ছোটদলে নতুনদের আবির্ভাব ঘটবে, নতুন শিল্পী আবিষ্কৃত হবে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান কেমন করে উদ্‌যাপন করা যায়, সংক্ষেপে তার আভাস দেওয়া হচ্ছে। এই সব অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক অন্যান্য কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ইস্কুল নিজ পরিকল্পনা মত বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপন করতে পারে; তবে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি ও সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই অনুষ্ঠান পরিচালিত হওয়া উচিত।

বীরপূজা (**Hero Day**):

রক্তপিপাসু যোদ্ধা মাত্রই যে পূজ্যবীর তা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, এই রকম নৃশংস বীরেরা 'রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত-আঁখি শিশুপাঠ্য-কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি'। বীরের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য যাঁরা দেশে বিদেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, স্বাধীনতার জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখবরণ করেছেন।

অনুষ্ঠান-রূপ : নাটক, স্বরচিত নাটক বা নাট্যাংশ, আবৃত্তি, রচনা,

প্রবন্ধপাঠ, চিত্রযোগে জীবনকাহিনীর বিবৃতি, গীতি-আলেখ্য। প্রদর্শনী। কুচকাওয়াজ।

অভিভাবকবৃন্দ, জনসমাজ ও প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানানো চলে, বাইরের বিশেষ গুণিজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় হতে পারে।

জাতীয় সংহতি দিবস (**National Integration Day**) :

বছরে অন্তত একবার এটি অবশ্যপালনীয় উৎসব হওয়া উচিত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের বৈশিষ্ট্য। জলবায়ু, পোশাক পরিচ্ছদ, ভাষা ও খাদ্য ব্যাপারে তারতম্য থাকলেও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য বিরাজিত। একই রূপ শাসনব্যবস্থার ভিতর দিয়ে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় করে দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন তরুণেরা দেখবে, সে স্বপ্নকে সফল করার পথে অগ্রসর হবে—জাতীয় সংহতি দিবসের এই হবে উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনা-রূপ ঃ ছাত্রদের আঁকা বড় ভারতের মানচিত্রে অঙ্গরাজ্য-গুলি সন্নিবিষ্ট হবে বিভিন্ন রঙে ; ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সুন্দর নিসর্গ চিত্র, বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের জীবনযাত্রার ছবি, নরনারীর পুতুল-মডেল, বিভিন্ন ভাষার নামী লেখকের পরিচয়, লোক-সংগীত ও উৎসবের পরিচয়, ভিন্ন রাজ্যের সাধুসন্তের জীবন ও চিত্র, মঠ মন্দির মসজিদ গীর্জার বিবরণ যা সারা ভারতের গৌরবের বস্তু বলে স্বীকৃত ইত্যাদি।

যেখানে সুযোগ আছে সেখানে ভারতীয় অন্য ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকবে। উৎসাহ পেলে ছাত্রেরা অন্য রাজ্যের ভাষা স্বচেষ্টায় কিছুটা আয়ত্ত করতে পারে। যেখানে অন্য প্রদেশের লোকের বসতি আছে সেখানে তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন আবশ্যক। 'ভাষা দিবস' পালন করা যেতে পারে।

লোকবীর ও ধর্মবীর দিবস (Social and Religious Reformers Day) : বীর-দিবসের অনুরূপ অনুষ্ঠান। আলোচ্য জীবন হতে পারে—গৌতমবুদ্ধ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব, নানক, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি।

উপযুক্ত বাণী-সংকলন, জীবন-আলেখ্য ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতের সমাজজীবনে উদারতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উদ্বোধন কীভাবে ঘটেছে তার চিত্র তুলে ধরতে হবে।

উৎসবের উপকরণ ও অংশীদার অন্যান্য উৎসবের মতই।

উপাদান : বিবিধ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। লাইব্রেরীতে জীবনীগ্রন্থের অভাব যেন না থাকে।

বিজ্ঞান দিবস (Science Day) : বর্তমান সভ্য জীবনযাত্রা বিজ্ঞানের কল্যাণকর দান অবলম্বনে পরিচালিত। বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়, বিজ্ঞানের উন্নতির ওপর উন্নততর জীবন অনেকাংশে নির্ভরশীল। ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত উদ্দেশ্য রূপায়ণের ব্যাপারে বিজ্ঞান-দিবস উদ্‌যাপনের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, কারণ পুথির চর্চাকে হাতে-কলমে নিরিখের মধ্যে আনার ব্যবস্থা থাকবে এই প্রদর্শনী উৎসবগুলির মাধ্যমে।

বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগ করে নেওয়া যায় ; যেমন—জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়। ছোট, বড় ও মাঝারিদের বিজ্ঞান-দলকে মাসে অন্তত একটি করে বিজ্ঞান-দিবস উদ্‌যাপনের ভার দেওয়া চলে। বিজ্ঞান-শিক্ষকের সহযোগিতায় এরা বিষয় নির্বাচন ও অনুষ্ঠানে প্রদর্শিতব্য বস্তু সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করবে। ছোটদের উপবিজ্ঞান-দল গঠন করা

যায়—এদের নাম দেওয়া যায়ঃ পতঙ্গ-দল, পক্ষি-দল, ফুল-উদ্ভিদ দল, পত্র-দল, সরীসৃপ দল ইত্যাদি। এদের কাজ হবে নিজ নিজ নির্বাচিত বিষয়ের উপাদান সংগ্রহ করা।

উপাদানঃ কীটপতঙ্গ, ডিম, বাসা, বিবিধপ্রকার পাতা ও ফুল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; পাখির পালক বাসা ও ডিম; ছবি, মডেল, চার্ট ইত্যাদি তৈরি করা।

উদ্‌যাপিতব্য দিবসঃ কীটপতঙ্গ-দিবস, বৃক্ষ-দিবস, পক্ষি-দিবস, ফুল-পত্র দিবস ইত্যাদি।

"কীটপতঙ্গ দিবস" ॥ আলোচ্য বিষয়—কীটপতঙ্গ মানুষের পক্ষে অপকারী ও উপকারী জীব, বাসা নির্মাণকৌশল, খাদ্যসংগ্রহে বৈচিত্র্য, বিচিত্র সমাজজীবন [পিঁপড়ে ও মৌমাছির জীবনকথা সবিস্তার আলোচিত হতে পারে, এদের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী ছোটদের বিস্মিত করবে—এদের সমাজে কর্মী, পুরুষ ও রাণীর ভূমিকা, বিভিন্ন কর্মিদলের ওপর বিভিন্ন কাজের ভার, গৃহনির্মাণ ও মেরামতি, খাদ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয়, গৃহের প্রহরী, রাণীর পরিচারিকাদল, গরু পোষা, ক্রীতদাস রাখা, চুরি ডাকাতি, অপর দলের সঙ্গে লড়াই প্রভৃতি উপকথার মত শোনায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য]।

উপকরণঃ প্রজাপতি ধরার মিহি জাল, সংরক্ষণের জন্য কাচের শিশি বোতল, কাচের বাক্স, অনুবীক্ষণ যন্ত্র।

সহায়ক গ্রন্থঃ (১) কীটপতঙ্গ—জগদানন্দ রায়

(২ Social Life among the Insects—
W. M. Wheeler

(৩) Ants—W. M. Wheeler

(৪) The Humble Bee—F. W. Sladen

(৫) মৌমাছি পালন সংক্রান্ত বই—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

(৬) বাংলার মাকড়সা—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
(৭) Encounter with Animals
—Gerald Durrell (Penguin Book)

"বৃক্ষ দিবস" ॥ বৃক্ষের শ্রেণীবিভাগ, ফলদায়ী ফুলদায়ী, নরম মজ্জা, শক্তমজ্জা, শোভন বৃক্ষ, মানব-কল্যাণে বৃক্ষ—আসবাব, গৃহের উপকরণ, জ্বালানি, বিবিধ ঔষধ ও রঞ্জক পদার্থ, কাগজ রেয়ন ইত্যাদির উপকরণ, বায়ু বিশুদ্ধ রাখতে বৃক্ষের অবদান, ভূমিক্ষয় নিবারণে ও বৃষ্টিপাতে অরণ্যের উপযোগিতা, জীবজন্তুর আবাস, প্রকৃতির শোভা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হতে পারে। আলোচনায় বৃক্ষ-পরিচিতি ও বৃক্ষ-প্রশস্তি স্থান পাবে। বৃক্ষ-রোপণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ : (১) Our Trees—R. P. N. Sinha
(Publications Div. Govt. of India)
(২) বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের বই—বিশ্বভারতী
(৩) জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার—ঐ
(৪) অব্যক্ত—জগদীশচন্দ্র বসু।

"পক্ষি-দিবস" ॥ আলোচ্য বিষয় : পাখির শ্রেণীবিভাগ, পাখির খাদ্য, বাসানির্মাণে বৈচিত্র্য, দেহের গড়নে ও রঙে বৈচিত্র্য, সমাজ-জীবন, মানুষের পক্ষে উপকারিতা, নিশাচর পাখি, দেশভ্রমণকারী পাখি, পালকের কৌশল, শিকারী পাখি, কথা-বলা পাখি।

উপকরণ : ছবি, ডিম, বাসা, পালক, বাইনোকুলার।

কলিকাতা যাদুঘরের পাখিবিভাগে ছাত্রদের নিয়ে গেলে কৌতূহল জ্ঞান ও আনন্দের সমাবেশ ঘটবে। শীতকালে কলিকাতা চিড়িয়াখানার ঝিলে বিদেশী পাখিদের তীর্থভ্রমণ দেখবার মত।

সহায়ক গ্রন্থ : (১) বাঙলার পাখি—জগদানন্দ রায়
(২) পাখির পরিচয়—নারায়ণচন্দ্র চন্দ
(বাক্ সাহিত্য, কলিকাতা)
(৩) A Book of Indian Birds—Salim Ali
(৪) Sixty Indian Birds—Govt. of India Publication
(৫) চিত্রগ্রীব—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়।

অনুরূপভাবে অন্যান্য দলের কর্মকে কেন্দ্র করে দিবস উদ্‌যাপন করা যায়। বিজ্ঞান-শিক্ষককে এ বিষয়ে উৎসাহী উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

৪.২ শিক্ষা-শিবির

শিক্ষা-শিবিরের মাধ্যমে সমাজসেবার সঙ্গে ছাত্রদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটানো যায়। এই শিবিরে একই সঙ্গে কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, সমাজসেবার অভিজ্ঞতা দেওয়া যায়, পাঠক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করা যায়। আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে তা দেশের উন্নতি ও সুস্থ সমাজজীবনের পক্ষে কল্যাণকর নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে গিয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে হবে। এখানে একটি বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। শিক্ষিতেরা কখনই যেন সমাজে পিছিয়ে-পড়া লোকের প্রতি অবজ্ঞা বা অনুকম্পার ভাব না দেখান। সহজ স্বাভাবিকভাবে, আপনজন হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

৪.২১ শিবির সংগঠন ॥ ইস্কুল থেকে দূরে কোন পূর্বনির্বাচিত অঞ্চলে অল্প কয়েকদিনের জন্যও শিবির স্থাপন করে সেই অঞ্চলের

লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও সহযোগিতামূলক কাজ করা যায়। স্থানীয় স্কুলগৃহ অস্থায়ী শিবিরে পরিণত হতে পারে। উপরের শ্রেণীর ছাত্র দলে থাকলেই ভালো। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বা কোন বড় ছুটির সময়ে এই শিবির সংগঠন করা যেতে পারে।

কর্মসূচি ঃ অঞ্চল বা তার কোন নির্বাচিত স্থান পরিচ্ছন্ন করা
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত স্থাপন
খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন আলোচনা ও প্রচার
রোগের বিরুদ্ধে প্রচার
সার তৈরির নিয়ম ও প্রয়োগকৌশল প্রদর্শন
জাতীয়তাবোধ জাগানো
সাংস্কৃতিক ও বিনোদনের কাজ
যুব সংগঠন
বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষাসূচি গ্রহণ
শ্রমদান
সমীক্ষা (Survey)।

শিবিরকর্মী ছাত্রেরা স্থানীয় ছাত্র ও তরুণদের সহযোগিতা লাভ করতে পারলে এ কাজে সাফল্য নিশ্চিত। শিবির-কর্মীদের মধ্যে এমন ছাত্র থাকা দরকার, উপরে উল্লেখিত কর্মসূচি রূপায়ণে যাদের দক্ষতা আছে। এ দক্ষতা শুধু বিষয়গত নৈপুণ্যে নয়—সমাজসেবার মানসিকতায়ও প্রয়োজন।

সকালে প্রার্থনা, শিবির সাফাই, শরীরচর্চা, শ্রমদান ও সমীক্ষা, অপরাহ্ণে আলোচনা সভা ও খেলাধুলা, সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও বিনোদনের অনুষ্ঠান—শিবিরের দৈনিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিবির-জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে।

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

বিদ্যালয়-কার্যক্রম

[SCHOOL PERFORMANCES]

শুধু পুথিনির্ভর শিক্ষার একঘেয়েমি দূর করার জন্য এবং অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কৌশল শেখার জন্য হাতের কাজ যে একান্তই আবশ্যক তা শিক্ষাবিজ্ঞানীমাত্রেই জানেন। অনেক ভালো স্কুলে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদের বিবিধ কাজে নিপুণতা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। নতুন পাঠ্যক্রমে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করে ছাত্রদের পক্ষে একাজ আবশ্যক করার উদ্দেশ্য হল, এর গুরুত্ব স্বীকার এবং অল্পসংখ্যক ছাত্র সক্রিয় অন্যেরা নিক্রিয় দর্শক না থেকে সকলেই যাতে কোন-না-কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় তার ব্যবস্থা করা।

যে বিষয়গুলি কাজের তালিকায় ধরা হয়েছে তা প্রায় সবই পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এগুলিকে পাঠ্যবিষয়ের ব্যবহারিক দিক হিসাবে সঙ্গতিবদ্ধ করে নেওয়া চলে। তাহলে কাজগুলোকে বিচ্ছিন্ন কর্ম বলে মনে হবে না, স্কুলের সার্বিক পরিচালন ও কর্মকাণ্ডের সংহত রূপ বলে মনে হবে। তাই পাঠ্যক্রমে উল্লেখিত স্কুলকর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলি ক্রমানুসারে আলোচনার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রধান বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হচ্ছে।

বিদ্যাভবন

সুন্দর জিনিসের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ। সজ্জিত পরিচ্ছন্ন জিনিসের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মমতা। বিদ্যাভবন

তাই মন্দিরের মত পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, বিবিধ দ্রব্যে শোভিত হলে ছাত্রদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি মমতা ও গর্ববোধ গড়ে ওঠে। সাজসজ্জার জন্য খুব মূল্যবান দ্রব্যের আবশ্যক হয় না, সামান্য জিনিস সুন্দর করে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলে তাতে শ্রী ফুটে ওঠে। ঐ সঙ্গে যদি কল্পনা ও শিল্পীমনের ছোঁয়াচ থাকে তবে তা আনন্দদায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

১.০ স্কুলসজ্জা

(ক) স্কুলের প্রবেশপথটি পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। যেখানে নোটিশবোর্ড রাখা হয় বা যেখানে ছাত্র-অভিভাবকদের দৃষ্টি পড়ে এমন স্থানে স্কুলের ছবি ও নক্সা রাখলে ভিতরে ঢুকবার আগেই অভ্যন্তরের পরিচয় পাওয়া যাবে। ছেলেদের নিজেদের আঁকা সুন্দর নক্সা দেখে আগন্তুক প্রথমেই যেন খুশি হতে পারে, এমন হওয়া চাই। বাগান, খেলার মাঠ, ছোটদের খেলাধুলার জন্য মই, দোলনা, সড়সড়ি প্রভৃতি থাকলে তার অবস্থানও দেখাতে হবে। সুদৃশ্য ফ্রেমে সন্নিবেশ করে রাখলে একদিকে যেমন সজ্জার অঙ্গ হবে অন্যদিকে ছোটদের কাছে সমগ্র বিদ্যালয়টির চিত্রাভাস পরিস্ফুট হবে।

ছাত্র ও অঙ্কনশিক্ষকের ওপর এর দায়িত্ব।

(খ) প্রতিষ্ঠাতা বা বিদ্যালয়ের পরম হিতৈষীর নাম যদি স্কুলের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাঁর ছবি দৃষ্টি-আকর্ষক স্থানে স্থাপিত হওয়া উচিত।

(গ) স্কুল-পোশাক ও আদর্শ॥ স্কুলপোশাক পরিহিত ছাত্রের ছবি ও স্কুলের আদর্শ বা মটো সুন্দর করে লিখে নোটিশবোর্ডের কাছে রাখা যায়।

(ঘ) প্রাক্তন কৃতী ছাত্রের ছবি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ রাখলে ছাত্রদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়।

(ঙ) সম্মান ফলক (Merit Board)॥ পরীক্ষায় ও অন্য স্কুলকাজে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ছাত্রদের নাম, সন ও বিবরণসহ উল্লেখ ছাত্রদের উৎসাহদায়ক হয়।

(চ) স্কুলের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের ফটোগ্রাফ বোর্ডে সাজিয়ে দিয়ে স্কুলের প্রাণচঞ্চলতার পরিচয় তুলে ধরা যায়।

(ছ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক, কবি, দার্শনিক প্রভৃতির ছবি, দেশবিদেশের নিসর্গশোভার দৃশ্যপট, ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি ও বস্তুর চিত্র দিয়ে শ্রেণীকক্ষ, অলিন্দ, পাঠকক্ষ শোভিত করা যায়।

(জ) ফার্ন, থুজা-জুনিপ্রাস ঝাউ, এরেকা পাম, অরোকেরিয়া কুকি, অ্যাসপারাগাছ, ক্রোটন প্রভৃতি বাহারী গাছের টব দিয়ে সিঁড়ির ধার, বারান্দা প্রভৃতি সাজানো যায়। এদের যত্ন পরিচর্যার ভার ছাত্রদলই নেবে।

স্কুলসজ্জার দুইটি দল করা যায়। প্রতি শ্রেণীর জন্য একটি করে দল; তাদের কাজ শ্রেণীকক্ষ সুদৃশ্য করে রাখা। অন্য দলের ওপর ভার থাকবে সমগ্র স্কুলের। এদলে সকল শ্রেণীরই দু'একটি করে ছাত্রকে স্থান দিতে হবে।

২.০ স্কুল-পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্নতা দলের সংগঠন, কার্যকলাপ, উপকরণ সম্বন্ধে পূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে এক্ষেত্রেও তাই। নতুন করে দল গঠন করে তাদের সজ্জা-দলের মত দুইটি প্রধান দলে ভাগ করে দিতে হবে। একদল নিজ নিজ শ্রেণীর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করবে, অন্য দল দায়িত্ব নেবে সমগ্র স্কুলের। সমাজসেবার জন্য যখন বাইরে দলবদ্ধ-ভাবে পরিচ্ছন্নতা-কর্মের পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হবে তখন এদের সঙ্গে অন্যদেরও দলভুক্ত করা চলবে।

পরিচ্ছন্নতা-দলের গুরুত্ব অত্যধিক, এদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও কর্মক্ষমতার ওপরই স্কুলপরিবেশের শুচিতা নির্ভর করবে। দেওয়াল, আসবাব, দরজা-জানালা, বাথরুম অকারণ চক পেনসিলের হিজিবিজি অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, পানীয় জলের আধার ও ক্ষেত্র পরিচ্ছন্ন রাখা ; বারান্দা, শ্রেণীকক্ষ, গৃহকোণ, সিঁড়ি, খেলার মাঠ ঝকঝকে পরিষ্কার রাখা যেমন কঠিন, সমবেত চেষ্টায় ও উদ্যমে তেমনি সহজ। এর ফল প্রত্যক্ষ ও নয়নসুখকর।

স্কুলের পরিচ্ছন্নতা কাজে নিযুক্ত ঝাড়ুদার বা অন্য কোন কর্মচারী থাকলেও ছাত্রদের একাজে উদ্যম ও নিষ্ঠা দেখাতে হবে ; এর মাধ্যমে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে এবং উঁচুকাজ-নীচুকাজ-বোধ দূর হবে। গান্ধীজী নিজে নিয়মিত পায়খানা পরিষ্কার রাখার কাজ করে অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

৩.০ চার্ট মডেল ইত্যাদি তৈরি

ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ। বইতে যে ছবি বা সময়রেখার উল্লেখ আছে তা ছাড়াও আকর্ষণীয় শিক্ষা-প্রদ জিনিস তৈরি করা যায়। প্রতি শ্রেণীকেই শিক্ষণীয় বিষয়কে নিজেদের তৈরি করা বিবিধ জিনিস দিয়ে পরিস্ফুট করতে উৎসাহ দিতে হবে। বিষয়শিক্ষক ও শিল্পশিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিষয় নির্বাচন করবেন এবং ছোট ছোট দলের ওপর ভার দেবেন।

পরিকল্পনা॥ স্কুলের ত্রৈমাসিক টার্মে যতখানি পাঠ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তা নির্ধারণ করে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় চার্ট, মডেল, চিত্র, সময়রেখা নির্বাচন করতে হবে। ভারতের বিখ্যাত দুর্গ, মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ, ঐতিহাসিক স্তম্ভ, শিলালিপি প্রভৃতির ছবি ও মডেল তৈরি করা যায়।

কাজ-বণ্টন॥ নির্বাচিত কাজ ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। ছাত্রদের স্বাভাবিক পটুতা ও ঝোঁক একাজে পুরোপুরি ব্যবহার করা যায়।

উপকরণ॥ পুরু কাগজ, রঙ, তুলি, কাগজমণ্ড, আঠা ইত্যাদি।

সহায়ক পুস্তক॥ (১) ঐতিহাসিক মানচিত্র

(২) Chart showing progress of civilisation—Orient Longmans

(৩) The Readers' Digest Great World Atlas

(৪) An Historical Atlas of the Indian Peninsula—C. Collin Davies (Oxford University Press)

৪.০ **আবহাওয়ার খবর (Weather Bulletin)**

আবহাওয়ার সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনকার সম্পর্ক। প্রতিদিন কাজের ভিতর দিয়ে আবহাওয়ার বিবরণ ও ঋতু পরিবর্তনের ধীর-গতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানো যায়। এর ফলে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও মেঘ বৃষ্টি, ঝড় কুয়াশা, শীত গ্রীষ্মের আগমন-প্রস্থানের প্রতি তাদের কৌতূহল জাগ্রত হবে।

রূপায়ণ॥ চার্ট ও চিত্রের মাধ্যমে প্রতিদিনের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ু-প্রবাহের দিক ও গতিবেগ, আকাশের অবস্থা ইত্যাদি বুঝানো যায়। বিভিন্ন অবস্থা বুঝানোর জন্য প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করলে চার্ট সুন্দর ও সহজবোধ্য হবে।

বিভিন্ন অবস্থা—রোদ

মেঘে ঢাকা আকাশ

বৃষ্টি

শিলাবৃষ্টি

বিদ্যুৎ চমক

ঝড়

নির্মল রাত্রির আকাশ

তাপমাত্রা—তাপমাপক যন্ত্র থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে জেনে নিতে হবে ;

বৃষ্টিপাত— বৃষ্টিমাপক যন্ত্র থেকে প্রতিদিন (অবশ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হলে) মেপে নিতে হবে ;

বায়ুর গতি—স্কুলে হাওয়া-নিশান কোন উচ্চ স্থানে স্থাপন করে তা দেখে নিরূপণ করতে হবে।

এসব কাজের ভার ছোট ছোট দলের ওপর থাকবে। তারা আবহাওয়া-বইতে তারিখ অনুযায়ী অবস্থা লিখে রাখবে। এক দলের ওপর ভার থাকবে সংগৃহীত তথ্য অবলম্বন করে চিত্রে সন্নিবেশ করা। তিন মাস পর পর দল পালটিয়ে দেওয়া যায়।

সুযোগ থাকলে আলিপুর আবহাওয়া অফিসে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া চলে। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে, বেলুনের সাহায্যে কীভাবে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য জানা যায় তা দেখে প্রকৃতির এই নিত্য-পরিবর্তনশীল দিকটির প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

উপকরণ—পুরু কাগজ, রঙ, তুলি, হাওয়া-নিশান, বৃষ্টিমাপক যন্ত্র (Raingauge), ব্যারোমিটার বা অন্য তাপমাপক যন্ত্র।

৪.১ সমাচার দর্পণ

প্রধান প্রধান সংবাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বোর্ডে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে স্কুলগৃহের এমন স্থানে রাখা দরকার যেখানে সকলের দৃষ্টি পড়ে। বোর্ডটির নাম দেওয়া যেতে পারে সমাচার দর্পণ, সংবাদ বিচিত্রা, আজকের খবর, সংবাদ বা এই ধরনের অন্য কিছু। সংবাদ-গুলি কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে সাজিয়ে দিলে ভাল হয়, যেমন—দেশের খবর, খেলাধুলা, বিদেশের খবর, বিদ্যালয়ের খবর, বিশেষ খবর ইত্যাদি।

একজন বা একাধিক শিক্ষকের পরিচালনায় কয়েকটি ছাত্র নিয়ে গঠিত 'সংবাদ দল' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত খবর ছোট আকারে লিখে পরিচালক-শিক্ষককে দেখিয়ে নিয়ে বোর্ডে লিখবে। সংবাদ পরিবেষণে চমৎকারিত্ব থাকলে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সংবাদ নির্বাচনে ও প্রকাশে যেন বিষয়টিকে লঘু করে না ফেলা হয়।

৫.০ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ (Nature Study)

বিজ্ঞান শিক্ষার সার্থকতা তখনি যখন ছাত্রগণ কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হয়ে সজাগ মন নিয়ে নিজের পরিবেশে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। প্রকৃতির রাজ্যে বিস্ময় উৎপাদনের মত বস্তুর অভাব নেই। সেদিকে ছোটদের আকৃষ্ট করতে পারলে তারা যেমন অজানা রহস্যময় জগতের সন্ধান পাবে, তেমনি ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথের চাবিকাঠি দেওয়া হবে তাদের হাতে। কীটপতঙ্গ গাছপালা পাখি ব্যাঙ টিকটিকি ইঁদুর খরগোস—এদের সঙ্গে সকলেরই মোটামুটি পরিচয় আছে কিন্তু এদের রহস্য অনেকেরই জানা নেই। মাকড়সা কী খায়? কেমন করে খাবার ধরে? কেমন করে

বাসা বা জাল বোনে? ডিম রাখে কোথায়? একটু অনুসন্ধান করলে এদের জীবনের অনেক কাহিনী জানা যায়। তেমনি, পিঁপড়ে কোথায় থাকে? ওদের নিজেদের মধ্যে এবং অপর দলের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন? কত রকমের গাছপালা আমাদের চোখে পড়ে; এদের পাতা, ফুল, গন্ধ এসবের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকলে প্রকৃতিকে চেনা মনে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য ছাত্রদের প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতির বিবিধ জিনিস সংগ্রহ করে যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে হবে। শুধু এলোমেলো বা যে কোন জিনিস সংগ্রহেই বিজ্ঞানের সার্থকতা হবে না। বিদ্যার্থীকে পর্যবেক্ষণ করে জানতে হবে—কী, কেন, কেমন করে, এইসব তথ্য। তবেই সংগৃহীত দ্রব্যের যথার্থ মূল্য।

ছাত্রদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও সংগ্রহের কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে। ছাত্রেরা নিজ নিজ পরিবেশে প্রকৃতির রাজ্যে কৌতূহল-জাগানো যা দেখবে তার বিবরণ লিখে রাখবে এবং বিজ্ঞান-আলোচনা সভায় তা পড়ে শোনাবে, তার সংগৃহীত দ্রব্য দেখাবে, সেগুলো স্কুলের বিজ্ঞানঘরে (Science Corner) জমা দেবে।

কী কী সংগ্রহ করা চলে—(ক) বিভিন্ন প্রকার পাতা, ফুল, মুকুল; ব্লটিং পেপারের ভিতর চাপা দিয়ে রেখে এগুলো শুকিয়ে নিয়ে 'প্রকৃতির বই'-এ সুন্দর করে লাগিয়ে রাখা যায়। জিনিসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা থাকা আবশ্যক।

(খ) পাখির পালক—বিভিন্ন রঙের, আকৃতির, বিভিন্ন পাখির। পালক কয় প্রকার? কী নাম? কী উপযোগিতা? সাধারণত একটা পাখির দেহে কয়টি পালক থাকে? সম্ভব হলে চড়ুই, পায়রা, মুরগী বা অন্য পাখির সব কয়টি পালক গুনে দেখালে ছাত্রেরা বাস্তব জ্ঞান

লাভ করবে। একজনের পক্ষে একাজ কঠিন মনে হতে পারে; কয়েকটি ছাত্রকে ভার দিয়ে একত্র বসিয়ে একাজ করানো চলে। [একটি চড়ুই-এর দেহ-পালকের সংখ্যাই প্রায় ৩,৫০০টি। এছাড়া আছে পাখার পালক, লেজের পালক, মিহি কেশর পালক।] অনুবীক্ষণযন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখালে পাখার গঠনকৌশল ও নক্সা ছাত্রদের বিস্মিত করবে। অনুরূপ ভাবে পাখির ডিম সংগ্রহ করা যায়। একদিকে সামান্য ফুটো করে ভিতরকার অংশ বের করে দিতে হবে, নইলে ডিম পচে যাবে।

কোথায় পাওয়া গেল, কোন্ পাখির, কোন্ তারিখে সংগৃহীত, বাসা কেমন ইত্যাদি বিবরণ লিখে রাখতে হবে। সুযোগ থাকলে কোন কোন ছাত্র কোন এক প্রকার পাখির জীবনযাত্রা নিয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের কাজ করতে পারে। এদের বিবরণ অন্য ছাত্রদের কাছে পড়ে শোনালে তারা আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করবে।

সমাজসেবা খণ্ডে "বিজ্ঞান দিবস" প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৬.০ কমনরুম ও পাঠচক্র

শিক্ষক মাত্রেরই অভিজ্ঞতা আছে যে, পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে অ-পাঠ্যপুস্তক পাঠের দিকেই ছাত্রদের ঝোঁক বেশি। তার কারণ, এখানে তারা স্বাধীনতার আস্বাদ পায়, পাঠকে লঘুভার মনে করে, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের নীলাকাশে বিহারের মত সহজ আনন্দের দোলা লাগে তাদের চিত্তে। এই আনন্দকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই লাভ। জ্ঞান যে আত্মচেষ্টানির্ভর এবং মৌমাছির মধু সঞ্চয়ের মত বিন্দু বিন্দু সংগ্রহের ফলেই মধুকোষ পূর্ণ হয় তা বিদ্যার্থীরা বুঝতে পারবে। মধুপানরত ভ্রমরের মতই তাদের অকারণ গুঞ্জন অনেক কমে যাবে। শিক্ষার্থী যদি শিক্ষার

জন্য উন্মুখ হয়, শিক্ষকের পরিশ্রম ক্লান্তিকর হয় না। অনুরাগী, উৎসুক ছাত্রদলের উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি শিক্ষকের মনে মৃত সঞ্জীবনীর মত কাজ করে। কমনরুম ও পাঠচক্রের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।

কমনরুমের জন্য প্রয়োজন আসবাবসহ রুম, পুস্তক পত্রপত্রিকা, পরিচালনার লোক। অল্পসংখ্যক স্কুল বাদ দিলে বেশির ভাগেরই হয়ত উপযুক্ত আয়তনের পাঠকক্ষ নেই যেখানে দুইটি শ্রেণীর ছাত্র একত্র বসে পড়াশোনা করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক রুটিনে নির্দেশ করে শ্রেণীকক্ষকেই পাঠকক্ষে পরিণত করা যায়। নির্দিষ্ট শ্রেণী ও পিরিয়ডের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক, বিবিধ মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকা, ছবির বই, ধাঁধাঁর বই, খেলাধুলা বিষয়ক বই প্রভৃতি পূর্বেই লাইব্রেরিতে গোছানো থাকবে। কমনরুম ও পাঠকক্ষের সংগঠক দুই-তিন জন ছাত্র লাইব্রেরির খাতায় স্বাক্ষর করে তা নিয়ে আসবে এবং আবার সেগুলো ঠিকভাবে সাজিয়ে ফেরৎ দেবে।

ছাত্রেরা কী পড়ল বা কী বিষয় জানতে পেল, তাদের ডায়েরীতে তারিখ ও পিরিয়ড উল্লেখ করে তা লিখে রাখবে। মাঝে মাঝে পরিচালক-শিক্ষক ডায়েরী পরীক্ষা করে ছাত্রদের লেখা মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করলে তারা বুঝতে পারবে শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে সকলের ওপরেই।

৬.১ কমনরুম ও পাঠচক্রের আকর

প্রদীপে তেল এবং সলতে না থাকলে যেমন কেবল দেশলাই কাঠি দিয়ে আলো জ্বালিয়ে রাখা যায় না, তেমনি লাইব্রেরি থেকে পুস্তকের সরবরাহ না পেলে কমনরুম ও পাঠচক্রের কাজকর্ম চলতে পারে না। প্রতি স্কুলে তাই ছাত্রদের উপযোগী লাইব্রেরি গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক।

লাইব্রেরির জন্য পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় করার সময় দেখা দরকার ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল জাগানো ও মেটানোর মত বিষয়বস্তুর সমাবেশ যেন ঘটানো হয়। ছাত্রদের মান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বই পৃথক আলমারিতে রাখতে হবে, কোন বিশেষ ছাত্র মানসিক অগ্রগতির পরিচয় দিলে তাকে তার পক্ষে উপযুক্ত বই অবশ্যই দিতে হবে। কয়েকটি বিভাগ স্থির করে তা সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে বই কিনতে থাকলে সুবিধা হয়। বিভাগগুলি মোটামুটি এই রকম :—

প্রকৃতি : (ক) গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, নদনদী, পাহাড়পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, সামুদ্রিক জীব, মরুভূমি, মরুঅঞ্চলের জীবজন্তু। (খ) প্রকৃতির বিস্ময়—অগ্নিগিরি, ভূমিকম্প, ধূমকেতু, উল্কাপাত। (গ) মহাকাশ—গ্রহনক্ষত্র, সৌরজগৎ। (ঘ) এই পৃথিবী—খনিজ, জীবাশ্ম।

মানুষ : (ক) মানবসভ্যতার কথা, মানুষের আবিষ্কার, মানুষের দুর্গমস্থানে অভিযান। (খ) ভ্রমণ কাহিনী। (গ) জীবনচরিত। (ঘ) গল্প। (ঙ) ছাত্রদের উপযোগী উপন্যাস, বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস, (এইচ. জি. ওয়েলস, জুল ভার্নে প্রভৃতির ওই ধরনের গ্রন্থ)। (চ) ঐতিহাসিক গল্প। (ছ) নাটক। (জ) কবিতার বই। (ঝ) ছবির বই।

দেশ—(ক) ভারতের রাজ্যসমূহ। (খ) ভারতের নদনদী। (গ) হিমালয়। (ঘ) তীর্থ ও মন্দির। (ঙ) ভারতের মানুষ। (চ) ভারত মহাসাগর। (ছ) আমাদের নৌশক্তি। (জ) স্থলবাহিনী। (ঝ) বিমান বাহিনী। (ঞ) দেশের অগ্রগতি। (ট) পুরাতত্ত্ব।

৬.২ পাঠচক্রের অধিবেশন

মাসে একদিন পাঠচক্রের অধিবেশন করা যায়। শ্রেণীভিত্তিতে

ঠিত পাঠচক্রের পরিচালনার কিছু দায়িত্ব থাকবে উৎসাহী ছাত্রদের ওপর, কেন্দ্র-পরিচালক হবেন শিক্ষক। চক্রের সম্মতিক্রমে কয়েকটি বিষয় নির্ধারণ করে সে সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ বা রম্যরচনা পাঠ করবে বিভিন্ন ছাত্র। সীমিত পরিসরের রচনা হলে পাঠচক্রের অধিবেশনে তা লেখক নিজে পাঠ করে শোনাতে পারবে। রচনা তৈরির জন্য উপাদান কোন্ কোন্ বই থেকে নেওয়া যেতে পারে, শিক্ষক তা জানিয়ে দিলে ছাত্রদের সুবিধা হবে। তারা এইভাবে স্বচেষ্টায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার তথ্য সংগ্রহ করতে শিখবে। উত্তম রচনাগুলি দেওয়াল-পত্রিকায় স্থান পেতে পারে। অতি-উত্তম রচনালেখকের নাম ঘোষণা করলে অন্য সকলের মধ্যেই উৎসাহের সঞ্চার হবে। নির্বাচিত রচনা স্কুল-পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.৩ বার্ষিক উৎসব-অধিবেশন

অনেকের হাতেই কলম থাকে কিন্তু চালাতে পারে কম লোক। তরবারি চালানোর চেয়ে কলম চালানো কঠিন। যে ভাল লিখতে পারে ছাত্রদের তার প্রতি স্বাভাবিক প্রশংসার ভাব থাকে। এজন্য প্রায় সব ছাত্রেরই মনে মনে লেখক হবার বাসনা থাকে কিন্তু সে-বাসনাকে কীভাবে রূপ দেওয়া যায় তা অনেকেই জানে না, আর এজন্য যেমন নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দরকার তার ধারণা আছে খুব কম ছাত্রেরই। কাহিনীর মূর্খ-কালিদাস সরস্বতীর বরে রাতারাতি কবি-কালিদাসে পরিণত হয়েছিল ; কিন্তু বাস্তবে সরস্বতীর বরলাভ সহজ উপায়ে ঘটে না। পাঠচক্র পরিচালনার ভিতর দিয়ে হয়ত ভাবী কবি সাহিত্যিক দার্শনিকের হাতেখড়ির কাজ অজ্ঞাতসারেই হয়ে যেতে পারে।

পাঠচক্রের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান করা যায় বছরে একবার বার্ষিক অধিবেশনকে উৎসবের মেজাজে ও পোশাকে সাজিয়ে। সুন্দর-করে-

সাজানো কক্ষে বা প্রাঙ্গণে বাইরের কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে আহ্বান করে এনে ছাত্রদের পাঠচক্র ও রচনাচক্রের পরিচয় দেওয়া, উৎসাহী ছাত্রদের সম্মানিত করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য হবে। এটিকে কতকটা জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত ছাত্র সংবর্ধনার রূপ দেওয়া যায়।

৭.০ নাটক, বিতর্ক, বক্তৃতাসভা ইত্যাদি

৭.১ নাটক

নাটকের প্রতি ছোটদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। সে নিজে যা নয় তা সাজতে তার মজা লাগে। কল্পনার রাজ্যে নিজেকে হারিয়ে-ফেলার আনন্দ তার মনকে টানে। তাই দেখা যায়, শ্রেণীতে পড়ানোর সময় বিষয়বস্তু যখন ছাত্রদের মন সমানে ধরে রাখতে পারছে না, তখন সেই বিষয়টিকেই নাটকের আঙ্গিকে উপস্থাপন করলে শ্রেণীকক্ষ জীবন্ত হয়ে ওঠে। এর আর একটি সুফল, বিষয়টি শুধু 'অভিনেতাদের' মনেই নয়, অপর ছাত্র-শ্রোতাদের মনেও স্পষ্ট রেখাপাত করে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, ইতিহাস ভূগোল বাংলা ইংরেজীর রচনাংশ নাট্যরূপে সঞ্জীবিত হতে পারে। প্রতিদিনকার পাঠ-অন্তর্ভুক্ত অভিনয়ের জন্য ভিন্ন পোশাকের প্রয়োজন নেই, কথা ও অভিব্যক্তিই এখানে প্রধান ধরে নিতে হবে। ইতিহাস-খ্যাত পুরুষ ও মহামানবের জীবনের ছোটখাট ঘটনাকে নাট্যরূপ দিলে তা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জীবনী অবলম্বনে নাটকের অংশ নির্বাচন করা যায় অথবা ঘটনাকে নাটকরূপে লিখে নেওয়া যায়। শিক্ষককে এ বিষয়ে উৎসাহী হতে হবে।

বহুবিধ উপাদানের মধ্যে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে :

সংসারত্যাগের সময় গৌতমের ছন্দকের নিকট বিদায় গ্রহণ দৃশ্য ; জাতকের গল্প অবলম্বনে কাহিনীর দৃশ্য ; আলেকজান্দার ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাক্ষাৎকার ; আলেকজান্দার ও পুরুর কাহিনী ; ডাকাতের কবলে হিউ-এন সাঙ ; শিবাজী ও গুরু রামদাস ; আকবরের দীন-এলাহী ধর্মসভা ; চৈতন্য ও রূপ সনাতন ; প্রতাপাদিত্যের নিকট মানসিংহের লৌহ শৃংখল ও তরবারি পাঠানোর দৃশ্য ; সিরাজউদ্দৌলার জীবনকাহিনী ; ডেভিড হেয়ার, রামমোহনের হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে আলোচনা ; 'কুলী' বিদ্যাসাগর ও নব্যবাবু ; ট্রেনের কামরায় আশুতোষ ও জনৈক ইংরেজ ; বিদেশের বিজ্ঞানী সমাবেশে জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কার-ব্যাখ্যান ; বিবেকানন্দ ও খেতড়ির মহারাজা ; নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতিগণ ; দিল্লী লালকেল্লায় আই. এন. এ.-র বিচার ; আলিপুর বোমার মামলায় ব্যারিস্টার দেশবন্ধুর ভাষণ ; হরিজন পল্লীতে গান্ধীজী।

ছোটদের পাঠ্য থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কেও নাটকের গরূপে হৃদয়গ্রাহী করা যায়। পিঁপড়ে, মৌমাছি, বোলতা, মাকড়সা, সাপ, ব্যাঙ, মাছ, গাছপালা, পাখি—এদের সভা, আত্মপ্রাধান্য প্রচার, কলহ, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে রূপক-নাটক রচনা করে ছোটদের দিয়ে অভিনয় করালে এদের কথা যেমন মনে থাকবে তেমনি প্রকৃতির মধ্যে জীবননাট্য কেমন সুশৃংখলভাবে চলেছে সেদিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

গালিভার, রবিনসন ক্রুসো, সুইসফ্যামিলি, ডট, প্রভৃতি ছোটদের চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও রূপকথার কিছু কিছু অংশ নাটক করতে দিলে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মিলবে।

আমরা এতক্ষণ যে ধরনের বিষয় নিয়ে অভিনয়ের কথা বললাম তা প্রায় সবই পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে দূর বা নিকট সম্পর্কযুক্ত। এছাড়া

বড় নাটকও অভিনয় করা চলে, তবে তার সংখ্যা হবে কম—বছরে কোন বড় ছুটীর সময় কিংবা স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে। সেখানে বহু দর্শকজনের সম্মুখে ছাত্র ও শিক্ষক অভিনয়-নৈপুণ্য ও পরিচালন-দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। পাঠকক্ষে যে-ছাত্র সাধারণ বলে চিহ্নিত, কখনো কখনো মঞ্চে সে অসাধারণ হয়ে ওঠে। যে গুণ অপ্রকাশ ছিল, তার আত্মপ্রকাশে ছাত্রের আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটে।

৭.২ বিতর্কসভা

বিতর্কসভা ছোটদের উপস্থিত বুদ্ধি, সপ্রতিভ আচরণ ও বাক্-কুশলতা শিক্ষার আসর। দুই পক্ষের তর্কজাল বিস্তার, একপক্ষ থেকে অন্য পক্ষের যুক্তি খণ্ডন ও সরস মন্তব্যসহ 'আক্রমণ' সভাকে বাক্‌যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। দেখতে হবে কখনো অশালীনতা প্রকাশ না পায়।

এক শ্রেণীকে দুইভাগ করে, এক শ্রেণীর দুই শাখাকে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল করে কিংবা দুই শ্রেণীতে দুইটি বিরোধী দলের ভূমিকা দিয়ে বিতর্কের বিষয় উত্থাপন করতে দেওয়া যায়। বিচারক থাকবেন একাধিক শিক্ষক। নির্বাচিত বিষয় এমন হওয়া দরকার যা ছাত্রদের জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে থাকে। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়:

বিজ্ঞান মানুষের শত্রু; অরণ্য নির্মূল করা উচিত, কারণ তা হিংস্রজীবের আবাস; পাহাড়পর্বত বহুলপরিমাণ আবাদযোগ্য ভূমি জুড়ে অবস্থান করে মানুষের খাদ্যাভাবের জন্য দায়ী; আলো জ্বালানোর খরচ বাঁচানোর জন্য দিনে ও রাতে দুটি সূর্য থাকলে ভালো হয়; জলের চেয়ে চিনির মূল্য বেশি; নিরামিষের চেয়ে আমিষ খাদ্য

ভালো ; লোহা বনাম সোনা ; দিবাচর বনাম নিশাচর পাখি ; প্রজাপতি বনাম মৌমাছি ; পায়রা বনাম শকুন ; বসন্ত বনাম বর্ষা ঋতু ; লবণ বনাম লংকা ইত্যাদি।

৭.৩ বক্তৃতাসভা

বিতর্কে প্রতিপক্ষের বক্তব্য যুক্তিপ্রয়োগে খণ্ডন করতে হয়, বক্তৃতায় নিজস্ব বক্তব্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পারম্পর্য রক্ষা করে উপস্থাপন আবশ্যক। এটি যত্ন ও অনুশীলন সাপেক্ষ। লেখা যেমন শিল্প, বলাও তেমনি শিল্প। মনের ভাবকে সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা শিক্ষিত রুচিশীল মানুষের পরিচায়ক। ছোটদের এই ব্যবহারিক দিকটায় খুব বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয় না কিন্তু বর্তমান জগতে নিজেকে প্রকাশ করার ওপর আত্মপ্রতিষ্ঠা অনেকখানি নির্ভর করে। তাই স্কুলে ছাত্রদের বাক্‌বিন্যাসের অভ্যাস করানো উচিত।

বক্তার পক্ষে কতকগুলি করণীয় এবং অকরণীয় আছে। সেগুলো তাদের মনে রেখে চলতে হবে। করণীয়—(১) স্পষ্ট উচ্চারণ (২) শুদ্ধ উচ্চারণ (৩) স্বাভাবিক কণ্ঠে ধীরে উচ্চারণ (৪) শ্রোতাদের দিকে চেয়ে বক্তব্য বিস্তার (৫) বিনয়ের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসে নিজের যুক্তি বিস্তার।

অকরণীয়—(১) অতি দ্রুত ভাষণ (২) স্বরের অস্বাভাবিক বিকৃতি (৩) মুদ্রাদোষ (৪) একই কথা বা ভাবের পুনরাবৃত্তি (৫) অকারণ অঙ্গ-সঞ্চালন, শ্রোতা ভিন্ন অন্যদিকে চেয়ে কথা বলা (৬) অশালীন শব্দ ব্যবহার।

বাগ্মিতা অসাধারণ গুণ। চেষ্টা করলে সবাই যে বাগ্মী হতে পারে তা নয় কিন্তু সানুরাগ চেষ্টা ছাড়া কিছুতেই এ গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষক উৎসাহী ছাত্রদের সঙ্গে খ্যাতনামা বাগ্মীদের জীবনকথা আলোচনা করতে পারেন। গ্রীক নাগরিক

ডেমোস্‌থিনিস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বলে ইতিহাস-বিখ্যাত; তিনি বাল্যে ও কৈশোরে তোতলা ছিলেন, কথা বলতে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করার অভ্যাসের দরুণ লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। শোনা যায় নির্জন পাহাড়ের গুহায় একাকী বক্তৃতা অভ্যাস করতেন আর অঙ্গ সঞ্চালন অভ্যাস বন্ধ করার জন্য চারিদিকে সূচ্যগ্র লৌহফলক এমন ভাবে সাজিয়ে রাখতেন যাতে অজ্ঞাতসারে হাত ছুঁড়লেও লোহার খোঁচা তৎক্ষণাৎ ভুল ধরিয়ে দেয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মী পুরুষদের মধ্যে আছেন বার্ক, ফক্স, শেরিডন, গ্লাডস্টোন, ডিসরেলি আর পরবর্তীকালের উইনস্টন চার্চিল। আমেরিকার আব্রাহাম লিনকন, ভারতের সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, বিবেকানন্দ, ইদানীং কালের রাধাকৃষ্ণণ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতায় মানুষের মন জয় করেছেন। এই দক্ষতা তাঁরা অর্জন করেছিলেন অনেক পড়াশোনা, গভীর চিন্তা ও অনুশীলনের দ্বারা।

অনুশীলনের জন্য ছোটদের কতকগুলো নির্বাচিত গদ্যাংশ মুখস্থ করে অন্যদের সামনে উপস্থাপন করতে দিলে তাদের সাহস বেড়ে যাবে। বক্তৃতার অংশ নির্বাচন করলেই ভালো। এর জন্য স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় উপাদানের অভাব নেই। তারপর উৎসাহী ছাত্র-বক্তাদের তাদের বক্তব্য লিখে তৈরি হয়ে এসে বলতে অভ্যাস করানো দরকার। সামনে উঁচু টেবিলের ওপর বক্তৃতার খসড়াটা রেখে বলতে অভ্যাস করবে। সামনেই সাহায্য পাওয়ার উপাদান রয়েছে, এই বোধ মনে অনেকখানি সাহস এনে দেয়।

৭.৪ যার-হাতে-যা-ওঠে

ছাত্রদের বলার অভ্যাস করানোর ব্যাপারে 'যার হাতে যা ওঠে' পদ্ধতিতে বক্তৃতার আসর আনন্দদায়ক অনুশীলন-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

এটি উপস্থিত ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বক্তৃতার ব্যবস্থা। সমাবেশে ছাত্রদের কাছ থেকে বক্তৃতার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব ছোট টুকরো কাগজে লিখে ভাঁজ করে একটি কাগজের বা কাঠের ছোট বাক্সের মধ্যে রেখে দিতে হবে। বিষয়গুলি যেন এমন হয় যা ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে পড়ে এবং সে সম্বন্ধে যেন তাদের কাছ থেকে কিছু মন্তব্য বা বক্তব্য আশা করা যায়। ছোটদের এই রকম বক্তৃতার বিষয় কেমন হতে পারে তার নমুনা ঃ আমাদের স্কুল, আমার বন্ধু, আমাদের বাড়ি, গাছের পাতা, বিড়াল, ইঁদুর, জল, কাগজ, চাঁদ, দুধ, রসগোল্লা, রবি ঠাকুর, হাতপাখা, আখ, বাঁশ, অংক, কচুরিপানা, পালক, ঘাস ইত্যাদি।

ছোটদের এক মিনিট এবং বড়দের দুই মিনিট বলার জন্য সময় দেওয়া যায়। বক্তা বাক্সের ভিতর থেকে ভাঁজ-করা কাগজখণ্ড তুলে নেবে, যেটি উঠবে সেইটিই তার বক্তৃতার বিষয়। আধ মিনিট তাকে চিন্তার জন্য সময় দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক-বিচারক ছাত্র-বক্তার নাম ও তার বক্তৃতার বিষয় লিখে রাখবেন, নির্ধারিত সময় হয়ে গেলে ঘড়ি দেখে বেল টিপে তার থামার সংকেত দেবেন। নম্বর দিয়ে তার কৃতিত্বের মূল্যায়ন করবেন। যে-কোন বিষয় সম্পর্কেই যেন ছাত্র কিছু বলতে পারে, এই উৎসাহ তাদের মধ্যে সঞ্চার করতে হবে। যে মানসিক প্রক্রিয়ায় বক্তব্য বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা যায়, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায়, প্রকৃতি বা মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচার করা যায় সে সম্বন্ধ ছাত্রদের কিছুটা ট্রেনিং দরকার। কোন বিষয় মনে মনে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে নিলে আলোচনার সুবিধা হয়, যেমন, বিষয়টি কী বা কেমন, তার বৈশিষ্ট্য কী, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বা উপযোগিতা, তার জগৎ, তার বৈচিত্র্য, তার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ, ইত্যাদি। একটি ছোট উদাহরণ নেওয়া যাক্।

বক্তব্য বিষয়—ঘাস।

বক্তব্য উত্থাপন : "যে দিকেই দৃষ্টিপাত করুন, চোখে স্নিগ্ধ আরাম এনে দেয় ঘাসের সবুজ রঙ। ঘাস উদ্ভিদ, ধরিত্রীর সন্তান, আকারে সে ছোট কিন্তু প্রায় সারা ভুবন সে ছেয়ে আছে ধরার শ্যামল অঞ্চলের মত। সে মহীরুহের মত শক্তিমান নয়; সে নীচু অথচ মহৎ, সে সবারই পদদলন সহ্য করে অথচ অমর। আগুনে, জলে তার বিনাশ নেই, তার দেহাংশের ক্ষুদ্র টুকরো থেকে সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আপন অধিকার বিস্তার করে।

মাটির তলা দিয়ে শিকড়জাল বিস্তার করে তৃণদল ভূমির ক্ষয় রোধ করে, সূর্যকিরণ থেকে খাদ্যপ্রাণ আহরণ করে তৃণভোজীদের আহার্য জোগায়। পৃথিবী থেকে ঘাসের বিনাশ ঘটালে পৃথিবীর চেহারাই পালটে যাবে।

ঘাস যে কেবল তৃণভোজীর ভক্ষ্য তা নয়, মানুষও তার আস্বাদ পেয়েছে। সর্ব দেহে রসের সঞ্চয় গড়ে তুলে অভিজাত তৃণ যখন ইক্ষুরূপে পুষ্ট হয়ে ওঠে তখন তার সমাদর। আবার তাদেরই অন্য গোষ্ঠী নীরস বংশদণ্ডরূপে মানুষের হাতিয়ার আর নানা কাজের উপাদান উপকরণ। যে কাগজ না হলে মানুষের একদিনও চলে না তা তৈরি হয়েছে দধীচিকল্প ঘাসেদেরই অস্থি দিয়ে। ঘাসকে অবহেলা করা চলবে না, তার দলে আছে চিনির যোগানদার, আছে লেখনীর খাগড়া, আছে প্রহারের দণ্ড, শাস্তির চাবুক।

ঘাসের যে সহজ সৌন্দর্য তা দিয়ে সে কবি-শিল্পীকে মুগ্ধ করে। ছবির ফ্রেমের মত বাগান সাজাতে গেলেই ঘাসকে চাই ফ্রেমের বাহার আনার জন্য। বাগানের মালী যত্ন করে অন্য ফুল ফোটায় কিন্তু আপন প্রাণের উচ্ছ্বাসে ফোটা ঘাসের ফুল সৌন্দর্য-সুষমায় অন্যের চেয়ে কম নয়। শীতের সকালে শিশিরবিন্দু ঘাসের আগায়

যে মুক্তার উপবন সৃষ্টি করে তা অনুপম। প্রতি কণিকায় প্রভাতসূর্য আপন মুখ দেখে। সহস্র সূর্যের প্রতিবিম্ব-সোহাগ ধারণ ঘাসের নিজস্ব সৌভাগ্য।"

* * *

আর বিস্তার না করে শুধু এইটুকু বলা যায়। বক্তব্য বিষয়টির প্রকাশে দীপ্তি থাকলে তা সহজে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে। জ্ঞানের গভীরতা, ভাষার স্বচ্ছতা ও প্রকাশে সরসতা অর্জিতব্য গুণ।

শিক্ষকের জন্য গ্রন্থপঞ্জী—

(১) Cicero : Selected Political Speeches—S. Radhakrishnan (Penguin Classics)

(২) Education, Politics and War (International Book Service, Poona)

৮.০ আবৃত্তি

বিদ্যার্থীর কাছে কবিতা আবৃত্তি অতি পরিচিত অনুষ্ঠান-অঙ্গ। স্কুলের উৎসবে এটি প্রায় অপরিহার্য। স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে কতক ছাত্র আবৃত্তি করতে উৎসাহিত হয়, বেশির ভাগ ছাত্র থাকে শ্রোতার দলে। যথাযথ ভাবে আবৃত্তি করার কৌশল শেখালে শিক্ষার্থীর অনেকগুলি গুণ বিকাশের সুযোগ আসবে।

আবৃত্তির উদ্দেশ্য, অক্ষরের নীরব শৃংখল থেকে মুক্তি দিয়ে কবির বা গদ্যলেখকের ভাবকে ধ্বনিতে মুখর করে শ্রোতার মনে পৌঁছে দেওয়া, ভাবের ব্যঞ্জনা মূর্ত করে তোলা।

উপায়॥ জিহ্বা, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, দন্ত, তালু—স্বরযন্ত্রগুলির যথাযথ ব্যবহার। ছোটদের মনে রাখতে হবে আবৃত্তি সংগীত নয়। ছন্দোবদ্ধ বাক্য মনে দোলা দেয়; তার সঙ্গে স্বরের উত্থান-পতন, কম জোর,

বেশি জোর শ্রোতার মনে কবিতার ভাবটিকে ইঙ্গিতবহ করে তোলে। বিষয়বস্তুর অর্থ আবৃত্তিকারীর বোধগম্য হওয়া আবশ্যক, তাতে আবৃত্তিতে প্রকাশিত স্বচ্ছন্দ আবেগ শ্রোতার মন সহজে অধিকার করে।

আবৃত্তিকারীর পক্ষে অনুশীলনীয় গুণ॥ স্পষ্ট উচ্চারণ, সঠিক উচ্চারণ, ভাবপ্রকাশকরূপে উচ্চারণ। অঙ্গভঙ্গি অনাবশ্যক। বিষয়টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবৃত্তিকারের চোখ, মুখ, হাতের স্বাভাবিক মুদ্রা-ব্যঞ্জনা যদি প্রকাশ-সহায়ক হয়, তাতে হানি হয় না।

আবৃত্তির বিষয়॥ সুলিখিত অংশমাত্রই আবৃত্তির যোগ্য, তবে বিদ্যার্থীর মান অনুযায়ী নির্বাচন হওয়া আবশ্যক, বিষয়বস্তুরও বৈচিত্র্য থাকা চাই। শিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য আবৃত্তিযোগ্য অংশ সংকলন করবেন। বিষয়বৈচিত্র্য অনুযায়ী তাদের কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—হাস্যকৌতুক, ছোটদের কৌতূহল-উদ্দীপক, নিসর্গ-বর্ণনা, কথা ও কাহিনী, বিচিত্র জীবনযাত্রা, দেশবন্দনা, মহত্ত্ব, অধ্যাত্মরসাত্মক, কল্পনা ও তথ্যের মধুর প্রকাশ, পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত উপযুক্ত অংশ।

তোতাপাখির নিছক কণ্ঠস্থ করা আবৃত্তি নয়, ভাবদ্যোতক প্রকাশই লক্ষ্য। উত্তম অংশ বা বাক্যাংশ মুখস্থ করা থাকলে মানসিক রোমন্থনের ফলে তার অর্থ উপলব্ধিতে সুবিধা হয়। আবৃত্তি বই দেখে নয়, মুখস্থ করে বলতেই অভ্যাস করাতে হবে।

৯.০ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

সুরুচি শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ। পাঠক্রমে, বিশেষ করে ছোটদের ক্ষেত্রে অঙ্কন তাই অতি প্রয়োজনীয়। সৃজনশক্তির একটি অঙ্গন হল ছবি আঁকার ভিতর দিয়ে বিদ্যার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা

বাড়ানো, রেখা ও রঙের বিন্যাসে দৃষ্ট বস্তুকে প্রতিভাত করা, কল্পনাকে রঙে রূপদান করা। বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের জন্য ভিন্ন রকম শিক্ষণ-প্রণালী অবলম্বন করতে হয়। তাদের উৎসাহ দেবার জন্য স্কুলের বিশেষ অনুষ্ঠানে তাদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করলে সুফল পাওয়া যায়।

প্রতিযোগিতার স্থান॥ স্কুলের মাঠ, হলঘর, স্কুল সংলগ্ন কোন উন্মুক্ত স্থান কিংবা পাঠকক্ষ। সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকবে। ছাত্রগণ কোন দৃশ্যমান বস্তু—যেমন, গাছ, ফুল, পাখি, গৃহ, যানবাহন, জাতীয় পতাকা, কিংবা শিক্ষক-নির্বাচিত বিষয় নির্দিষ্ট আকারে আঁকবে। পরে বিচারকের মতে উত্তম ছবিগুলি স্কুলের বোর্ডে, দেওয়াল-পত্রিকার স্থানে অথবা শ্রেণীকক্ষে সাজিয়ে রাখা হবে। যারা চিত্রাঙ্কনে উৎকর্ষ দেখাবে তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১০০ সংগীত প্রতিযোগিতা

যেখানে সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কেবল সেখানেই প্রতিযোগিতা হতে পারে। প্রতিযোগিতার আসর যাতে চিত্তাকর্ষক হয় এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণ শ্রোতাহিসাবে উপস্থিত থাকতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা হলে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও আকর্ষণ দুইই বাড়ে। ছাত্রছাত্রীদের যার যে বিষয়ের প্রতি বিশেষ ঝোঁক এবং প্রতিভা আছে তা উৎসাহ এবং চর্চার অভাবে যাতে বিনষ্ট না হয়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

স্কুলে সংগীত শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত না থাকলেও ছাত্রেরা যাতে সমবেত ভাবে জাতীয় সংগীত গাইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

১১.০ মডেল ও রিলিফ ম্যাপ

ভূগোল পাঠ কেবল পুথির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ছাত্রদের কর্ম অনুশীলনে তা বিস্তৃত করে দিলে জ্ঞান সরস ও বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ছবিতে যে রিলিফ মানচিত্র ছাত্রেরা দেখে তা থেকে উঁচু-নীচু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তাদের জন্মে না। দেশের ভূ-প্রকৃতি পড়াতে তাই রিলিফ মানচিত্র অপরিহার্য। বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে ভাল হয় সমবেত চেষ্টায় তৈরি করে নিলে। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের রিলিফ মানচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে ছাত্রদের একাজে পরামর্শ ও পরিচালনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলে এমন উৎসাহের সঞ্চার হবে যে, অন্য ছাত্ররাও খোঁজ খবর নিতে আসবে।

ক্যারম বোর্ডের মত ধার-উঁচু কাঠের ফ্রেম করে নিয়ে তাতে মাপ অনুযায়ী রিলিফ ম্যাপ তৈরি করা যায়। উপকরণ—সিমেণ্ট, বালি, পাথরের টুকরো, রঙ, আঠা ; প্যারিস প্লাস্টার, কাগজের মণ্ড দিয়েও তৈরি করা যায়। স্কুলের সীমানার মধ্যে বেশি জায়গা থাকলে বড় আকারের ভারতের রিলিফ মানচিত্র পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি করলে স্থায়ী এবং আকর্ষণীয় জিনিস হবে। বৃষ্টির সময় ছাত্ররা সেখানে নদীর জলধারা দেখতে উৎসাহের সঙ্গে সমবেত হবে।

ছোটদের দিয়ে গ্লোব তৈরি করানো খুব কঠিন কাজ নয়। ফুটবলের ব্লাডার হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে নিয়ে তার ওপর প্রথমে কয়েক স্তর জলে ভিজানো কাগজ লাগাতে হয়, শুকাতে হবে ঠাণ্ডায়। পরে ঐ কাগজের ওপর আঠা-মাখানো কাগজ স্তরে স্তরে লাগিয়ে শুকিয়ে নিলে শক্ত খোসার মত হবে। তার ওপর দাগ টেনে রঙ দিয়ে মহাদেশ সাগর ইত্যাদি সুন্দর করে এঁকে দেখানো হবে। অবশেষে ব্লাডারের হাওয়া ছেড়ে দিলে ব্লাডারটি বেরিয়ে আসবে। মেরুপ্রান্ত কাগজ-আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়ে তার ভিতর দিয়ে অক্ষদণ্ড

সন্নিবেশিত করে নিজের হাতে ভূমণ্ডল তৈরি করা ছাত্ররা শিখে নেবে।

১২.০ স্কুল ম্যাগাজিন

স্কুলের পুষ্পোদ্যানের মত স্কুল-পত্রিকা ছোটদের মনের উদ্যান। সেখানে যে ফসল ফলে তাতে সমাজের চাহিদা মেটে না, কিন্তু মনের আবাদকারী ছাত্রের অভিজ্ঞতা, আনন্দ ও সৃষ্টির উদ্যম প্রকাশের সুযোগ মেলে। বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয় থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে প্রতিদিনকার কাজের ভিতর দিয়ে। তারা যে কিছু দিতেও পারে তার পরিচয় স্কুল-পত্রিকার রচনায়। পাকা হাতের এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ মনের ফসল আশা করা যাবে না। তবে এইসব শিক্ষানবীশ লেখকদের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের কবি সাহিত্যিক দার্শনিক। বিদ্যালয় পত্রিকার সার্থকতা ভবিষ্যতের লেখক তৈরি করার বীজক্ষেত্র রূপে।

বছরে অন্তত একবার ছাপানো বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশ করলে ছাত্রদের উৎসাহ বাড়ে। এছাড়া বিদ্যালয়ে দেওয়াল-পত্রিকায় ছাত্রদের রচনা সুন্দর হাতের অক্ষরে লিখে, ছবি নক্সা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে মনোহারী করা যায়। এইসব রচনা নিয়মিত পালটিয়ে দিলে অনেককে স্থান দেওয়া সম্ভবপর। উত্তম রচনাগুলি ছাপানো-পত্রিকার জন্য নির্বাচিত করে রাখা চলে। উৎসাহ পেলে ছাত্ররা নিজ নিজ শ্রেণী থেকেও হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে আগ্রহী হতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সুপরিচালনায় শ্রেণী-পত্রিকা-গুলি শোভন সুন্দর তো হয়ই, এর ভিতর দিয়ে সমস্ত শ্রেণীকে সৃজনাত্মক কাজে নিয়োজিত রাখা যায়।

রচনার জন্য বিষয় নির্ধারণ করে দিয়ে সেই বিষয়ের বই পড়তে

দিলে প্রথম দিকে রচনাকারী আত্মবিশ্বাস নিয়ে লেখার কাজে অগ্রসর হতে পারে। ভালো লেখার জন্য যে গুণগুলি প্রয়োজন শিক্ষক তা ছাত্রদের কাছে আলোচনা করবেন। বিবিধ বিষয় পড়াশুনা, চিন্তা দ্বারা তা আত্মস্থ করা, নিজের চিন্তার আলোকে তার সুষ্ঠু প্রকাশ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অপরিহার্য গুণ। চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে যে মানসিক শৃংখলার প্রয়োজন তা অনায়াসে আয়ত্ত করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সানুরাগ পরিশ্রম। লোক-দেখানো পরিশ্রম নয়, নীরব সংকল্প-রূপায়ণ, ফুলগাছের কুঁড়ি ও কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটানোর নীরব সাধনার মত কাজ।

১৩.০ শ্রেণী পাঠাগার

লাইব্রেরি হয়ত সব স্কুলেই আছে কিন্তু ছাত্রদের নিয়মিত পড়ার জন্য বই দেবার বন্দোবস্ত বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই নেই। তার কারণ পুস্তকের স্বল্পতা, পাঠাগার কক্ষের অভাব এবং গ্রন্থাগারিকের অভাব। কোন কোন স্কুলে নির্দিষ্ট শিক্ষকের হাতে গ্রন্থাগারেরও ভার থাকে। সকল ছাত্রের অবাধ গতি থাকে না লাইব্রেরি কক্ষে বা পুস্তকের রাজ্যে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসা ছড়িয়ে দিতে হলে মোটামুটিভাবে সমৃদ্ধ সুপরিচালিত লাইব্রেরি একান্ত আবশ্যক। শ্রেণীর লাইব্রেরি ছোট্ট সংগঠন হিসাবে এক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে।

প্রতি শ্রেণীর জন্য থাকবেএকটি আলমারি, ছাত্রদের মান অনুযায়ী বিবিধ বই, বই বিলি করার খাতা কিংবা লাইব্রেরি কার্ড। শ্রেণী-শিক্ষক হবেন পরিচালক। কয়েকটি ছাত্র তাঁকে সাহায্য করবে। নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট ঘণ্টায় (স্কুলকাজের শেষের দিকে হলেই ভালো) ছেলেরা বই ফেরৎ নিয়ে নতুন করে বই নেবে। ছাপানো

না হলেও হাতে-লেখা ক্যাটালগ থেকে ছাত্রেরা আগেই বই-এর নাম ও নম্বর কাগজের টুকরাতে লিখে রাখতে পারে। লাইব্রেরির ছাপানো কার্ড প্রতি ছাত্রকে দেওয়া হলে তার সঙ্গে বই-এর slip এঁটে জমা রেখে বই নেবে। অন্যথা খাতায় তারিখ, বই-এর নাম, নিজের নাম ইত্যাদি লিখে বাড়িতে পড়ার জন্য বই নিতে পারবে। লাইব্রেরিতে-রাখা একখানা মোটা খাতায় ছাত্রকে সে-বই সম্বন্ধে সংক্ষেপে মন্তব্য লিখতে অভ্যাস করালে সে কী কী বই পড়ছে এবং কেমন পড়ছে তা জানা যাবে, অন্যদিকে তার চিন্তা ও প্রকাশ-ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করা যাবে।

শ্রেণীর বইগুলি পড়া হয়ে গেলে ঐ মানের অন্য শ্রেণীতে তা দিয়ে নতুন বই দিতে হবে। মাঝে মাঝে বই কিনে বই-এর সংখ্যা বাড়ানো দরকার। বই যাতে যত্ন করে আঘাত অপঘাত থেকে রক্ষা করে, ছাত্রদের মনে তেমন দরদ জাগিয়ে দেওয়া দরকার।

১৪.০ স্কুল-যাদুঘর

স্কুল-যাদুঘর ভারতীয় যাদুঘর নয়, এখানে খুব মূল্যবান সামগ্রীর সমাবেশ থাকবে তাও আশা করা যায় না। ছাত্রদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞানপ্রদ বিবিধ সামগ্রী ছাত্রদের সহযোগিতায় অল্প অল্প করে সংগ্রহ করতে করতে ক্রমে সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

কী কী সংগ্রহ করা যায়ঃ ছাত্রদের হাতে-তৈরি যে-কোন সুন্দর জিনিস, বিবিধ প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন—পাখির বাসা, ডিম, অদ্ভুত আকৃতির গাছের ডাল ও ফল; আকরিক পদার্থ—লৌহ, তাম্র, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির আকরিক নমুনা; ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীর পোশাক পরিচ্ছদসহ ছোট মডেল, সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল—রঙিন ঝিনুক, শংখ, প্রবাল; পুরাতত্ত্বের ঐতিহাসিক নিদর্শন—

প্রাচীন পোড়া মাটির জিনিস ; বিবিধ প্রকার শিল্প ; বিবিধ ফসল ; ছাত্রদের তৈরি বিভিন্ন সেতুর মডেল ; স্কুলগৃহ ও গাড়ির মডেল ; কারখানা ও সেচ প্রকল্পের মডেল ; যুদ্ধজাহাজ, ট্যাঙ্ক, বিমানের মডেল ; ভবিষ্যতে বাড়িঘর, যানবাহন কেমন হতে পারে তার পরিকল্পনা ; একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম কেমন হতে পারে তার নমুনা-মডেল ইত্যাদি।

যাদুঘর হবে বিদ্যার্থীর কল্পনা ও সৃজনশক্তির সাক্ষী। নির্মাতা ও দাতার নাম-লেখা কাগজ ঐ বস্তুটির সঙ্গে থাকলে ছাত্রেরা উৎসাহিত হবে। বাজার থেকে একবারে সব জিনিস কিনে এনে যাদুঘর সাজালে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো এবং তাদের সৃজনাত্মক শক্তিকে কাজে লাগানোই যাদুঘর গড়ে তোলার প্রধান উদ্দেশ্য॥

। পরিশিষ্ট ।

কর্মশিক্ষা ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নের সংকেত

(ক) পরিকল্পনা

(খ) নির্দেশিকা-প্রশ্নোত্তরিকা

(গ) মূল্যায়ন-সহায়ক ও রেকর্ড সংকেত।

(ক) একটি ছোট বখানা পরিদর্শনের পরিকল্পনা

শ্রেণী—সপ্তম

ছাত্রসংখ্যা—৪০

৩য় সপ্তাহ ॥ পরিকল্পনা···২ পিরিয়ড
প্রস্তুতি······১ ”
পরিদর্শন··· শনিবার

৪র্থ সপ্তাহ ॥ বিবরণী ও মূল্যায়ন···২ পিঃ

১। **উদ্দেশ্য নিরূপণ** ॥ উদ্দেশ্য ঠিক করা হবে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। শিল্প উৎপাদন, দেশের প্রয়োজন মেটাতে শিল্পকেন্দ্রের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্রদের সচেতন করে তুলবেন। এবার একটি শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শনের প্রস্তাব আসবে। কী দেখতে যাওয়া হবে, তার আলোচনা করে উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা হবে।

[সময়—১ পিঃ]

২। **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন** ॥ ছাত্রদের সহযোগিতায় সমগ্র কর্ম-পরিকল্পনাটি গড়ে উঠবে। বর্তমান ক্ষেত্রে কর্মের পর্যায়গুলি এইরকম হবে :—

* কারখানা নির্বাচন ও সংযোগ সাধন।

সময়সূচি নির্ধারণ।

* কী কী সরঞ্জাম—ব্যক্তির ও দলের জন্য—নিতে হবে।
* যাতায়াতের ব্যবস্থাদি।
* প্রয়োজনমত বিশ্রাম, আহার ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
* পরিদর্শন কালে কী কী দেখা হবে, কী কী করা হবে (এজন্যে আগেই কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজ নিতে হবে)।
* ছাত্রদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব বণ্টন।
* আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অর্থ সংগ্রহ।
* পরিদর্শনের বিবরণী লেখবার নির্দেশ, বিবরণী জমা দেবার নির্দেশ।
* বিবরণীগুলোর প্রয়োজনীয় সম্পাদনা শেষে বুলেটিনে প্রকাশের ব্যবস্থা।
* সাহায্যকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।
* মূল্যায়ন ব্যবস্থা।

সময়—১ পিঃ

৩। **প্রস্তুতি**॥ শিক্ষক ছাত্রদের প্রস্তুতিতে সহায়তা করবেন। অনেক সময় শিক্ষককে আগে থেকেই প্রস্তুতির ক্ষেত্র ঠিক করে রাখতে হবে। ছাত্রদের হাতে একটি **নির্দেশিকা** তুলে দিতে হবে। প্রস্তুতির বেলায় দুটি বিষয়ে নজর দিতে হবে—একটি, উপযোগিতা ; অপরটি, সময়। সময় পেরিয়ে গেলে প্রস্তুতির মূল্য থাকবে না, আবার প্রয়োজন মাফিক প্রস্তুতি না হলে কাজে বাধা পড়বেই। শিক্ষক প্রস্তুতির ১ পিরিয়ডে সব দেখে-শুনে নেবেন, নির্দেশিকা বিতরণ করবেন এবং তা ছাত্রদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

৪। **কর্মপ্রয়াস**॥ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ঠিক হলে কাজটি যন্ত্রের মত এগিয়ে যাবে। কাজের সময় শিক্ষককে দুটি দিকে নজর রাখতে হবে—(১) পর্যায় ও সময় অনুযায়ী কাজটি ঠিকমত হচ্ছে কি-না ; (২) নির্দেশিকা অনুযায়ী ছাত্রেরা দেখবার, বুঝবার ও জানবার সুযোগ পাচ্ছে কি-না। প্রত্যেক ছাত্রের বিভিন্ন ব্যক্তিগুণের বিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্রেরা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে যাবে। শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে যাবেন—নইলে ছাত্র-মূল্যায়নে ব্যাঘাত ঘটবে।

৫। **বিবরণী—কর্ম-অভিজ্ঞতার ও ছাত্রশিখনের মূল্যায়ন**॥ পরিদর্শনের শেষে ছাত্রেরা নিজেদের বিবরণী তৈরী করবে, পরে কাজের মূল্যায়ন করবে। সংগৃহীত সমস্ত বিবরণী সম্পাদিত করে একটি চূড়ান্ত বিবরণী লেখা হবে। নির্দিষ্ট সময়ে এটি পড়ে শোনানো হবে, আলোচনান্তে প্রকাশ করা হবে। এই সময় শিক্ষক একটি **নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার** সাহায্যে ছাত্র-জ্ঞানের একটা মূল্যায়ন করে নিতে পারেন। অভীক্ষাটি নির্দেশিকা অনুযায়ী ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছাত্রদের **স্ব-মূল্যায়ন পত্রিকাটি** (Self-Evaluation Sheet) এই ধরনের হতে পারে :—

* সমগ্র কাজটির মধ্যে অসঙ্গতি বা অসুবিধা কী দেখেছি।
* সমগ্র কাজটিতে কোথায় কতটুকু সহায়তা বা সহযোগিতা পাওয়া গেল, কী কী সুবিধা হল।
* প্রস্তুতিতে কোথায় অসম্পূর্ণতা ছিল।
* আর কী করলে কাজটি আরও ভাল করে করা যেত

৬। **ছাত্র-মূল্যায়ন (Student-Evaluation)** ॥

(খ) নির্দেশিকা (Check-List)

* সময়-নির্ঘণ্ট (কখন কী করতে হবে)—
* প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের তালিকা (কী কী সঙ্গে নিতে হবে)—
* পর্যবেক্ষণ-সূচি (কী কী দেখতে ও জানতে হবে)—

১। কারখানাটির ঠিকানা—

২। কী উৎপন্ন হয়—

৩। কী ধরনের কারখানা—

(ক) মালিকানা—ব্যক্তিগত / সামবায়িক / যৌথ / সরকারী।

(খ) পরিচালনা—কুটিরশিল্প / ক্ষুদ্রশিল্প / বৃহৎশিল্প।

(গ) কাজ—শুধু উৎপাদন / মেরামতি / উৎপাদন ও বন্টন।

কারখানাটির আয়তন—

(ক) কতটা জমিতে অবস্থিত

(খ) লগ্নীকৃত মূলধন কত

(গ) কর্মী সংখ্যা

(ঘ) কর্মীদের গড় মাসিক আয়

(ঙ) কারখানার গড় মাসিক উৎপাদন

৫। কারখানার প্রয়োজন কিসে মেটে—

(ক) শক্তি—স্টীম / কায়িক শক্তি / বিদ্যুৎ / তৈলইঞ্জিন।

(খ) জল কোথায় পাওয়া যায়—

(গ) কাঁচামাল কোথা থেকে আসে—

(ঘ) পরিবহণের কী ব্যবস্থা আছে :

কারখানার ভিতরে—

কারখানার বাইরে—

(ঙ) কারখানায় কোন আধুনিকতর যন্ত্র/ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে কি না—

৬। শ্রমিক-কল্যাণের কী ব্যবস্থা আছে :

বাসস্থান / সহজলভ্য খাদ্য / চিকিৎসা / বিনোদন / অন্যান্য।

৭। কারখানার কাজে কোথায় কী সমস্যা আছে—

৮। উৎপন্ন দ্রব্যাদি কোথায় কীভাবে বিক্রয় / সরবরাহ হয়—

৯। কারখানার কাজে কোন্ কোন্ পটুত্বের প্রয়োজন—

১০। কারখানার কাজ আরও উন্নত করা যায় কীভাবে—

ছাত্রের নাম……………………

শ্রেণী………পরিদর্শনের তারিখ………

কর্ম-দিনপঞ্জী (Work-Diary)

[ক] সহজ উৎপাদনাত্মক প্রকল্প—ব্যক্তিগত

(Simple Productive Activity—Individua

১। তারিখ ও প্রকল্পের নাম

২। উদ্দেশ্য

৩। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম

৪। কার্যপ্রণালীর পরিকল্পনা ও নক্‌শা

৫। কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল কিনা

৬। কী পরিমাণ, কী ধরনের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল

৭। উৎপাদিত দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ

৮। তোমার সম্পাদিত কাজটি কোন্ মানের হয়েছে বলে তোমার ধারণা ?

খুব ভাল | ভাল | মাঝারি | খারাপ | খুব খারাপ

[খ] সহজ উৎপাদনাত্মক প্রকল্প—দলগত

(Simple Productive Activity—Group)

১। তারিখ ও প্রকল্পের নাম

২। উদ্দেশ্য

৩। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম

৪। কোন্ কোন্ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল

৫। কর্মের স্তর-পরম্পরা :

পরিকল্পনা—

উপদলের সংখ্যা, প্রতিটির সদস্য সংখ্যা—.

উপদলগুলির উপর ন্যস্ত কাজ—

কাজের নক্‌শা—

৬। নিজ দলের উপর ন্যস্ত কাজের পরিচয়

৭। দলীয় কর্মে নিজস্ব ভূমিকা

৮। কার্যকাল

৯। উৎপাদিত দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ

১০। দলবিভাগ, কার্যবন্টন বা কর্মরূপায়ণের প্রণালী সম্পর্কে নতুন কিছু পরামর্শ যদি থাকে

১১। স্বীয় দলের সম্পাদিত কাজটি কোন্ মানের হয়েছে বলে তোমার ধারণা ?

খুব ভাল | ভাল | মাঝারি | খারাপ | খুব খারাপ

[গ] **শিক্ষামূলক প্রকল্প—Educational Projects**

১। তারিখ ও প্রকল্পের নাম

২। উদ্দেশ্য

৩। কোন্ কোন্ বিশেষজ্ঞ সাহায্য করেন

৪। পাঠক্রমের কোন্ কোন্ বিষয় প্রকল্পটির সঙ্গে সংযুক্ত

৫। কর্মের স্তর-পরম্পরা :

পরিকল্পনা—

উপদলের সংখ্যা, প্রতিটির সদস্য সংখ্যা—

উপদলগুলির উপর ন্যস্ত কাজ—

কাজের ছক্—

৬। নিজ দলের উপর ন্যস্ত কাজের পরিচয়

৭। দলীয় কর্মে নিজস্ব ভূমিকা

৮। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম

৯। কর্মরূপায়ণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর জ্ঞান, ধারণা, মনোভাব ও পটুত্ব অর্জনের বিবরণ

১০। পরবর্তী কর্ম সম্পর্কে নতুন পরামর্শ

১১। স্বীয় দলের কাজের মান :

খুব ভাল | ভাল | মাঝারি | খারাপ | খুব খারাপ

(গ) মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংকেত

পর্যবেক্ষণ-পত্র (Observation Sheet) বা নির্দেশিকাপত্রের সাহায্যে ছাত্রদের পটুত্ব, ব্যক্তিগুণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা যায়। অভীক্ষার সাহায্যে তাদের জ্ঞান ও ধারণার মূল্যায়ন করা যায়। পরে রেকর্ড কার্ডে সেই মূল্যায়নের ফল পুঞ্জিত করতে পারবেন শিক্ষক।

বিভিন্ন সহায়কের (Tools) মাধ্যমে ছাত্রব্যক্তিতা ও পটুত্বের বিচার ও তুলনা করে "পঞ্চমান গ্রেড"-এ তার ফল রেকর্ড করা যায়। জ্ঞান ও বোধের অভীক্ষার সাহায্যে মূল্যায়ন করে তার ফলও পঞ্চমান গ্রেডে প্রকাশ করা যায়।

পঞ্চমানে কেউ	১	পেয়েছে মানে—	দলের	৯৬%	ছাত্র ঐবিষয়ে	তার চেয়ে ভাল ;
"	২	"	"	৭২%	"	"
"	৩	"	"	২৮%	"	"
"	৪	"	" মাত্র	৪%	"	"
"	৫	"	সে ঐ বিষয়ে দলের সেরা ৪% জনের একজন।			

॥ ব্যক্তি-প্রগতি রেকর্ড কার্ড ॥

অভিজ্ঞতার তারিখ	অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র	ব্যক্তিগুণ					বিশেষ পটুত্ব				মনোভাব			আগ্রহ			বিষয়জ্ঞান ও বোধ					
		সময়ানুবর্ত্তিতা	সহযোগিতা	নেতৃত্ব	শ্রমশীলতা	সামাজিকতা	সংগঠন ও পরিচালনা	কর্ম সম্পাদন	যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কুশলতা	কাঁচামাল ব্যবহার	কাজের প্রতি	সৃজনধর্মিতার প্রতি	কর্মীদের প্রতি	তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণে	সমস্যা সমাধানে	সংগঠনে	ভাষা ও সাহিত্য	গণিত	বিজ্ঞান	ইতিহাস	ভূগোল	

পঞ্চমান গ্রেডের বিস্তার :—

৫	সাধারণ ছাত্রের তুলনায় খুব ভাল	৪ % মাত্র
৪	" " ভাল	২৪ % "
৩	সাধারণ ছাত্রদের মত ...	৪৪ % "
২	" ছাত্রের তুলনায় খারাপ	২৪ % "
১	" " খুব খারাপ	৪ % "

পারিবেশিক কর্মোদ্যোগে বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ

পরিবেশভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার কথা আগে বলা হয়েছে। এখন দেখা যাক একটি পল্লীবিদ্যালয় কীভাবে পারিবেশিক কর্মধারার অংশীদার হতে পারে।

১৯৭২ সালে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত "নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন" এ সম্পর্কে খুব পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের মতে শিক্ষকেরা শুধু যে গ্রামের তরুণদেরবিদ্যালয়ে পাঠদান করবেন তা নয়, বয়স্কদেরও নানাপ্রকার শিক্ষামূলক কর্মপ্রকল্পে নেতৃত্ব দেবেন—যার ফলে বয়স্ক গ্রামবাসিগণ পল্লীর বিবিধ সমস্যাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন, সেগুলোর সমাধানের উপায় খুঁজে বার করে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন।

মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত থানা জেলার কোসবাদ হিল্-এ অবস্থিত, গোখেল এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা এ বিষয়ে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছেন। তাঁরা ওই জেলার উপজাতি মানুষদের জন্য একটি কৃষি-উন্নয়ন ও পুষ্টিসাধন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। ওই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার বিবরণী থেকে আমরা বহু তথ্যই জানতে পেরেছি। তার সারাংশ নীচে দেওয়া হল:

পরিকল্পনার বিষয় ॥ থানা জেলার উপজাতীয়দের জন্য কৃষি-উন্নয়ন ও পুষ্টিসাধন প্রকল্প।

উদ্দেশ্য ॥ সার্থক সমাজসেবাসূচিতে শিক্ষিকা ও ছাত্রীমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

সমস্যা নির্ণয় ॥ এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বাসিন্দা এই আদিবাসী মানুষেরা পাহাড়ের ঢালে এবং বনে-জঙ্গলে বাস করে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারি মতে থানা জেলার লোকসংখ্যা ছিল ১৬,৫২,৬৭৮। এর মধ্যে উপজাতি লোকেদের সংখ্যা ৫,০০,৫৫৮—অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০·২৯ ভাগ উপজাতি। এই উপজাতির মধ্যে সাক্ষরের শতকরা হার মাত্র ৫·৮৮। এদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। ধানের একটি মাত্র ফলনের ওপরই এদের ভরসা করতে হয়, তাও আবার প্রায়ই বর্ষার খেয়ালখুশির ওপর

নির্ভর করে। ফলে ধান যা উৎপন্ন হয় তা দিয়ে পরিবারের বছরের ৪ থেকে ৫ মাস কোনরকমে চলে, বাকি সময়টা কাটে অর্ধাশনে। অপুষ্টি বা স্বল্পপুষ্টিতার সমস্যাই এদের জীবনে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। নীচের তালিকাটি এর স্পষ্ট উদাহরণ :

খাদ্যদ্রব্য	I.C.M.R. কর্তৃক অনুমোদিত সুষম খাদ্য (আউন্স হিসাবে)	আদিবাসী ওয়ালি-পরিবার গৃহীত খাদ্য
ভক্ষ্যশস্য	১৪˙০	১৫˙৫
ডাল	৩˙০	০˙৩
পত্রজাতীয় শাকসবজি	৪˙০	০˙১
মূলজাতীয় সবজি	৩˙০	০˙০৭
অন্যান্য পত্রহীন সবজি	৩˙০	১˙৫
ফল	৩˙০	—
চিনি-গুড়	২˙০	০˙২
ঘি-মাখন	২˙০	০˙০৬
দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য	১০˙০	—
মাছ-মাংস	২˙০	০˙২
ডিম	১টি	—

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ অনুমোদিত সুষম খাদ্যের তালিকার পাশাপাশি বোম্বাইয়ের হফ্‌কিন ইন্সটিটিউটের নিউট্রিশন অ্যাণ্ড বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট পরিচালিত সমীক্ষার (জানুয়ারী, ১৯৫৯) তুলনা করলেই ওয়ালি পরিবারের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কোসবাদের বালিকা বিদ্যালয়টি উপজাতি-এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং 'কৃষি' এই বিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্যবিষয় বলে আধ কিলোমিটার দূরে ঘাটাল-

পদায় এই কৃষি-উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজে ছাত্রী-শিক্ষিকারা হাত মিলিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালে প্রকল্পের কাজ সুরু হয় সাতটি আদিবাসী পরিবারকে কেন্দ্র করে।

কর্মোদ্যোগ॥ ১৯৬৭ সালেই এ অঞ্চলের সাতটি আদিবাসী পরিবারের অধিকারভুক্ত ১৫ একর জমিতে জলসেচনের জন্য একটি কূপ খননের কার্যসূচি গ্রহণ করেন তালুক পঞ্চায়েত সমিতি ও উপজাতি উন্নয়ন ব্লক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আদিবাসী পরিবারগুলিকে কূপখননে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ছাত্রীদের কায়িক পরিশ্রম দেখে আদিবাসীরা মুগ্ধ, আদিবাসীদের উৎসাহ দেখে ছাত্রীরা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। কূপখনন শেষ হল, সিমেন্টের কাজও সম্পূর্ণ হল, পাম্পিং সেট বসিয়ে তাকে সচল করা হল।

এরপর কাজের দ্বিতীয় ধাপ। ১৯৬০ সালের পর থেকে অধিক ফলনশীল ধানের প্রচলন হয়েছিল—ফলে স্থানীয় ধানের উৎপাদন-ক্ষমতার চেয়ে আই-আর-৮ ধানের উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বিগুণ, তিনগুণ, এমনকি চতুর্গুণ হল। সার পড়লেই এই ধরনের ধানের উৎপাদিকা শক্তি খুব বেড়ে যায়, আর সারের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত জল সরবরাহের। এদিকে গ্রামের কূপ তৈরি হয়ে গেছে। তাই সিদ্ধান্ত হল আদিবাসী সাতটি পরিবারের ধান উৎপাদন বাড়াবার কাজে অধিক-ফলনশীল বীজেরই প্রচলন করতে হবে। বীজ পাওয়া গেল কোস্‌বাদ হিল-এর এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউট থেকে, এবং সেখানকার অভিজ্ঞ কর্মচারীদের পরিচালনায় কাজ সুরু হল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আদিবাসী পরিবারদের চাষযোগ্য জমি তৈরি করতে, কীটের হাত থেকে বীজ রক্ষা করতে, বীজ বপনে, চারা ধানের নবরোপণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

আই-আর-৮ চাষের পাশাপাশি আর একটি নমুনা-প্লট বসানো হল স্থানীয় ধানচাষের—উভয়ের তুলনা দেখবার জন্য। দুই ভিন্ন জাতের ধানের উৎপাদিকাশক্তি দেখানো হল আদিবাসীদের। ফসল যখন কাটা হল তখন দেখা গেল স্থানীয় ধানচাষে যেখানে এক একর জমিতে ৪৮০ কিলোগ্রাম ধান উৎপন্ন হয়েছে, সেখানে আই-আর-৮ চাষে হয়েছে ১১২০ কিলোগ্রাম।

স্বভাবতই নতুন জাতের ধানচাষের প্রতি আদিবাসী কিষানেরা গভীরভাবে আকৃষ্ট হল।

এইভাবে একটি পল্লী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগ ছোটখাট "কৃষি-উৎপাদন কর্মোদ্যোগ" গ্রহণ করে বিজ্ঞানকে কৃষকের অঙ্গনে পৌঁছে দিতে পারে।

কাজের তৃতীয় ধাপ এবার সুরু হবে। ধান-তোলা হল সারা, এখন দ্বিতীয় ফসল কিছু একটা চাই, হাতের কাছেই যখন অত বড় কুঁয়ো রয়েছে। আদিবাসীরা স্থির করল শাকসবজির চাষ করবে। চারা তৈরির কাজে এগিয়ে এল স্কুলের সেই মেয়েরাই। আদিবাসী কিষানেরা জানত না কীটনাশক ওষুধ কীভাবে কখন ছড়িয়ে দিতে হয়, আরও নানা তথ্যই তাদের ছিল অজানা। স্কুলের শিক্ষিকারা তাদের হাতে ধরে ওষুধ স্প্রে করার ধরন শিখিয়ে দিলেন। আজকাল বাজারে বহু রাসায়নিক পতঙ্গনাশক ওষুধ পাওয়া যায়, এগুলোর ব্যবহার-কৌশলও শিক্ষিকারা অজ্ঞ চাষীদের শিখিয়ে দিতে পারেন।

কর্মোদ্যোগের চতুর্থ ধাপে পুষ্টিতার প্রদর্শন। পূর্বের তালিকা থেকেই জানা গেছে আদিবাসীরা খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে শাকসবজি গ্রহণ করে না। এর ফলে তাদের মধ্যে অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা দিয়েছে। অতি অল্প খরচে সবজি রান্নার নির্দেশ তাদের বুঝিয়ে দিল স্কুলের মেয়েরা, নিরামিষ পোলাও রান্নার এবং অংকুরিত বরবটি ব্যবহারের কৌশলও শিখিয়ে দিল। এ সবই পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে পড়ে। এ সবের ব্যবহার আদিবাসীরা জানতোই না। এর পর বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে ছাত্রীরা সমস্ত গ্রামাঞ্চল জুড়ে, বড় আকারে, একটি dietary survey বা আহার্য-সমীক্ষা পরিচালনা করেছে, সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত রন্ধনকৌশলের মাধ্যমে পুষ্টিতা বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

এই যে স্থানীয় অঞ্চলভিত্তিক একটি কর্মোদ্যোগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল, এটা খুব কঠিন কাজ কিছু নয়। যেটা সবচেয়ে দরকার, সেটা হচ্ছে আসল সমস্যাটি নির্ণয় করা, তার সঙ্গে কর্মীদের আগ্রহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ, আর চাই জনসাধারণের প্রতি মমত্ববোধ। বিদ্যালয়-সমাজ এবং স্থানীয় লোকসমাজের

মধ্যে সত্যিকারের সেতুবন্ধন স্থাপনে এই ধরনের ছোট ছোট কর্মোদ্যোগের অবদান যে কী অপরিসীম, তা হাতে-কলমে কাজে না নামলে বোঝা যাবে না।

উপরে উল্লেখিত এই কর্মোদ্যোগের মূল্যায়ন (evaluation) একটি অবশ্য-কর্তব্য। যেমন, উন্নত আহার্য গ্রহণের প্রদর্শনীটি দেখবার পর গ্রামের কতজন তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই অনুসারে নিজের নিজের পরিবারে ওই প্রণালী অবলম্বন করেছেন ? উন্নত কৃষিপদ্ধতি দেখবার পর গ্রামের ক'টি চাষী পরিবার তাকে অনুসরণে অগ্রণী হয়েছেন ? এই সব প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে পাবার পর আরও বৃহত্তর এলাকা জুড়ে আরও ভাল ভাল কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে—যা সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রকেও সমাজের নতুন সমস্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারে।

SOCIAL SERVICE

Roll No.	Names of Boys	Date & Item No.	Award out of 10.	Date & Item No.	Award out of 10.	Date & Item No.	Award out of 10.	Date & Item No.	Award out of 10.

ITEMS : 1. Nursing Units.
2. First Aid Squad.
3. 'Keep the Area Clean' Squad.
4. 'Teach the Unlettered' Squad.
5. Observance Group :-
(i) Hero Day.
(ii) National Integration Day.
(iii) Social and Religious Reformer's Day.
(iv) Science Day, ete.

শেষ